University of Rajshahi **Rajshahi-6205** **Bangladesh.**

RUCL Institutional Repository **http://rulrepository.ru.ac.bd**

Department of Islamic History & Culture MPhil Thesis

2006-09

Social and Cultural Organization of Gazipur District (1971-2000 AD)

Hasan, Abu Imam Mahmudul

University of Rajshahi

http://rulrepository.ru.ac.bd/handle/123456789/1016

Copyright to the University of Rajshahi. All rights reserved. Downloaded from RUCL Institutional Repository.

গাজীপুর জেলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন (১৯৭১-২০০০ খ্রীষ্টাব্দ)

এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

আবু ইমাম মাহমুদুল হাসান

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সেপ্টেম্বর '০৬

গাজীপুর জেলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন (১৯৭১-২০০০ খ্রীষ্টাব্দ)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন
প্রফেসর ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

গবেষক

আবু ইমাম মাহমুদুল হাসান
এম.ফিল গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
রাজশাহী।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সেপ্টেম্বর '০৬

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "গাজীপুর জেলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন (১৯৭১-২০০০ খ্রীষ্টাব্দ)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার একক ও নিজস্ব রচনা। আমার এই গবেষণা কর্মটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য লিখিত হয়েছে এবং এটি বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার জন্য উপাস্থাপিত হয়নি।

আবু ইমাম মাহমুদুল হাসান

আবু ইমাম মাহমুদুল হাসান
এম.ফিল গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়ন পত্র

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, আবু ইমাম মাহমুদুল হাসান "গাজীপুর জেলার সামাজিক ও সাংস্কৃতি সংগঠন (১৯৭১-২০০০ খ্রীষ্টাব্দ)" শীর্ষক এম. ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছে। আমার জানা মতে এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ ইতোপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রীর উদ্দেশ্যে জমা দেয়া হয়নি। আমি অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পান্ডুলিপি পড়েছি এবং তা এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়ার সুপারিশ করছি।

কাছেদা খাতুন ৩০/৯/০৬

ড. সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'লার যার অশেষ রহমতে আমার এই অভিসন্দর্ভটির রচনা সম্পন্ন হয়েছে। দরুদ ও সালাম প্রেরণ করছি তাঁর রাসুলের (স.) এর প্রতি যার আগমনে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী আলোর মুখ দেখেছিল।

আমার এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে গিয়ে সর্বাগ্রে যার নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড. সৈয়দা নূরে কাছেদা খাতুন। আমার এ গবেষণা কর্মের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি শব্দ ও বাক্য প্রয়োগের ব্যাপারে তাঁর হাতের স্পর্শ রয়েছে। তাঁর এই ঋণ অপরিশোধ্য। এই অভিসন্দর্ভটির রচনাকালে তাঁর স্বামী প্রফেসর হাবিবুর রহমানের স্নেহ, মমতা ও সংবেদনশীলতা আমাকে দারুনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। এজন্য আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই গবেষণাকর্মে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ প্রফেসর ইমিরেটাস ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী আমাকে নিরলস উৎসাহ যুগিয়ে আমার মত ইতিহাসের একজন সাধারণ পাঠককে একজন অনুসন্ধানী গবেষকে রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর সংবেদনশীলতা এবং উদারতা আমার গবেষণাকালে আমার কঠিন ও হতাশার সময়গুলো কাটিয়ে উঠতে আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। তাঁর পরামর্শ ও নির্দেশনা এই অভিসন্দর্ভটির গুণগতমান বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। দিগন্তজোড়া হৃদয়ের পিতৃতুল্য এ মানুষটির সার্বিক সহযোগিতা না পেলে আমার এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। শুধু কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর ঔদার্যকে খাট করতে চাইনা। আমার এ কাজে তাঁর ঋণ অপিরিশোধ্য। এই অভিসন্দর্ভটির রচনাকালে তাঁর সহধর্মিনীর স্নেহ, মমতা, ভালবাসা ও সংবেদনশীলতা আমাকে আমার কাজটিতে মনোনিবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। এজন্য আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞাতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণা কাজে সার্বিক সহযোগিতা দানের জন্য বিভাগীয় সভাপতি প্রফেসর ড. কাজী মো. মোস্তাফিজুর রহমানের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী।

আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্বরণ করছি আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক প্রফেসর এ বি এম শাহজাহানের নিকট যিনি আমার সেমিনার, পরীক্ষক বোর্ড গঠন ও সার্বিক পরামর্শ দিয়ে গবেষণা কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছেন। উপরন্তু বিভাগের সকল শিক্ষকের বিষয় ভিত্তিক পরামর্শদানের জন্য তাদের অবদানকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি। অত্র বিভাগের কর্মচারীবৃন্দের অবদানও অনস্বীকার্য।

এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, ঢাকা জাদুঘর লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাইন্ডেশন লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, গাজীপুর পাবলিক লাইব্রেরী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর লাইব্রেরী, আই.বি.এস. গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য অনুমতি প্রদান ও সহায়তা করেছেন। আমি তাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমার মাতা মোসাম্মৎ মনোয়ারা বেগম, বড়ভাই মোঃ মোহসীন, বড় আপা মিসেস ফেরদৌসি সুলতানা, দুলাভাই আঃ আউয়াল বাগমার, ছোট আপা শামীমা সুলতানা, দুলাভাই এ.কে.এম আহাদ উল্লাহ, অনুজ মোঃ কামরুল হাসান ও মোঃ মইনুল হাসান এই গবেষণা কাজে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

সবশেষে আর একজনের কথা উল্লেখ না করলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার অসম্পূর্ণ থেকে যায় তিনি হলেন আমার স্ত্রী সুলতানা আখতার যার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে এ কঠিন পথ অতিক্রম করা সম্ভব হ'ত না। গবেষণা কর্ম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য তিনি শুধু আমাকে তাগিদ দেননি, বরং অলংকারাদি বিক্রি করে আমার অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসছেন। অভিসন্দর্ভ রচনাকালে সাংসারিক সকল দায়িত্ব নিজেই পালন করেছেন। আমার মুকুরে তার স্থান চিরদিন ধরা থাকবে। পরিশেষে আবারও মহান আল্লাহর সাহায্য প্রর্থানা করছি।

সূচীপত্র

ঘোষণা পত্র i

প্রত্যয়ন পত্র ii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার iii

সূচীপত্র v

টেবিলের তালিকা ix

অধ্যায় ১ ভূমিকা ১

অধ্যায় ২ ভৌগোলিক অবস্থান ও জনগোষ্ঠী ৬

২.১ স্থান নির্দেশ ও পটভূমি ৭

২.২ নামকরণ ১০

২.৩ প্রধান নদনদী ও উৎপন্ন দ্রব্য ১২

২.৪ কলকারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্য, আমদানী ও রপ্তানি পণ্য ১৪

২.৫ স্থল ও জল বন্দর ১৬

২.৬ মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায় ১৭

২.৭ আদিবাসী ও উপজাতি ১৮

২.৮ অভিজাত ও মধ্যবিত্তশ্রেণী ১৯

অধ্যায় ৩ ইতিহাস ও ঐতিহ্য ২১

৩.১ প্রাচীন শাসনামল ২১

৩.২ সুলতানি ও মুঘল শাসন পর্ব ২২

৩.৩ কোম্পানী শাসন ও বৃটিশ যুগ ২৭

৩.৪ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা উত্তরকাল ৩০

৩.৫ স্বাধনীতা উত্তরকাল ৩৪

৩.৬ ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ ৩৬

৩.৭ প্রাচীন মসজিদ মন্দির ও ইমারতসমূহ ৪০

৩.৭.১ শাহ্ কারফরমা ৪০

৩.৭.২ শাহ্ আলী ৪১

৩.৭.৩ সাটংগী ৪১

৩.৭.৪ মাওলানা কেরামত আলী ৪২

৩.৮ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ৪৪
৩.৮.১ আব্দুল হেকিম মাষ্টার ৪৪
৩.৮.২ কাজী মোজাম্মেল হক ৪৫
৩.৮.৩ হাসান উদ্দিন সরকার ৪৫
৩.৮.৪ আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক ৪৬
৩.৮.৫ তাজ উদ্দীন আহমেদ ৪৬
৩.৮.৬ শামসুল হক ৪৭
৩.৮.৭ এডভোকেট মোহাম্মদ রহমত আলী ৪৮
৩.৮.৮ মরহুম হাবিব উল্লাহ ৪৯
৩.৮.৯ ময়েজ উদ্দিন ৪৯
৩.৮.১০ মো. আফজাল হোসেন বীর উত্তম ৫০
৩.৮.১১ মো: নরুল ইসলাম (ভাওয়াল রত্ন) ৫১
৩.৮.১২ মো. কফিল উদ্দিন ৫৩

অধ্যায় ৪ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ৫৪
৪.১ সমাজ ও সংস্কৃতির ধারণা ৫৪
৪.২ সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক সংগঠন এবং জন জীবনে প্রভাব ৫৭
৪.৩ গাজীপুর সদর উপজেলা ৮১
৪.৩.১ মির্জাপুর ক্লাব: মির্জাপুর, গাজীপুর ৮১
৪.৩.২ খেলা ঘর: জয়দেবপুর, গাজীপুর ৮২
৪.৩.৩ সৃজনী সাহিত্য ও কল্যাণ সংসদ: মির্জাপুর, গাজীপুর ৮২
৪.৩.৪ নয়াপাড়া সমাজ কল্যাণ সংসদ: মির্জাপুর গাজীপুর ৮৩
৪.৩.৫ নবরত্ন সমাজ কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সংঘ: ভাদুন, গাজীপুর ৮৩
৪.৩.৬ আদর্শ সমাজ কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সংঘ: কাসিমপুর, গাজীপুর ৮৪
৪.৩.৭ জয়দেবপুর দলিল লেখক ও ভান্ডার কল্যাণ সমিতি: গাজীপুর সদর, গাজীপুর ৮৪
৪.৩.৮ প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচার নিউট্রেশন এন্ড ইনভাইরনমেন্টাল কনজার্ভেশান (প্রান্তিক): চান্দনা, গাজীপুর ৮৫
৪.৩.৯ গাছা দুঃস্থ সমাজকল্যাণ সমিতি: গাছা, গাজীপুর ৮৬
৪.৩.১০ পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী: ভোগরা, গাজীপুর, রেজিষ্ট্রেশন নং-৭০৯ .....৮৬
৪.৩.১১ অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এন্ড ওরিয়েনটেড বাংলাদেশ (অর্ণব): উত্তর বিলাশপুর, গাজীপুর ৮৭
৪.৪ কাপাসিয়া উপজেলা ৮৭
৪.৪.১ ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইরডু): আমরাইদ, কাপাসিয়া ৮৭
৪.৪.২ গ্রামীণ সেবা: চরসন্যানিয়া, কাপাসিয়া ৮৮

৪.৪.৩ প্রোগ্রাম ফর কমিউনিটি ডেভলমেন্ট: সন্মানিয়া, কাপসিয়া..... ৮৮
৪.৪.৪ প্রগতি: কালিয়ার, কাপাসিয়া ৮৯
৪.৪.৫ সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র: পাঁচুয়া, কাপাসিয়া.....৮৯
৪.৫ শ্রীপুর উপজেলা.....৯০
৪.৫.১ শ্রীপুর থানা ভূমিহীন কল্যাণ সমিতি: শ্রীপুর, গাজীপুর ৯০
৪.৫.২ একতা সমাজ কল্যাণ সংঘ: জৈনাবাজার, শ্রীপুর.....৯০
৪.৫.৩ বিকাশ মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি: মাওনা চৌরাস্তা, শ্রীপুর.....৯১
৪.৫.৪ আদিবাসী কল্যাণ সংস্থা: ভেরামতলী, শ্রীপুর.....৯১
৪.৫.৫ গাজীপুর অঞ্চলী সাংস্কৃতিক একাডেমী: গাজীপুর, শ্রীপুর.....৯২
৪.৬ কালিয়াকৈর উপজেলা.....৯২
৪.৬.১ হাবিবপুর সমাজ সেবা যুব সংঘ: হাবিবপুর, কালিয়াকৈর.....৯২
৪.৬.২ গ্রাম বিকাশ সংস্থা: বড়ই বাড়ী, কালিয়াকৈর ৯৩
৪.৬.৩ সমাজ সংস্করণ ও মানব উন্নয়ন সংস্থা: গোয়াল বাথান, কালিয়াকৈর....৯৩
৪.৬.৪ জামালপুর সমাজ কল্যাণ যুব সংঘ: স্বাকাশ্বর, কালিয়াকৈর.....৯৩
৪.৬.৫ দারিদ্র বিমোচন সাহায্য সংস্থা: আড়াইগঞ্জ, কালিয়াকৈর.....৯৪
৪.৭ কলিগঞ্জ উপজেলা.....৯৫
৪.৭.১ আতুরী নবারুন জনতা ক্লাব: কুমুন, কালিগঞ্জ.....৯৫
৪.৭.২ লোক ঐতিহ্য গবেষণা ও সমাজ কল্যাণ পরিষদ: ফুলদি বাজার, কালিগঞ্জ।.....৯৫
৪.৭.৩ সার্বিক মানব উন্নয়ন সংস্থা: চুয়ারিখোলা, কালিগঞ্জ.....৯৬
৪.৭.৪ দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নমূখী সংস্থা: ভাওয়াল মাজালপুর, কালিগঞ্জ ...৯৬
৪.৭.৫ স্বাস্থ্য সমাজ ও পরিবেশ উন্নয়ন সংস্থা: ভাওয়াল জামালপুর, কালিগঞ্জ .৯৭

অধ্যায় ৫ শিক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জনজীবনে সেগুলোর প্রভাব.....১০০
৫.১ বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা.....১০০
৫.২ গাজীপুর জেলার আধুনিক ও সনাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচিতি ১০৪
৫.৩ গাজীপুর সরদ উপজেলা.....১০৫
৫.৪ কাপাসিয়া উপজেলা.....১০৯
৫.৫ শ্রীপুর উপজেলা.....১১৪
৫.৬ কালিয়াকৈর উপজেলা.....১১৭
৫.৭ কালিগঞ্জ উপজেলা ১১৯
৫.৮ থানাওয়ারী নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জরিপ উপাদান বিশ্লেষণ.....১২১
৫.৯ জনজীবনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব.....১৫৪

অধ্যায় ৬ ধর্মীয়ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সেগুলোর কার্যক্রম ও প্রভাব.....১৫৭
৬.১ ইসলাম প্রচার ও প্রসারে মসজিদের ভূমিকা.....১৫৭

৬.২ অমুসলিমদের উপাসনালয় ও তার প্রভাব ১৯৯
৬.৩ সেবা সংস্থার কার্যক্রম ২১০
৬.৪ আঞ্জুমান কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ২১২
৬.৫ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ২১২
৬.৬ চিত্তবিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম ২১৩
৬.৭ জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক সংসদ (জাসাস) ২১৪
৬.৮ ফুলকুড়ি ২১৫
৬.৯ ভাওয়াল কালচারাল ফাউন্ডেশন ২১৫
৬.১০ নজরুল একাডেমী ২১৬
৬.১১ চতুরঙ্গ শিল্পকলা একাডেমী ২১৬
৬.১২ এস এম সুলতান ললিত কলা একাডেমী ২১৭
৬.১৩ বাল্য বন্ধু সাংস্কৃতিক সংসদ ২১৭
৬.১৪ অনুরণ সাংস্কৃতিক সংসদ ২১৮
৬.১৫ পূর্বাচল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ ২১৮
৬.১৬ তুরাগ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ ২১৮
৬.১৭ মৌমাছি সাংস্কৃতিক সংসদ ২১৯
৬.১৮ সারগাম সঙ্গীত একাডেমী ২১৯
৬.১৯ স্পন্দন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ ২২০
৬.২০ শ্রোতধারা সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র ২২০
৬.২১ লোক সঙ্গীত একাডেমী ২২০
৬.২২ প্রতিশ্রুতিশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ২২১

অধ্যায় ৭ উপসংহার ২২৩

গ্রন্থপঞ্জী ২২৭

পরিশিষ্ট ২৩২

টেবিলের তালিকা

টেবিল ৪.১ গাজীপুর সদর উপজেলা ৫৮

টেবিল ৪.২ কাপাসিয়া উপজেলা ৭২

টেবিল ৪.৩ শ্রীপুর উপজেলা ৭৪

টেবিল ৪.৪ কলিয়াকৈর উপজেলা ৭৬

টেবিল ৪.৫ কালিগঞ্জ উপজেলা ৭৯

টেবিল ৫.১ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা ১০৫

টেবিল ৫.২ উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা ১০৭

টেবিল ৫.৩ মাদ্রাসা শিক্ষা ১০৭

টেবিল ৫.৪ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা ১০৯

টেবিল ৫.৫ উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা ১১১

টেবিল ৫.৬ মাদ্রাসা শিক্ষা ১১১

টেবিল ৫.৭ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা ১১৪

টেবিল ৫.৮ উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা ১১৫

টেবিল ৫.৯ মাদ্রাসা শিক্ষা ১১৬

টেবিল ৫.১০ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা ১১৭

টেবিল ৫.১১ উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা ১১৮

টেবিল ৫.১২ মাদ্রাসা শিক্ষা ১১৮

টেবিল ৫.১৩ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা ১১৯

টেবিল ৫.১৪ উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা ১২০

টেবিল ৫.১৫ মাদ্রাসা শিক্ষা ১২০

অধ্যায় ১
ভূমিকা

ইতিহাস একটি দেশ ও জাতির পরিচয় তুলে ধরে। ইতিহাস সচেতনতা মানুষের মধ্যে গতিময়তা সৃষ্টি করে এবং তার ফলেই সে দেশ ও জাতির জন্য মহৎ কোন কর্মের নিদর্শন রেখে যেতে তৎপর হয়ে উঠে। একজন ব্যক্তির জন্য যা প্রযোজ্য সমাজ ও জাতির জন্য তা প্রযোজ্য। যে জাতি ইতিহাস সচেতন নয়, কিংবা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না সে জাতি ভবিষ্যৎ চলার পথকে কন্টকমুক্ত করার প্রয়াস পায় না। বর্তমানে অনাগ্রসরতাকে কাটিয়ে উঠে অগ্রসরতার সোপানে উঠার প্রতিযোগিতা চলছে সর্বত্র। এরই প্রয়োজনীয়তায় প্রত্যেক জাতি ও জনগোষ্ঠী গভীরভাবে অনুসন্ধান করছে তার ইতিহাস ও ঐতিহ্যে। এ কারণে পূর্বের লালিত ইতিহাসের ধারণায় পরিবর্তন ঘটছে। ইতিহাস এখন আর অতীত রাজরাজড়াদের বিজয় কাহিনী ও প্রশাসনিক দক্ষতা এবং অমাত্য ও অভিজাত শ্রেণীর কর্যক্রমের মধ্যে গন্ডিবদ্ধ নেই, বরং তা জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রসারিত।

মানুষ যেহেতু ইতিহাসের উপাদান সেহেতু ব্যক্তি মানুষ থেকে সমষ্টিগত মানুষের জীবনধারা ইতিহাসের বিস্তৃত ক্যানভাস হিসেবে বিবেচনা করছেন বিজ্ঞজন ও পন্ডিতগণ। তাই একটি জাতি ও দেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের খতিয়ান অনুসন্ধান ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র পরিসর থেকে শুরু করা যুক্তিসম্মত। ইতিহাসের গবেষণা সাম্প্রতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের যুগে বিস্তৃত বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করতে কোন গবেষক সাচ্ছন্দবোধ করেন না, বরং একটি ক্ষুদ্র পরিসরকে উপজীব্য করে অনুভৌমিক ও গভীরভাবে তা পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষণার কাংখিত ফল লাভের চেষ্টা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় যে কোন দেশ ও জনগোষ্ঠীর জাতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ইতিহাসের অনুসন্ধান পূর্ব শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের ইতিহাস গবেষকগণ তাদের জাতীয় ইতিহাস রচনায় আঞ্চলিক ইতিহাসের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করছেন। প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে জেলার বিন্যাস হওয়ায় তা সে অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর চিন্তা চেতনা ও লোকাচার প্রদর্শন করে থাকে। বাংলাদেশের জেলা সৃষ্টির পিছনে প্রশাসনিক সুবিধার কথা যেমন চিন্তা করা হয়েছে তেমন সে

অঞ্চলের সংস্কৃতি, লোকাচার ও স্বাতন্ত্রবোধের মূল্যায়িত করার কথা বিবেচনায় রাখা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় গ্রাসরুট বা তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের জীবন ধারার যে অগ্রগতি চলমান আছে তার আলোচনা ও পর্যালোচনা জাতীয় জীবনের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যবাহী। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও নগর কেন্দ্রীক পৌর সুবিধা কেবলমাত্র নগর ও শহরের মধ্যে কেন্দ্রীভুত নেই। বরং তা মফস্বল শহর ও গ্রামীণ জীবনে পরিব্যপ্তি লাভ করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিত্তবিনোদনমূলক সংগঠন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাম অঞ্চলে ব্যাপকভাবে গড়ে উঠেছে। এগুলো জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

এসব বিষয় বিবেচনায় এনে রাজধানী ঢাকার সংন্নিকটস্থ গাজীপুর জেলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রকৃতি, স্বরূপ ও কার্যক্রম সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা উপস্থাপিত করে জাতীয় ইতিহাস রচনায় তার স্থান নির্দেশ করার প্রায়াস পাব। শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার তৃণমূল পর্যায়ে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা উৎসাহিত করা ছাড়াও মক্তব ও মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। স্বভাবতই গাজীপুর জেলা এর ব্যতিক্রম নয়। এছাড়াও প্রতিটি জেলার ন্যায় গাজীপুরে সেবা প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছে যা জনগণের মধ্যে আশাব্যঞ্জক সাড়া জাগিয়েছে। এসব বিষয় সুষ্ঠুভাবে পর্যালোচিত হলে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মধ্যে গাজীপুরের স্থান নির্দেশ একদিকে যেমন সহায়ক হবে অন্য দিকে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনায় তা বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়ে বাংলাদেশের ইতিহাস পঠন পাঠন পাঠ্যসূচীভুক্ত হওয়ায় আঞ্চলিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপিত হচ্ছে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইতিহাস এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের পাঠ্যসূচীতে প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আঞ্চলিক ইতিহাস হিসেবে গাজীপুর জেলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের উপর অভিসন্দর্ভ রচিত হলে তা সাধারণ ও প্রাগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের প্রভূত উপকার আসবে এবং জ্ঞানকোষে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার উপর সাধারণ ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থাদি রচিত হলেও গাজীপুর জেলার উপর গবেষণাধর্মী কোন গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। যে দু-একটি গ্রন্থ

আধুনিক কালে গাজীপুরের উপর লিখিত হয়েছে তা প্রকৃত অর্থে গবেষণাসম্মত ও পদ্ধতিগত নয়। শফিকুল আজগড় ও আব্দুর রশিদ রচিত গাজীপুরের ইতিহাস এবং ফরিদ আহম্মদ লিখিত ভাওয়ালের ইতিহাস গ্রন্থদ্বয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসমর্থিত কাহিনী স্থান পেয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ইতিহাস রচনার ধারাবাহিকতা সেগুলোতে অনুপস্থিত। তবুও প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে এই দুটি গ্রন্থে কিছু কিছু এমন উপাদান আছে যা মূল্যায়িত হওয়ার দাবি রাখে। গাজীপুর সম্পর্কে স্থানীয় পত্রিকায় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিকীতে যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো বর্ণনামূলক হওয়া সত্ত্বেও গাজীপুরের ইতিহাস রচনার সহায়ক উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মুখ্য ও উদ্ভূতউৎস হতে উপাত্ত উপকরণ সংগ্রহ করে এবং বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার মাধ্যমে অভিসন্দর্ভ রচনার চেষ্টা করা হবে।

এই অভিসন্দর্ভের ব্যবহৃত উপাত্ত উপকরণ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণীভুক্ত উপাত্ত উপকরণ মৌলিক গ্রন্থাদি, প্রবন্ধাবলী এবং লিখিত উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাত্ত উপকরণ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও মহাফেজখানা থেকে সংগৃহীত। এটি স্পষ্ট যে, প্রথম শ্রেণীর লিখিত উপাদান যাচাই বাছাই করে এবং যুক্তি নির্ভরভাবে গ্রহণযোগ্য করে থিসিসে সন্নিবেশন করা হয়েছে। এর মধ্যে নতুন তথ্যের বিশ্লেষণ এবং পুরাতন তথ্যের নতুন আঙ্গিকে ব্যাখা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে জরিপ এবং বিভিন্ন সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে যে সব প্রাপ্ত তালিকা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোতে বিধিবদ্ধ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর ও সত্যায়িত করার প্রমাণ রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, ধর্মীয় সংগঠন হিসেবে থানাওয়ারী মসজিদের যে তালিকা সংযোজিত হয়েছে তা বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়নকৃত। অনুরূপভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ছাত্র শিক্ষক এবং অন্যান্য বিষয়ের যে তথ্য ও পরিসংখ্যান থিসিসে উপস্থাপিত হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরিত তালিকা হতে কোনরূপ পরিবর্তন না করে গ্রহণ করা হয়েছে। নির্বাচিত সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান- সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবে উপাত্ত উপকরণ সংগ্রহ করে এবং সেগুলোর বিশুদ্ধতা যাচাই বাছায়ের পর ইতিহাস নিরীক্ষা পদ্ধতি (Historical Methodology) প্রয়োগের মাধ্যমে অভিনন্দর্ভটি রচিত হয়েছে।

ভূমিকা ও উপসংহারসহ এই অভিসন্দর্ভটি সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায় ভূমিকা। এতে বিষয় নির্বাচন, উৎস পর্যালোচনা, উপাত্ত উপকরণ সংগ্রহ ও সেগুলোর ব্যবহারবিধি এবং অধীত বিষয়ের অধ্যায়ওয়ারী সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় ভৌগোলিক অবস্থান ও জনগোষ্ঠী। এই অধ্যায়ে জেলা সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনাসহ গাজীপুর জেলার সীমানা এবং প্রধান নদ-নদী ও উৎপন্ন দ্রব্য সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এর সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য, কল-কারখানা, আমদানী ও রপ্তানী পণ্য এবং জল ও স্থল বন্দর সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় ইতিহাস ও ঐতিহ্য। এই অধ্যায়ে প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে মুসলিম শাসন আমল, কোম্পানী ও বৃটিশ যুগ এবং মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা উত্তরকাল সম্পর্কে ইতিহাসের গতিধারা ও সংস্কৃতির রূপায়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও এই জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও মসজিদ মন্দির ও অন্যান্য ইমারত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় জনগোষ্ঠীর ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। এই অধ্যায়ে সমাজ ও সংস্কৃতির ধারণা প্রদানসহ গাজীপুর জেলার সাংস্কৃতিক সংগঠনের একটি বিস্তারিত তালিকা তুলে ধরা হয়েছে। তার পর এসব তালিকা থেকে নির্বাচিত কিছু সংগঠনের তথ্যাদি প্রশ্নমালার আলোকে তুলে ধরে মূল্যায়ন করা হয়েছে। জনজীবনে এসব সংগঠন যে প্রভাব বিস্তার করেছে তার চিত্র চিত্রিত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় শিক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জনজীবনে সেগুলোর প্রভাব। এই অধ্যায়ে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার উপর একটি সমীক্ষা পেশ করার পর বাংলাদেশের গাজীপুর জেলার সনাতন ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা দেয়া হয়েছে। এ থেকে নির্বচিত মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজের ফলাফল আলোচনা করা হয়েছে। থানাওয়ারী এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান নিরূপণ করে জনগোষ্ঠীর জীবনে শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় সাংস্কৃতিক সংগঠনের কার্যক্রম ও প্রভাব। এই অধ্যায়ে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিশেষ অঙ্গ হিসেবে মুসলমানদের জন্য মসজিদের ভূমিকা ও তাৎপর্য বিশ্লেষিত হয়েছে।

সাথে সাথে অমুসলমান সম্প্রদায়ের উপাসনালয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে গাজীপুর জেলার মসজিদসমূহের একটি তালিকা প্রদান এবং সেগুলোর কার্যক্রম ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে হিন্দুদের মন্দির ও পূজা মন্ডপের তালিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ থেকে হিন্দু জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা পেশ করা হয়েছে। উপরন্তু এই অধ্যায়ে সেবা প্রতিষ্ঠান এবং চিত্তবিনোদন মূলক সাংস্কৃতিক সংগঠনের কার্যক্রম যা গাজীপুর জেলায় চলমান আছে তার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। সপ্তম অধ্যায় উপসংহার। এই অধ্যায়ে অধীত বিষয়ের নির্যাস তুলে ধরা হয়েছে এবং নতুন তথ্যের বিশ্লেষণ ও পুরাতন তথ্যের নতুন ব্যাখ্যা দ্বারা থিসিসকে মানসম্পন্ন করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। পরিশেষে বাংলাদেশের একটি বিকাশমান জেলা হিসেবে গাজীপুরের সমাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যনির্ভর আলোচনা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে পরবর্তী গবেষক ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের এ বিষয়ে উৎসুক্য সৃষ্টির প্রায়াস পেয়েছি। কোন বিষয়ে গবেষণার একটি শেষ ক্রান্তি নির্ধারণ করা যায় না, বরং তা অনুসন্ধানের পথ নিদের্শক। এই অভিসন্দর্ভটি তারই একটি পরবর্তী অনুসন্ধানের পথ নির্দেশক হিসেবে মূল্যায়িত হওয়ার প্রত্যাশা করছি।

অধ্যায় ২
ভৌগোলিক অবস্থান ও জনগোষ্ঠী

আধুনিক পন্ডিত ও গবেষকগণ গভীরভাবে কোন বিষয়কে উপস্থাপনের জন্য ক্ষুদ্র পরিসর থেকে শুরু করেন। আর এভাবে বিষয়ের প্রকৃতি ও ধারা বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা করা সহজতর হয়ে উঠে। সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক ইতিহাসের চেয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করে গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ইতিহাসের পরিমন্ডলে এমন তথ্যাদি যুক্ত হচ্ছে যার সাথে সাধারণ জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা রয়েছে। রাজরাজড়া, অমাত্য ও অভিজাতগণের কার্যকলাপ পরিকীর্তিতের মধ্যে ইতিহাস আলোচনা আজ আর গন্ডিবদ্ধ নেই। এছাড়াও কোন একটি অঞ্চলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত তথ্যাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা গতিময়তা লাভ করছে।[১] কারণ অঞ্চলভিত্তিক ইতহাস রচনা থেকেই জাতীয় ইতিহাস রচনা ঐশ্বর্যমন্ডিত হয়ে উঠে। তাই মানবিক বিদ্যার ইতিহাস বিষয়ে আঞ্চলিক ইতিহাস হিসেবে জেলা সম্পর্কে গবেষকদের অনুসন্ধিৎসা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ বহু বছর ধরে এদেশে ভৌগোলিক অবস্থান, জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, প্রশাসন, বিচার, রাজস্ব এবং শিক্ষাকার্যক্রম জেলাকে উপজীব্য করে আবর্তিত হত।[২] জেলাওয়ারী আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে জেলা প্রশাসন, সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি পরিবেশন সহজতর হয়। তাছাড়া জেলা ভিত্তিক ইতিহাস গবেষণার আবশ্যকতার কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখ করা যায় যে, প্রথমত বাংলার ইতিহাস চর্চায় প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করা। দ্বিতীয়ত বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে ইতিহাস[৩] চর্চিত না হওয়ার কারণে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ অবহেলিত রয়ে যাচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে তা বিলুপ্ত হতে চলেছে।[৪] বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ইতিহাস চর্চিত হলে আঞ্চলিক ইতিহাসের পরিমন্ডল বিস্তৃত লাভ করবে

---

[১] মো. আমিরুল ইসলাম, "যশোর জেলার শিক্ষার প্রকৃতি ও বিকশা: একটি সমীক্ষা (১৭৭৬-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ)", অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুস্টিয়া, ১৯৯৭।

[২] শরিফ উদ্দীন আহমেদ (সম্পা.), *সিলেট: ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ১৯৯৯), পৃ. ২৫।

[৩] K. M. Mohsin, *A. Benyal District in Transition.: Murshidabad 1965-1793* (Dacca: Asatic Society of Bangladesh, 1973), p. 11.

[৪] শরিফ উদ্দীন আহমেদ (সম্পা.), *সিলেট: ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ২০।

এবং জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ঐতি.হাসিক নিদর্শনসমূহের লালন ও সংরক্ষণ গতিশীল হয়ে উঠবে। তৃতীয়ত পূর্বের পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদগণ স্থানীয় ও আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় যথাযথভাবে মনোনিবেশ না করায় অপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের হাতে ইতিহাসের মাল মসলা ব্যাখ্যায় অনেকটা ভাবাবেগ কাজ করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের রচিত ইতিহাস গ্রন্থ কল্পকাহিনীতে পরিণত হয়েছে।[৫] চতর্থত স্থানীয় ইতিহাসচর্চা পদ্ধতিসম্মত ভাবে না হওয়ার কারণে মোহাফেজ খানা ও আরকাইভসের সংরক্ষিত দলিল পত্র অযত্নে থাকায় ক্রমান্বয়ে নষ্ট হয়ে পড়ছে। ফলে ভবিষ্যতে আঞ্চলিক ইতহাসচর্চার উপাত্ত উপকরণ পণ্ডিতগণের নাগালের বাইরে চলে যাবে। এমতাবস্থায় জাতীয় ইতিহাস রচনায় অনেক ক্ষেত্রে পুনর্গঠন বিঘ্নিত হবে। কাজেই বর্তমানে সময়ের দাবী হয়ে পড়েছে, জেলার ইতিহাস বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচিত ও সংরক্ষিত হওয়া যাতে করে দেশের সামগ্রিক ইতিহাস রচনার পথ কন্টকমুক্ত হতে পারে।

২.১ স্থান নির্দেশ ও পটভূমি

রাজস্ব ও প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে বাংলায় জেলার পুনর্বিন্যাস হয়েছে ইংরেজ শাসনামলে। ১৭৫৭ খ্রিস্টব্দে পলাশী বিপর্যয়ের পরিণতি হিসেবে বাংলার স্বাধীন নবাবী শাসন পর্বের অবসান ঘটে এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা চলে যায়। ক্রমান্বয়ে ইংলাণ্ডের ক্রাউনের উপনিবেশ হিসেবে কেবল মাত্র বাংলা নয়, বরং সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ বিদেশী শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মোঘল বাদশাহের নিকট হতে দিওয়ানী লাভ করে বাংলার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা কোম্পানী প্রাপ্ত হয়। কাজেই এদেশের শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য বৃটিশ সরকার একটি আঞ্চলকে ছোট ছোট ইউনিটে বিভক্ত করে। ক্রমান্বয়ে সেগুলো আইন শৃংখলা রক্ষা ও প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে বিবেচিত হয়। বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত জেলার ধারণা ও কার্যক্রম আমাদের বাংলাদেশের জেলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।[৬]

---

[৫] মো. এমতাজ হোসেন, "বাংলাদেশের একটি সীমান্তবর্তী জেলা: দিনাজপুরের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস (১৭৬৫-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত)", অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, ২০০০।

[৬] এ কে এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃ. ১।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, রাজস্ব ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের সুবিধার্থে এ দেশকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করার রীতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। শিলালিপি ও তাম্রশাসনের সাক্ষ্যে বলা যায় যে, প্রথমে গুপ্ত, পরে পাল ও সেন শাসনপর্বে তাদের অধিকৃত ভূখন্ড বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করা হয় যা রাজস্ব ইউনিট হিসেবেও বিবেচিত হত। এসবের মধ্যে ভুক্তি, মন্ডল. বীথি, বিষয়, গ্রাম ও পাটক উল্লেখযোগ্য। ভুক্তি সর্বোচ্চ বিভাজিত অঞ্চল যা বর্তমান প্রদেশের চেয়ে আয়তনে বড়। কয়েকটি মন্ডল নিয়ে একটি ভুক্তি গঠিত হয়। সেই হিসেবে বৃটিশ শাসনাধীন একটি জেলার চেয়ে মন্ডল আয়তনে বড় ছিল। একটি মন্ডলে অনেকগুলি বিষয় এবং একটি বিষয়ে অনেকগুলি গ্রাম ও পাটক অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৭]

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্‌দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির নেতৃত্বে তুর্কি মুসলমানদের বিজয়ের পর লাখনাবতী রাজ্যকে কয়েকটি ইকতায় বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক ইকতায় একজন মুক্‌তা বা প্রশাসক নিয়োগ করা হয়।[৮] খলজি তুর্কিগণ প্রশাসনের এই ঐতিহ্য মধ্য এশিয়া হতে সাথে করে এনেছিলেন এবং তারা এটি উত্তরাধিকার সূত্রে আব্বাসীয় শাসন ব্যবস্থা থেকে পেয়েছেন। বিজিত অঞ্চলকে বিভিন্ন রাজস্ব ও প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (র.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে) ভাগ করে যে উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন তা পরবর্তী মুসলিম শাসকগণ বিভিন্ন দেশে অনুসরণ করেছিলেন। কাজেই বাংলার ক্ষেত্রে এরূপ বিভাজনের ধারণা মুসলমানদের অন্য কোন জাতির নিকট থেকে ধার করার প্রয়োজন পড়েনি। তাই সুলতানি শাসন পর্বে (১২০৪-১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে) মুদ্রা ও শিলালিপির সূত্রে ইকতা ছাড়াও প্রশাসনিক বিভাজন হিসেবে ইকলীম, দিয়ার, আরসা, খিত্তা[৯] নামের সাথে

---

[৭] দ্রষ্টব্য R.C. Majumdar (ed.), *The History of Bengal,* Vol. I (Dacca: Dacca University, 1943), p. 23 (Henceforth *HB*); Pramode Lal Paul, *The Early History of Bengal,* Vol. I (Calcutta: The Indian Research Institute, 1939), p. 123 (Henceforth *EHB*).

[৮] Nizam-ud-Din Ahma Bakhshi, *Tabat-I-Akbari,* Vol. II, Tr. B. De (Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal, 1936), p. 56; A K M Yaqub Ali, *Aspects of Society and Culture of the Varendra, 1200-1576, A.D.* (Rajshahi, 1998), pp. 126-127 (Henceforth *ASCV*).

[৯] A.H. Dani, *Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1957), pp. 109-113; A K M Yaqub Ali, "Two Unpublished Arabic Inscriptions", *Journal of the Varendra Research Museum (JVRM),* Vol. 6, pp. 103-105.

আমাদের পরিচিতি ঘটে। এমনকি থানার নাম সমসাময়িক বিবরণ হতে জানা যায়।[১০] মোঘল শাসনামলে (১৫২৬-১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে) বিশেষ করে সম্রাট আকবরের সময় মোঘল সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন সুবায় ভাগ করা হয়। বাংলা তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সুবা। বাংলা সুবাকে আবার ১৯টি সরকারে বিভক্ত করা হয়।[১১] প্রত্যেকটি সরকারের অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যার পরগণা বা মহল অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সুবার সরকারসমূহের অধিভুক্ত পরগণার সংখ্যা ছিল ৬৮৪টি। কিন্তু ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে নবাব জাফর খান (মুর্শিদ কুলী খান) সরকারের পরির্বতে সুবা বাংলা চাকলা নামে পরিবর্তন করেন এবং তাকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন। পরগণার সীমানা পুনঃনির্ধারণ করে পূর্বের ৬৮৪ টির স্থলে ১৬৬০ টি পরগণা সৃষ্টি করেন।[১২] এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ ধারার সূত্র ধরে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এদেশে পূর্বের প্রচলিত সকল বিভাজন নিয়ম প্রাক মুসলিম যুগের মন্ডল, সুলতানি শাসন পর্বের ইকতা ও আরসা এবং মোঘল যুগের সরকার ও চাকলা বৃটিশ শাসনামলের জেলা গঠনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৫ সালে বাংলার দেওয়ানী লাভ করে। বৃটিশ পূর্ব শাসন পর্বে ঢাকার পরিধি ছিল বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়ে এবং তা চাকলা জাহাঙ্গীর নগর নামে সরকারিভাবে চিহ্নিত ছিল। এ অঞ্চল রাজস্ব প্রশাসনের সুবিধার্থে শেরশাহ সুরী কর্তৃক প্রবর্তিত সরকার বাজুহা, সোনারগাঁ, বাকলা ও ফতেহাবাদ, মাহমুদাবাদ এবং ঘোড়াঘাট সরকারের পূর্ব প্রান্ত নিয়ে গঠিত ছিল। বিক্রমপুরের সেন রাজাদের বঙ্গরাজ্য এবং পরবর্তীকালে ঈসাখাঁর ভাটি অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল চাকলা জাহাঙ্গীরনগর। এই চাকলা জাহাঙ্গীরনগরের একটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল ঢাকা জেলা যার পরিধি তখন ছিল ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী ও গাজীপুর জেলাসমূহ নিয়ে বৃহত্তর ঢাকার তুলনায় ব্যাপকতর এলাকা। শের শাহ সুরীর সময় ঢাকা জেলা কেবল মাত্র বাজুহা ও সোনারগাঁ

---

[১০] A.H. Dani, *Bibliography,* p. 63; *Epigraphia Indo-Moslemica, 1915-16,* pp. 12-13.

[১১] John Beams, "Notes on Akbar's Subahs", *Journal of the Royal Asiatic Society,* London, 1976, pp. 90 ff (Henceforth *JRAS).*

[১২] Ibid., p. 87.

সরকারের অধীনস্থ অঞ্চলের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। এতদসত্ত্বেও ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে যখন এই জেলা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে যায় তখন এর পরিধি ছিল ৬৫,৭৭৮.২৩ বর্গ কিলোমিটার, (২৫,৩৯৭ বর্গ মাইল)। বলতে গেলে তখন সিলেট থেকে শুরু করে খুলনা পর্যন্ত এক বিরাট অঞ্চল ঢাকা জেলার অধীনস্থ ছিল। উল্লেখ যে, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে হতে কোম্পানীর শাসন আইন শৃংখলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং প্রশাসন ও বিচারের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে বাংলাকে নতুনভাবে বিভিন্ন জেলায় পুনর্বিন্যাস করার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করে।[১৩] এই প্রক্রিয়ায় চাকলা জাহাঙ্গীরনগর বিভিন্ন জেলায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় বৃহত্তর ঢাকা জেলার সৃষ্টি এবং তার সীমানা নির্ধারণ ১৮৮৬ সাল হতে চলে আসছে।

বৃহত্তর ঢাকা জেলার মহকুমা হিসেবে গাজীপুর স্বীকৃতি লাভ করে ১৯৭৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর। বাংলাদেশের মহাকুমাগুলোকে জেলায় উন্নীতকরণের প্রক্রিয়ায় ১৯৮৪ সালে ১লা মার্চ গাজীপুর জেলার সৃষ্টি হয়।[১৪]

এই গাজীপুর জেলা ৫টি থানা নিয়ে গঠিত। থানাগুলোর নাম যথাক্রমে শ্রীপুর, কাপাসিয়া, কালিগঞ্জ, কালিয়াকৈর ও গাজীপুর সদর । ৪৪টি ইউনিয়ন এবং ৭৩৮ টি মৌজা নিয়ে এই জেলা গঠিত। এই জেলার মোট আয়তন ১৭৭০৫৪ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১৫,০৫,৩৪২ জন।[১৫] এই জেলার উত্তরে ময়মনসিংহ দক্ষিণে ঢাকা পশ্চিমে টাঙ্গাইল এবং পূর্বে নরসিংগী জেলা অবস্থিত। এই জেলার জলবায়ু সমভাবাপন্ন।

২.২ নামকরণ

গাজীপুর বৃহত্তর ঢাকা জেলার একটি অংশ। বাংলার বিভিন্ন জেলার নামকরণ সম্পর্কে স্পষ্ট ও দালিলিক কোন প্রমাণ উপাস্থাপন করা প্রশ্নাতীত নয়। কোন কোন সময় ঘটনা প্রবাহ, ব্যক্তি বিশেষ

---

[১৩] এ কে এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম*, পৃ. ৪।

[১৪] ড. শেখ মকসুদ আলী (সম্পা.), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর ঢাকা* (ঢাকা: বিজি প্রেস, ১৯৯৩), পৃ. ৭।

[১৫] শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস* (গাজীপুর: করিম স্মৃতি সংসদ ও পাবলিক লাইব্রেরী, ১৯৯৪), পৃ. ৯২-৯৪।

জনগোষ্ঠির এবং স্থানের ভৌগোলিক পরিবেশ ও বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে নামকরণ হয়ে থাকে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায় যে, আর্দ্র জলবায়ুর কারণে পূর্ব বাংলার নাম বঙ্গ থেকে বাংলা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, বঙ্গ শব্দটি তিব্বতীয় শব্দ বন্স (bans) থেকে উদগত হয়েছে যার অর্থ হল আর্দ্র ও জলাভুমি।[১৬] আবার বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলকে বরেন্দ্র হিসেবে নামকরণের মধ্যে তার ভূমি গঠন ও বৈশিষ্ট্য বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে।[১৭] ভূমি বৈশিষ্ট্য ও গঠনের উপর ভিত্তি করে বাংলার বাইরে মুসলমান শাসন আমলেও কোন স্থানের নামকরণের উদাহরণ আছে। ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি সাদ বিন-আবি ওয়াক্কাস বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত পূর্বে প্রান্তের একটি অঞ্চল জয় করে তার নামকরণ করেন কুফা। কারণ এই স্থানটি ছিল বালি ও নূরী পাথরের সমন্বয়ে গঠিত। আরবিতে এরূপ স্থানকে কুফা বলা হয়ে থাকে।[১৮] অনুরূপভাবে আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতাসিম বিল্লাহ (হারুন উর রশিদের পুত্র) বাগদাদ থেকে ৬০ মাইল উত্তরে টাইগ্রীস নদীর তীরে ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী হিসেবে সামাররা নগরীর গোড়াপত্তন করেন।[১৯] সামাররা শব্দটি আরবি সুররা মান রায়া (যে দেখবে সেই বিমোহিত হবে) শব্দটির অপভ্রংশ বলে মনে হয়।[২০] এই স্থানটির নৈসর্গিক সৌন্দর্য অতি মনোরম হেতু এটির উক্ত নামকরণের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। আবার কোন কোন সময় রাজবংশের সংমিশ্রণে স্থানের নামকরণ হয়ে থাকে। রাজশাহীর নামকরণের ক্ষেত্রে রাজা ও শাহী সংযুক্ত হয়ে রাজশাহী হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।[২১] শাসক কিংবা প্রখ্যাত সুফি সাধকের নামকে কেন্দ্র করে কোন অঞ্চলের নামকরণ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। দিল্লীর সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবনের পুত্র বাংলায় নিয়োজিত গভর্ণর নাসির উদ্দীন মাহমুদ বুগরা খানের নাম অনুসারে বগুড়ার নামকারণ হয়েছে বলে জনশ্রুতি আছে। শিলালিপি সূত্রে শাহ জালাল তাব্রিজীর নাম অনুসারে দেওতলার নামকরণ তাব্রিজাবাদ হয়েছে বলে জানা যায়।[২২] কোন কোন ক্ষেত্রে বাদ্য যন্ত্র বাজিয়ে উৎসব পালন করা থেকে কোন স্থানের নামকরণের পটভূমি নির্দেশ

---

[১৬] Nagendra Narayan Choudhury, "A Note an Vanga and Vangala", *Modern Review*, Calcutta, 1936, p. 275.

[১৭] দ্রষ্টব্য A K M Yaqub Ali, *ASCV*, pp. 45-46.

[১৮] Baladhuri, *Futuh al-Buldan* (Cairo: 1319A.H), p. 284.

[১৯] Ibid., p. 305.

[২০] Ibid.

[২১] এ কে এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম*, পৃ. ৫।

[২২] *JASB*, Vol. XLIII, 1874, pp. 296-97; *ASR*, Vol. X, pp. 157.

Rajshahi University Library
Documentation Section
Document No. D-2611
Date. 6.12.07

করা হয়ে থাকে। ঢাকা ঢোল পিটিয়ে উৎসব পালন অবস্থায় মোঘল শাসন পর্বে ঢাকা স্থানটির নামকরণ ঢাকা হয়েছে বলে প্রবাদ আছে।[২৩]

ঢাকার অন্তস্থিত গাজীপুর জেলা হিসেবে ১৯৮৪ সালে স্বীকৃতি লাভ করলে তার নামকরণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি হয়। ভূমির অবস্থান, ভৌগোলিক পরিবেশ ও নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী থেকে গাজীপুর নামকরণের পিছনে কোন যুক্তি দাঁড় করানো যায় না। এখন কোন ব্যক্তি কিংবা বংশকে উপজীব্য করে গাজীপুর নামকরণ হয়েছে কিনা তা ঐতিহাসিক সূত্রে বিবেচনায় আনা যায়। উপখ্যান ও জনশ্রুতি হতে জানা যায় যে, ধর্ম যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী বিজয়ী গাজীর আবাসন ছিল গাজীপুরের পরিসীমায়। মোঘল প্রশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বার ভূঁঞার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন ফজল গাজী। তাঁর অবদানকে স্বরণীয় করে রাখার জন্য তাঁর বংশের নাম অনুসারে এই স্থানের নাম গাজীপুর হয়েছে বলে অনুমিত হয়।[২৪] অন্য কোন সূত্রে নামকরণের কোন যৌক্তিক তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত গাজীপুরের নামকরণের উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা গৃহীত হতে পারে।

২.৩ প্রধান নদনদী ও উৎপন্ন দ্রব্য

আধুনিক গাজীপুর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছোট বড় ১৩টি নদী ও অসংখ্য বিল রয়েছে। বিলগুলি মাছের উৎস এবং বোরো ধান উৎপাদনের নিম্নভূমি বর্ষাকালে সমগ্র বিল ও নীচু মাঠ ৬-৮ হাত পানির নীচে তলিয়ে যায়। বৃহত্তর ঢাকা জেলার অন্যতম বড় বিল বেলাই এই গাজীপুর জয়দেবপুর ও কালীগঞ্জ থানার মধ্যে অবস্থিত। এর আয়াতন প্রায় ২০ বর্গমাইল। প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ বালু ও বংশাই গাজীপুরকে উর্বর ভূমিতে পরিণত করেছে। প্রাচীন কালের ব্রহ্মপুত্র বর্তমানে বিলীন প্রায়। ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতিবাহী শীতলক্ষ্যা বহুদূর পর্যন্ত বর্তমান জেলার পূর্ব সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই নদীতে জোয়ার ভাটা হয় এবং সারা বছরই নাব্যতা থাকে। স্থানীয় বালু নদী শ্রীপুর, গাজীপুর ও কালীগঞ্জ থানার পশ্চিমের বেলাই বিলের উপর দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ঢাকা শহরের পূর্বদিকে ডেমরা নামক গ্রামে শীতলক্ষ্যা

---

[২৩] ড. শেখ মকসুদ আলী (সম্পা.), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর ঢাকা*, পৃ. ৬।

[২৪] শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ৬৫-৬৬; মো. ফরিদ আহমেদ, *ভাওয়ালের ইতিহাস* (গাজীপুরঃ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসন (রাজস্ব), ১৯৯৫), পৃ. ৪৬ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

নদীতে পড়েছে। চিলাই নদী গাজীপুর শহরের পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বেলাই বিলের দক্ষিণ প্রান্তে পুবাইল রেল স্টেশনের এক মাইল উত্তরে পুবাইল বাজারের কাছে বালু নদীতে পড়েছে। পশ্চিমে কালিয়াকৈর থানার উপর দিয়ে ময়মনসিংহ জেলা হতে চলে আসা বংশী নদী দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হয়ে ধলেশ্বরী নদীতে পড়েছে। অসংখ্য বিল ও নদীর প্রভাবে গাজীপুর শষ্যভান্ডারে পরিণত হয়েছে।

গাজীপুর তথা বৃহত্তর ভাওয়াল মূলত কৃষি প্রধান এলাকা এবং অধিবাসীগণের ৬০% এরও বেশী লোক কৃষি কাজে নিয়োজিত। এখানে উৎপন্ন দ্রব্যগুলোর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল ধান, পাট, গম, সরিষা, চিনা, গোল আলু, মিষ্টি আলু প্রভৃতি। এছাড়া সকল প্রকার শাক সবজি উৎপন্ন হয় যা গাজীপুরের চাহিদা পূরণের পর উদ্বৃত্ত ঢাকা শহরে প্রেরিত হয়ে থাকে। নানা প্রকার ফলমুলের জন্য গাজীপুর তথা বৃহত্তর ভাওয়াল পরগণা সুবিখ্যাত। আম, জাম, কাঁঠাল, তাল, বেল, লিচু, আনারস, আতা, শরিফা, কলা, কুল বা বড়ই, লেবু, গোলাপ, জাম, পেঁপে, ডালিম, খেজুর ও নারিকেল প্রচুর জন্মে। এখানকার মিষ্টিও সুস্বাদু। ফলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন বাজার হয়ে ঢাকা শহরে যায়। জেলায় প্রচুর পরিমাণে শষ্য উৎপাদনের ফলে জেলাবাসী খাদ্যে স্বয়ং সম্পন্নতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।[২৫] ভাওয়ালের গড়কে আরও সমৃদ্ধ করেছে। ভাওয়ালের গড় মধ্য বাংলার বিখ্যাত বনভূমি অঞ্চল, নানা জাতের কাঠ ও ফলের গাছের জন্য বিখ্যাত। বর্তমান ৫টি উপজেলা ও ১টি থানা এবং বিচ্ছিন্ন সাভার ও ধামরাই উপজেলা জুড়িয়াই বনভুমি রয়েছে। এ বন বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে নতুন পাতা মেলিবার সময়ে অতি মনোরম দেখায়। কৃষি জমি সম্প্রসারণ এবং জনবসতি বৃদ্ধির কারণে আগের মত একটানা বন এখন আর নেই, কিন্তু বিচ্ছিন্ন বন রয়েছে এবং বিশেষ করে গাজীপুর সদর শ্রীপুর উপজেলাতে এখনও কিছু একটানা বন সরকারের সংরক্ষিত আছে। ভাওয়ালের উচু বনভূমি খুব ঘন নয়। হালকা এবং সে কারণেই বেশী সুন্দর। এখানকার মূল বনভূমিতে এবং গ্রামাঞ্চলে বড় ও ছোট মিলিয়ে দুই শ্রেণীর বৃক্ষ রয়েছে। শীতকালে পাতা ঝরা যেমন গজারী কড়ই সোনারু ইত্যাদি এবং চিরহরিৎ যেমন অন্যান্য বনের গাছ এবং গ্রামের ফলের গাছ। বনের প্রধান উপাদান গজারী গাছ। আগ্রার তাজমহল নির্মাণকালে

---

[২৫] শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ২২।

ভাওয়ালের গজারী স্থানীয় নাম। আসলে এটি শাল কাঠ (Shorea robusta)। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যে বট, জারুল, শিমুল, ছাতিম, বাবুল, সেগুন, মেহগনি, পাব, তেতুল, আমলকি, আমড়া, জলপাই, বকুল, কদম, কৃষ্ণচূড়া, নিম বাজনা প্রচুর জন্মে।

উচুঁ, এটেল এবং লাল বর্ণের হওয়া সত্ত্বেও মাটি উর্বরা বলে এখানে বৃক্ষের আধিক্য। বনের এবং গ্রামাঞ্চলেরও অপর দুইটি অর্থকারী উদ্ভিদ হচ্ছে বাঁশ ও বেত, তন্মোধ্যে বাশেরই প্রাচুর্য বেশী। এই সকল বৃক্ষ সম্পদ গৃহ নির্মাণ, যোগাযোগ, কৃষি উপকরণ তৈরিতে এ অঞ্চলে এবং বাহিরেও ব্যবহৃত হয়। অপর একটি বনজ উৎপাদন হচ্ছে ছন, এখানকার সকল কাঁচা ঘর ঐতিহ্যগতভাবে এ ছন দিয়ে ছাওয়া হয়।[২৬]

২.৪ কলকারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্য, আমদানী ও রপ্তানি পণ্য

গাজীপুর জেলার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে বহু পূর্ব থেকেই শিল্প কারখানা গড়ে উঠে।[২৭] গ্রিক ভৌগোলিক দিইদোরাস এ অঞ্চলের সূতী বস্ত্র ও তার রংয়ের উপকরণ সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর মন্তব্য লিখেছেন তাঁর গ্রন্থে। খ্রিস্টীয় ১ম শতাব্দীতে টলেমী কর্তৃক লিখিত গ্রন্থে বংগদেশের বস্ত্র শিল্পের কথা লিখতে গিয়ে গাজীপুর জেলার অনেক প্রাচীন স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে জেলার সর্বশেষে প্রান্তে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত টোপমা ও শীতলক্ষ্যার তীরে অবস্থিত কার্পাসিয়াম, আন্তিবোল ও হাতি মল্লার নাম রয়েছে। আধুনিক ঐতিহসিকগণ টলেমীর উল্লেখিত প্রাচীন তোগমা বন্দরকে এ জেলার বর্তমান "টোক" নামক স্থানকে সনাক্ত করেছেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে আরবিয় বণিক আল-ইদ্রিসি এ স্থানকে উল্লেখ করেছেন 'তাউক' নামে। আর আন্তিবোল হিসেবে সমর্থিত হয়েছে আটি ভাওয়াল নামের সংগে। হাতি মাল্লা এ জেলার কাপাসিয়া থানার অন্তর্গত দুরদুরিয়া (দরদরিয়া)র নিকট অবস্থিত।[২৮] এসব স্থানে বিখ্যাত মসলিন কাপড় তৈরি হত।[২৯] মসলিন আরবি ফারসি বা সংস্কৃত শব্দ নয়। অনেক দিন পূর্বে এম.সি বার্ণেল

---

[২৬] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, দশম খন্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯১), পৃ. ২৯৫।

[২৭] *তদেব*।

[২৮] *তদেব*।

[২৯] শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ২৩।

ও হেনরী ইউল নামে দুজন ইংরেজ হবসন জবসন নামে একটি অভিধান প্রণয়ন করেছিলেন। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন এই অভিধানেই মসলিন নামক শব্দটি পাওয়া গেছে। অভিধান প্রণেতাদের মতানুযায়ী, মসলিন শব্দটি আসে মসুল নামক একটি বিশ্ববিখ্যাত নাম থেকে। এই মসুল হলো বর্তমান ইরাকের প্রসিদ্ধ ব্যবসায় কেন্দ্র মসুল। ড. আব্দুল করিম তাঁর বিখ্যাত "ঢাকাই মসলিন" গ্রন্থে বলেছেন ইরাকের মসুলে প্রাচীনকালে খুব সূক্ষ্ম কাপড় তৈরি হতো। ইংরেজরা এর নাম দেন মসলিন। পরবর্তী কালে বৃহত্তর ঢাকায় (গাজীপুর) অনুরূপ সুক্ষ্ম কাপড় উৎপাদিত হলে ইংরেজরা তারও নামকরণ করেন মুসলিন কাপড়।[৩০]

আরব ভূগোলবিদ সোলায়মান তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "সিলসিলাত উত তওয়ারীখে" উল্লেখ করেছেন যে, প্রাচ্যে রুহমী নামে এক দেশ রয়েছে যেখানে এত সূক্ষ্ম কাপড় তৈরি হতো যে, চল্লিশ হাত লম্বা ও দুই হাত চওড়া এক টুকরো কাপড় একটি অংটির মধ্য দিয়ে নেয়া যেত। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন উল্লেখিত রুহমী দেশই হলো আজকের আধুনিক বাংলাদেশ। চতুর্দশ শতাব্দীর বিদেশী পর্যটক ইবনে বতুতা, মোঘল রাজ সভার কবি ও ঐতিহাসিক আবুল ফজল, ষোড়শ শতাব্দীর পর্তুগীজ পর্যটক দুয়ার্তে বারবোসা, ইংরেজ পর্যটক রালফ ফিচ প্রমুখের লেখায় এদেশের মুসলিন কাপড়ের প্রশংসার কথা জানা যায়। আর এ দেশের প্রসিদ্ধ মসলিন মানেই ঢাকা তথা সোনারগাঁ, ধামরাই কাপাসিয়ার মসলিনকেই বুঝাত। পর্তুগীজ পর্যটকরা তাদের নিজ দেশের ভাষায় বিভিন্ন প্রকারের মসলিন নামকরণ করেন। যেমন- এসত্রা, বানতে, দুর্গাজা, সিনাবাদা, শবনম, ঝুনা মালবুম ইত্যাদি।[৩১] স্বদেশে এবং বিদেশে এই কাপড়ের ব্যাপক চাহিদা থাকায় জেলার অধিকাংশ আধিবাসী কৃষি কাজ পরিত্যাগ করে বস্ত্র শিল্পের দিকে ঝুকে পড়ে। এমনকি স্বর্ণ মুদ্রার লোভে অনেক কৃষক কৃষিকাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময় বস্ত্র শিল্পের উপকরণাদি তৈরিতে ব্যস্ত থাকে। এসময় স্থানীয় তাঁতীদের মধ্যে উন্নতমানের বস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়।[৩২] বর্তমানেও ভাওয়ালের দক্ষিণ পূর্বাংশের হিন্দু ও মুসলিম তাঁতীগণ

---

[৩০] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পৃ. ২৯৬।

[৩১] মো. ফরিদ আহমেদ, *ভাওয়ালের ইতিহাস*, পৃ. ২৪।

[৩২] শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ৭২।

উৎকৃষ্টমানের এবং মোটা উভয় প্রকারের শাড়ি, লুঙ্গি, চাদর, গামছা ও তোয়ালে উৎপাদন করে। সেগুলির প্রধান অংশ নরসিংদীর বিখ্যাত বাবুরহাট হয়ে দেশের সর্বত্র যায়।[৩৩] এছাড়া গাজীপুর সদর উপজেলার দক্ষিণে টঙ্গী, কোনাবাড়ী, বাংলা বাজার ও মাওনাতে ব্যাপক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। শিল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাপড়, ঔষধ, সিরামিক জিনিস পত্র, রং, প্যাকেজিং ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত জিনিস পত্র স্বদেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। এসকল প্রতিষ্ঠান চালাতে স্থানীয় কাঁচামালের পরেও বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানী করতে হচ্ছে। আমদানীকৃত পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সুতা, রং, চামড়া, কেমিক্যাল, ম্যাসিনারী জিনিসপত্র, চামড়া, ও খুচড়া যন্ত্রাংশ। রপ্তানি পণ্যের মাধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তৈরি পোষাক, ঔষধ, সূতী কাপড়, সিরামিকের জিনিস পত্র, মাছ ও বিভিন্ন প্রকারের সবজি।[৩৪]

২.৫ স্থল ও জল বন্দর

প্রাচীনকাল থেকে বিদেশী বণিকেরা বাণিজ্য করতে এসেছে সম্পদে ভরপুর বংগে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, গ্রিক, ফরাসী, পর্তুগীজ ও ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। এরা সকলেই নদী পথে নিজ দেশের মালামাল নিয়ে বিভিন্ন বন্দরে প্রবেশ করেছে। আবার এখানকার জিনিসপত্র জাহাজ ভর্তি করে পৌছে দিত পৃথিবীর নানা বন্দরে। এসকল বণিকের আগমনের পথ ছিল তাম্রলিপি থেকে গংগার উজান বেয়ে রাজমহলের কাছে গংগার নিম্নমুখী স্রোত ধরে প্রবেশ করে বংগ রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত শহর প্রাচীন সম্ভারে (সাভার)। তার পর সেখান থেকে পূর্বদিকে এক দিনের পথ প্রাচীন নগরী সুবর্ণ গ্রামে যা সোনারগাঁও হিসেবে চিহ্নিত। বণিকেরা সুবর্ণ গ্রামে কেনা কাটা করেই ক্ষান্ত হতো না। তারা সুবর্ণ গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবহিত শীতলক্ষ্যার উজান বেয়ে প্রবেশ করতো সুবর্ণ গ্রামের পশ্চাৎ ভূমির অভ্যন্তরে। শীতলক্ষ্যার উভয় তীরে অবস্থিত ডেমরা, গংগা, গাজীপুর জেলার নগরী (বর্তমান নাগরী) কাপাসিয়া বর্মী, (প্রাচীন নাম বরমী) ও টোক নগর (টলেমীর গ্রন্থে টোগমা, আর অস্টম শতাব্দীর আরব বণিক আল-ইদ্রিসের ভাষায়

---

[৩৩] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পৃ. ২৯৬।

[৩৪] শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ৫১।

তাউক) প্রভৃতি বন্দরে বিদেশী বণিকদের যাতায়াত ছিল অবাধে। বিদেশীদের চাহিদা মাফিক এখানে উৎপাদিত হ'ত নানা প্রকার পণ্য সামগ্রী। ধীরে ধীরে এ অঞ্চলে বিদেশী বণিকদের আনাগোনা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বহির্বিশ্বেও এখানকার পণ্যের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।[৩৫] বিদেশী বণিকদের সাথে মুসলিম বণিকদের আগমন ঘটে। অনেক মুসলিম বণিক ইসলাম প্রচারের স্পৃহা নিয়ে এসেছিল এবং তারা অনেকেই এখানে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তুলেছিল। পরবর্তীতে তাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়।[৩৬]

২.৬ মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়

মুসলিম বণিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তীতে অনেক ইসলাম প্রচারক (উলামা মাশাইখ) আগমন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে এই আগমনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। খুব সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকের কোনও সময়ে গাজী বংশের পূর্ব পুরুষ ভাওয়াল গাজী মুসলিম শক্তির পক্ষে প্রথমে একজন চান্ডাল (স্থানীয় ভাবে চারাল) বা বৌদ্ধ রাজাকে পরাজিত করে ভাওয়ালের একাংশ (কালীগঞ্জ ও চৌড়া) জয় করেন এবং তা ধর্মযুদ্ধ ছিল বলে তিনি গাজী উপাধি ধারণ করে শক্তিশালী সামন্ত শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৭] প্রথম রাজ্য প্রতিষ্ঠার নাম এবং তারিখ জানা যায় না। গাজীগণ প্রায় সমগ্র মুসলিম শাসন কালব্যাপী চৌড়া হতেই ভাওয়াল শাসন করেন।[৩৮] মুসলিম শাসনের সময় থেকে এখানে নানা জাতীয় মানুষ বাস করত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কোন অভাব ছিল না। এখানে বসবাসকারী উল্লেখ-যোগ্য জাতি হল নুনিয়া, কোচ, মাদকী, ডোয়াই, গাড়ো, হাজং, রাজবংশী, ধাঙ্গর, মুচী, হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়। ধর্ম বর্ণের দিক থেকে পার্থক্য থাকলেও সামাজিক দিক দিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল মধুর। শাসনকার্যে ক্ষমতার পরির্বতন হলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আনুগত্যের পরিবর্তন হত না। ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জল্য কোন সময় ম্লান হয়নি।[৩৯]

---

[৩৫] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পৃ. ৩০১।

[৩৬] মো. ফরিদ আহমেদ, *ভাওয়ালের ইতিহাস*, পৃ. ১৮।

[৩৭] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পৃ. ৩০২।

[৩৮] মো. ফরিদ আহমেদ, *ভাওয়ালের ইতিহাস*, পৃ. ১৮।

[৩৯] শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ৮৭।

২.৭ আদিবাসী ও উপজাতি

গাজীপুর জেলায় অতি প্রাচীনকাল থেকে অদিবাসীর বাস ছিল। এসব অদিবাসীর মধ্যে বিভিন্ন গোত্র ও প্রজাতি লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয়ভাবে একবারে আদিম আদিবাসীদের মধ্যে চান্ডাল জাতীয় লোকদের নাম করা যেতে পারে। নব্য প্রস্তর যুগের শেষে বাংলাদেশে যেসব মানুষ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল এবং স্থানীয়ভাবে বসতি স্থাপন শুরু করেছিল চান্ডাল জাতিয় লোকজন এদেরই একটা অংশ। প্রকৃতপক্ষে এসব মানুষ ছিল নিগ্রো বেটে। জীবন ধারণের অবলম্বন হিসেবে এরা প্রাকৃতিক পরিবেশের সংঙ্গে খাপ খাইয়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়। আর পেশাগত কারণে পেশাকে সম্পৃক্ত করেই তাদের জাতিগত শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। কোন কোন জায়গায় আবার অঞ্চল বিশেষে অঞ্চলের নাম সম্পৃক্ত করে তাদের জাতিগত শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে যেমন ত্রীপুরা অঞ্চলে বসবাসকারীদের বলা হয় ত্রীপুরা, মনিপুরে বসবাসকারীদের বলা হয় মনিপুরী।পেশাগত শ্রেণী বিন্যাসের ফলে সৃষ্টি হয় নিষাদ, কিরাত, চান্ডাল ইত্যাদি। তবে এসব জাতির মানুষ মূলত এক হলেও আঞ্চলিক পরিবেশের কারণে এদের দৈহিক গঠনে ভিন্ন ভিন্ন পার্থক্য পরিক্ষিত হয়।

গাজীপুর জেলার আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল চান্ডাল জাতি। স্থানীয়ভাবে এরা চাড়াল নামে পরিচিত। খ্রিস্টপূর্ব কালে এবং খ্রিস্টপরবর্তী বহিরাগত আর্যদের আগমনের সময়ও এ জেলায় চান্ডাল ও নিষাদ জাতীর একচেটিয়া বসবাস ছিল। এ দুই জাতির দৈহিক গঠন, রং, চেহারা ও ভাষার দিক থেকে ছিল অভিন্ন। শুধুমাত্র পেশা ছিল ভিন্ন। এরা ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও স্বাধীনচেতা। বেদগ্রন্থে বংগদেশের দুর্ধর্ষ চান্ডাল জাতির উল্লেখ আছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে প্রায় হাজার বছর ধরে চেষ্টা করেও আর্যরা চন্ডালদের প্রতিরোধ ভেংগে বংগে অধিকার বিস্তার করতে পারেনি। অবশেষে আশোকের বংগ বিজয়ের পর আর্যরা বংগে প্রবেশ করে, আর আর্য সভ্যতার প্লাবনে প্লাবিত হয়ে তলিয়ে যেতে থাকে চন্ডালদের সংস্কৃতি। সে সংগে চন্ডালদের পেশারও পরির্বতন ঘটতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে চন্ডাল জাতির শৌর্য বীর্য স্তিমিত হয়ে যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় মিষ্টার ওয়াইজ এ জেলার কালিগঞ্জ থানার নাগরী ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামে একটি পরিসংখ্যান চালিয়ে সেখানে বসবাসরত পাঁচ হাজার চন্ডালের সন্ধান পেয়েছিলেন। হিন্দু বৌদ্ধ ও মুসলিম রাজশক্তির উত্থান ঘটলে এ জেলার অগণিত চন্ডাল ও

নিষাদ জাতির লোক বিভিন্ন ধর্মে দীক্ষিত হয়। ষোড়ষ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত খ্রিষ্টান মিশনারীদের অকৃত্রিম সহযোগিতার হস্তপ্রসারিত হওয়ার ফলে এ জেলার আরো অনেক উপজাতি খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে।

চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ভারতের বিভিন্ন অনুর্বর অঞ্চল থেকে ক্ষুধা তাড়িত উপজাতীয় মানুষ খাদ্যের সন্ধানে এ জেলার নদী তীরবর্তী এলাকাসমূহে এসে বসতি স্থাপন করে।[৪০]

২.৮ অভিজাত ও মধ্যবিত্তশ্রেণী

গাজীপুরের মধ্য দিয়ে ছোট বড় ১৩টি নদী প্রবহিত হওয়াই এবং ভৌগোলিক দিক দিয়ে ঢাকার পার্শে অবস্থানের কারণে বহু প্রাচীন কাল থেকে বাসউপযোগী পরিবেশ বজায় ছিল। নদীর প্রভাবে এখানকার ভূমি ছিল খুবই উর্বর।[৪১] এছাড়া পুবাই, কালিগঞ্জ কাপাসিয়া, কালিয়াকৈর প্রভৃতি স্থান জুড়ে রয়েছে অসংখ্য বিল ঝিলের সমাহার। তার মধ্যে বিখ্যাত হলো বিল বেলাই। জাংগালিয়া হতে শুরু করে বাড়িয়া হয়ে গাজীপুর পৌরসভা পর্যন্ত বিস্তৃত। আয়তনে প্রায় ৩০ বর্গ কি.মি.। এসব স্থান লোক বসতির অনুকূলে হওয়ায় উন্নত জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন এসে স্থায়ীভাবে এখানে আবাসন গড়ে তোলে। পূর্বের স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে একীভূত হয়ে তারা এক বিরাট জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানে চার শ্রেণীর মানুষ লক্ষ্য করা যায়। অভিজাত, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরীব শ্রেণী। অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা নিম্ন মধ্যবিত্ত ও গরীব শ্রেণীর লোকদের উপর কর্তৃত্ব করত। ফলে সমাজের উত্থান পতন, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দিক থেকে আভিজাত ও মধ্যবিত্তরাই নেতৃত্ব দিত। ব্যবসা-বাণিজ্যও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করত অভিজাত ও মধ্যবিত্তরাই। রাজনৈকিত কর্মকান্ডে তাদের একচ্ছত্র অধিকার ছিল। নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরীব শ্রেণীর লোকেরা কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল ছিল।[৪২]

---

[৪০] *তদেব*, পৃ. ৮৮।

[৪১] *তদেব*।

[৪২] মো. ফরিদ আহমেদ, *ভাওয়ালের ইতিহাস*, পৃ. ৩১।

বংশ ভিত্তিক মুসলমানদের আশরাফ ও আতরাফ বা আজলাফের পরিসীমা বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে ন্যায় গাজীপুর জেলায়ও প্রায় লীন হয়ে আসছে। এখন বংশ নিয়ে কেউ আভিজাত্যের গৌরব করে না। ভূ-সম্পদের অধিকারী ব্যাক্তিবর্গের ক্ষেত্রেও এখন আভিজাত্যের ছাপ লাগাতে দেখা যায় না। শিল্প কল কারখানার মালিকত্ব ও উচ্চ ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ উচ্চ বিত্ত ও অভিজাত শ্রেণী হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। গাজীপুর জেলায় এদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব নব্য গড়ে উঠা ব্যক্তিগণ সমাজের নেতৃত্ব দান করছে। এতদসত্ত্বেও সনাতন ধারণায় বংশ ভিত্তিক অভিজাত শ্রেণীর যেমন গাজী বংশের পরবর্তী পুরুষের মর্যাদা সধারণ লোকদের কাছে এখনো স্বীকৃত। হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আভিজাত্যের পূর্ব ধারণাও বিলীন হয়ে চলছে। হিন্দুদের ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য ও শূদ্রের শ্রেণী বিভাজনগত জনগোষ্ঠীর প্রর্থক্য করাও সুকঠিন। তবে পেশাগত ভাবে ডোম হাড়ি, মুচি প্রভৃতি হিন্দু জনগোষ্ঠী নিম্ন শ্রেণীভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজবংশী, কোচ ও গাড় সম্প্রদায়ের লোকেরও বসবাস আছে গাজীপুরে। তবে তাদের এ পরিচয়ও ক্রমান্বয়ে বিলুপ্তির পথে। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বর্তমানে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণী এই দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে জেলার সার্বিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছে। জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে এবং বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফাল হওয়ায় আভিজাত্য ও অনাভিজাত্যের মধ্যকার সীমারেখা তত্ত্বের দিক থেকে ক্ষীণ হলেও বাস্তবে সম্পদের মালিকানা ও আর্থিক প্রাচুর্য তাদেরকে গর্বিত করে তুলেছে এবং সমাজে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

অধ্যায় ৩
ইতিহাস ও ঐতিহ্য

৩.১ প্রাচীন শাসনামল

সাভার ও ধামরাইকে যুক্ত করে বর্তমান গাজীপুরের ইতিহাস আলোচনা প্রাসংগিক। বৃহত্তর ঢাকার অংশ হিসেবে গাজীপুরের অনেক ঘটনার সাথে ঢাকার ইতিহাসের মিল থাকবে। ভাওয়াল রাজ্য বা পরগণা ঢাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমৃদ্ধশালী অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। নলিনীকান্ত ভট্টশালী এই ভাওয়াল রাজ্যের সীমানা চিহ্নিত করে লিখেছেন যে, এর উত্তরে রণ-ভাওয়াল পরগণা, উত্তর-পশ্চিমে আটিয়া, পশ্চিমে সেলিম প্রতাব ও তালিবাবাদ, দক্ষিণে ধলেশ্বরী নদী, দক্ষিণ-পূর্বে শীতলক্ষ্যা নদী ও সোনারগাঁও এবং উত্তর পূর্বে বানার নদী ও মহেশ্বরদী পরগণা। তাহলে দেয়া যায় যে, আদি ভাওয়াল পরগণা বর্তমান ঢাকা শহর পার হয়ে দক্ষিণে ধলেশ্বরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই অঞ্চল মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মৌর্যদের পরে খ্রিষ্টিয় ৪র্থ শতকে বৃহত্তর ঢাকা-ফরিদপুর জেলা জনৈক চন্দ্রবর্মণের শাসনাধীনে ছিল। মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত (৩২০-৩৮০ খ্রি.) রাজ্যটি দখল করে নেন। পরে ৫৪৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এটি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ অঞ্চলে গুপ্ত যুগের মুদ্রা পাওয়া গেছে। খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ - ৮ম শতকে সমগ্র বাংলাতে চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ রাজত্ব করতেন। এ বংশের শেষ রাজা ললিতচরণের মৃত্যুর পরে রাজ্যে অরাজকতা দেখা দেয়। সে সময় গোপাল রাজা হয়ে বাংলায় পাল রাজত্বের সূচনা করেন। পাল রাজাগণ পুর্ণ্ডনগর বা বর্তমান বগুড়ার মহাস্থানগড় থেকে বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। সেই সময় এই ভাওয়ালে এবং বৃহত্তর ঢাকা জেলাতে অন্যান্য বংশের রাজাগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন।[১] কারণ তৎকালীন অরণ্য সংকুল দুর্গম ভাওয়ালের উপর কারো পক্ষে পুরাপুরি শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠত করা সম্ভব হয়নি। ভাওয়ালে তখন অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন সামন্ত রাজাদের উদ্ভব ঘটে। তারা হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মাবলম্বী ছিলেন।[২] ডিসি সেনের History of Bengali

---

[১] শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস* (গাজীপুর: করিম স্মৃতি সংসদ ও পাবলিক লাইব্রেরী, ১৯৯৪), পৃ. ৩৭-৩৮; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১০ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৯১), পৃ. ৩০০।

[২] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পৃ. ৩০১।

Language and Literature, যতীন্দ্র মোহনের ঢাকার ইতিহাস ও জেমস টেলরের Topography of Dacca গ্রন্থে এ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজাদের নাম উল্লেখ রয়েছে। এ সকল শাসকের সামন্ত শাসন দশম শতাব্দীর মধ্যেই প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।[৩] ব্রাহ্মণ্যবাদ হিন্দু সেন বংশের উত্থানকালে এখানে কোন বৌদ্ধ রাজা রাজত্ব করতেন। ভাওয়াল তাম্রলিপি অনুযায়ী সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্ত সেনের পূর্বপুরুষ ছিলেন কর্ণাটের ক্ষত্রিয়। কণাট থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদ যোদ্ধাগণ এসে প্রথমে পাল রাজাগণের অধীনে চাকুরী করতে থাকেন ও পরে রাজ্য বিস্তার করেন। বিজয় সেন গৌড় দখল করেন। বিক্রমপুরের রামপাল নামক স্থানে তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী ছিল বলে জনশ্রুতি আছে। রামপালের দীঘি প্রাচীন জনশ্রুতির সাক্ষী। পূর্ববাংলায় শাসন সুপ্রতিষ্ঠত করার লক্ষ্যে বিক্রমপুরে সেনদের দ্বিতীয় রাজধানী থাকা অযৌক্তিক নয়। বিজয় সেনের পরে বল্লাল সেন ও তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন সমগ্র বাংলার শেষ হিন্দু রাজা। এই সেন শাসন আমলে ভাওয়ালের সামন্ত শাসক কারা ছিলেন সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে বৌদ্ধদের উপর তাদের অত্যাচার থেকে ধারণা করা যায় যে, পূর্বের বৌদ্ধ সামন্ত শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করে কোন হিন্দু সামন্তকে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। গৌড়ের সন্নিকটে একটি রাজধানী শহর স্থাপন করে লক্ষণ সেন তার নামকরণ করেন লক্ষণাবতী।[৪] তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদদীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির লক্ষণাবতী রাজ্য জয়ের পর লক্ষণ সেন বিক্রমপুরে পালিয়ে এসে কিছু সময় পূর্ব বাংলায় রাজত্ব করেন।

৩.২ সুলতানি ও মুঘল শাসন পর্ব

বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়া পত্তন হয়েছিল ১২০৪ সালে তুর্কি সেনাপতি বখতিয়ার খলজির নেতৃত্বে। সেন বংশীয় শেষ রাজা লক্ষণ সেনের তৎকালীন অস্থায়ী রাজধানী নদীয়ায় তিনি প্রবেশ করেন সতের জন সৈন্যের একটি অগ্রবর্তী দল নিয়ে। প্রায় দশ হাজার সৈন্যের মূল দল পিছনে রয়ে যায় এবং পরে তাদের সাথে মিলিত হয়। অশীতিরপর বৃদ্ধ লক্ষণ সেন পালিয়ে বিক্রমপুর

---

[৩] মো. ফরিদ আহমেদ, *ভাওয়ালের ইতিহাস* (গাজীপুর: অতিরিক্ত জেলা প্রশাসন (রাজস্ব), ১৯৯৫), পৃ. ৪৩।

[৪] J.N. Sarkar (ed.), *History of Bengal*, Vol. II (Dacca: University of Dacca, 1948), p. 13 fn. 1; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পৃ. ৩০১।

আসেন এবং পূর্ব বঙ্গ শাসন করেন। ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ভাওয়াল তাম্রলিপি জারি করেন। তাঁর মৃত্যুর পর (১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ) দুইজন বংশধর বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেন ১২২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ব বাংলা শাসন করেন।

লক্ষণ সেনের পর পূর্ববাংলার কেন্দ্রীয় হিন্দু শাসন ভেঙ্গে পড়ে এবং বিভিন্ন স্থানে সামন্ত শাসকগণ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। সেনগণের বংশধরগণও এরূপ কিছু কিছু ক্ষুদ্র অঞ্চল শাসন করেন। ভাওয়াল অঞ্চলে কয়েকজন শাসকের উত্থান ঘটে। প্রতাপ ও প্রসন্ন নামক সেন রাজাগণের দুইজন সেনাপতি বর্তমান শ্রীপুর উপজেলার রাজবাড়ী নামক স্থানে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। শ্রীপুরের চিনা শুকানিয়া নামক গ্রামে তাদের দূর্গের ধ্বংসাবশেষ ও দীঘি রয়েছে। সেন বংশের কেন্দ্রীয় শক্তি ভেঙ্গে পড়ার পরও ভাওয়াল অঞ্চলে কয়েকজন হিন্দু সামন্ত রাজা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন।

১২২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পূর্ববঙ্গ দখলের জন্য তুর্কিগণ নক্ষণাবতী হতে বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমন করতে থাকে। মালিক ইয্উদ্দীন আয়বাক ৬৫৭ হি./১২৫৯ খ্রি. প্রথম ঢাকা আক্রমন করেন। ৬৬৩ হি./১২৬৫ খ্রি. দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন সেনাপতি তুগরিল খানকে পূর্ববঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি সোনারগাঁওয়ের লরিকলে কিল্লা নির্মাণ করেন এবং সেখান হতে বৃহত্তর ঢাকা জেলা এবং অন্যান্য অঞ্চল জয় করেন। ১২৭৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ভাওয়াল ও সমগ্র ঢাকাতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু রাজধানী লাখনাবতী হতে শাসনকার্য পরিচালনা করা হত।[৫]

পরবর্তী সময় ১২৯১-১৩০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সুলতান রুকনউদ্দীন কায়কাউস বঙ্গের খারাজ দ্বারা লাখনাবতী টাকশাল হতে মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন।[৬] উৎকীর্ণ মুদ্রার সাক্ষ্যে বলা যায় যে, তখন পর্যন্ত বংগের অংশমাত্র মুসলিম সুলতান কর্তৃক বিজিত হয়েছিল। এই অঞ্চলকে পূর্ব বাংলার ভাওয়াল হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে পারিপার্শিক অবস্থার বিবেচনায়। ১৩০১

---

[৫] শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ৬১।

[৬] H.E. Stapleton, "Contribution to the History and Ethnology of North Eastern India", *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. XVIII, N.S. Calcutta, 1922, p. 410; A K M Yaqub Ali, *Select Arabic and Persian Epigraphs* (Dhaka: Islamic Foundation, 1988), p. 5.

খ্রিস্টাব্দে সুলতান শামসউদ্‌দীন ফিরূজ সোনারগাঁও জয় করেন এবং ঐ বছর সোনারগাঁও টাকশাল থেকে নিজ নামে মুদ্রা মুদ্রিত করেন। ১৩০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি সমগ্র ময়মনসিংহ এবং পরবর্তী বছর ১৩০৩ খ্রিস্টব্দে সিলেট জয় করে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা একটি নতুন প্রদেশে বা আঞ্চলিক শাসন বিভাগে পরিণত করেন। এ নতুন শাসন বিভাগের নামকরণ করা হয় ইকলীম। আর এ ইকলীমের রাজধানী বা শাসন কেন্দ্র স্থাপিত হয় প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের তীরে সোনারগাঁয়ে।

সুলতানি শাসনপর্বের প্রথম দিকে প্রত্যেকটি ইকলীম কয়েকটি বাজু এবং প্রত্যেকটি বাজু কয়েকটি জোয়ারে বিভক্ত করে শাসনকার্য পরিচালনা করা হ'ত। সুলতানি শাসনপর্বে বাংলার বিভাগসমূহ আকৃতির মাত্রা অনুযায়ী ইকতা, দিয়ার,আরসাহ,খিত্তা ও থানা প্রভৃতি নামে পরিচিতি লাভ করে।[৭] মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে শীতলক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীর এবং বংশী তুরাগ নদীর পূর্ব তীরস্থ দক্ষিণে ধলেশ্বরীর উত্তর তীর থেকে মধুপুর ও গাড়ো পাহাড়ের পাদভূমি পর্যন্ত সমগ্র ভাওয়াল বাজুর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রাজস্ব আদায় ও প্রশাসনিক সুবিধার জন্য এই বৃহৎ অঞ্চলকে আরো কয়েকটি জোয়ারে বিভক্ত করে জোয়ারদার নামক একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সেন বংশীয় রাজাদের সময়ের ভাওয়ালের অস্থায়ী ও আঞ্চলিক শাসন কেন্দ্র চিলাই নদীর তীরবর্তী ফলগু গ্রামেই সুলতানি আমলের প্রাথমিক যুগে ভাওয়ালের প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সে সময় চিলাই নদী পথে ফলগু গ্রাম থেকে শীতলক্ষ্যা নদী পথে সুবর্ণ গ্রামে যাতায়াত ছিল অধিকতর সুবিধাজনক।

পরবর্তী সুলতানদের আমলে সোনারগাঁয়ে স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় রাজধানী স্থাপিত হলে এবং পূর্ব বাংলা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে ভাওয়ালের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পায়। এ সময় তুরাগ ও ধলেশ্বরী নদীর মোহনায় একটি শক্তিশালী নৌঘাটি স্থাপিত হয়; আটিয়ায় একটি দূর্গ নির্মিত হয়। সে সময় যমুনা এত গভীর ও প্রমত্তা ছিল না। ফলে পশ্চিম বা উত্তর বঙ্গের সেনাবাহিনী ঘোড়া ছুটিয়ে অনায়াসে পৌঁছে যেতে পারতো ভাওয়াল অঞ্চলে। তাই আটিয়ার দুর্গটি বর্হিক্রদের আক্রমনের রক্ষা কবচ হিসেবে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাওয়ালের পূর্বদিকে

---

[৭] A.H. Dani, *Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1957), pp. 109ff.

শীতলক্ষ্যার পশ্চিম তীরে অবস্থিত একডালা দুর্গটিও এসময় স্থাপিত হয়।[৮] কিংবদন্তি ও উপখ্যানের সূত্রে জানা যায় যে, এই সময়ক্রমে গাজী বংশের পূর্ব পুরুষ মুসলিম শক্তির পক্ষে প্রথমে একজন সামন্ত বৌদ্ধরাজাকে পরাজিত করে ভাওয়ালের একাংশ জয় করেন এবং তা ধর্মযুদ্ধ ছিল বলে তিনি গাজী উপাধি ধারণ করেন। তিনি বর্তমান কালীগঞ্জের এক মাইল উত্তরে চৌড়া নামক গ্রামে শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন এবং এই বংশীয়গণ ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভাওয়াল (গাজীপুর জেলা, সাভার ও ধামরাই এবং বর্তমান ঢাকা শহর পর্যন্ত অঞ্চল) জয় করে শক্তিশালী সামন্ত শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম রাজ্য প্রতিষ্ঠার নাম এবং তারিখ জানা যায় না। গাজীগণ প্রায় সমগ্র মুসলিম শাসন কালব্যাপী চৌড়া হতে ভাওয়াল শাসন করেন। কখনও তাঁরা ছিলেন দিল্লীর অথবা গৌড়ের সুলতানগণের করদ সামন্ত শাসক, কখনও বা তারা স্বাধীন আঞ্চলিক শাসক হিসেবে আবির্ভূত হন।

গাজীগণ সাড়ে চারশত বৎসর ব্যাপি একটানা বিস্তীর্ণ ভাওয়াল পরগণার সামন্ত শাসক ছিলেন। সকলের নাম জানা যায় না, তবে সাধারণভাবে তাঁরা ভাওয়াল গাজী নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের সামনেই এ সমগ্র এলাকাটিতে মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং সম্পূর্ণ শান্তি পূর্ণভাবে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে। তারা প্রজাবৎসল ও সুশাসক ছিলেন। সে কারণেই অদ্যবধি এ বংশের অনেক শাসক ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের নিকট স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁদের সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীতে এবং রাজস্ব বিভাগে হিন্দু ও মুসলিম সমভাবে চাকুরীরত থাকত এবং ভাওয়ালের প্রজাগণ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করেছে। এ বংশের কয়েকজন বিখ্যাত শাসক ছিলেন কাউয়ুম গাজী, ফজল গাজী, বাহাদুর গাজী, কাসিম গাজী, বারাকাত গাজী এবং পাহলাওয়ান গাজী।[৯] শ্রেষ্ঠ শাসক ফজল গাজীর নামেও এই বংশটি পরিচিত। সম্রাট আকবর যখন বাংলা জয়ের চেষ্টা করেন তখন শক্তিশালী ফজল গাজী ভাওয়ালের মাটিতে মুঘল বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং বাংলার বিখ্যাত বারো ভূঞার অন্যতম

---

[৮] শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ৬২; দ্রষ্টব্যঃ মো. ফরিদ আহমেদ, *ভাওয়ালের ইতিহাস*, পৃ. ৮৮।

[৯] শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ৬২; দ্রষ্টব্য মো. ফরিদ আহমেদ, *ভাওয়ালের ইতিহাস*, পৃ. ৬৪-৬৬।

প্রধান ভূঞারূপে খ্যাতি অর্জন করেন। আকবর যখন ঈসা খানকে ২২ পরগণার জমিদারী দান করেন তখন তা ভাওয়াল এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ঈসা খান কখনো ভাওয়াল এর অধিকার লাভ করেননি। তার পুত্র বাহাদুর গাজীও একইরূপে তেজস্বী ছিলেন। তাঁর ২০০ কোষা বা হালকা রণতরী ছিল। সেই শক্তি নিয়ে তিনি মুসা খান মসনদ-ই-আলার নেতৃত্বে সম্মিলিত পাঠান বাহিনী গঠন করে ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে আধুনিক নারায়ণগঞ্জের দক্ষিণে চর কোদালিয়াতে মুঘল সুবাদার ইসলাম খানের নেতৃত্বাধীন মুঘল বাহিনীর সম্মুখীন হন।[১০] রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুঘল বাহিনী যখন পরাজয়ের সম্মুখীন তখন ঢাকা হতে নতুন সেনাদল গিয়ে মুঘল বাহিনীতে যোগদান করলে সম্মিলিত পাঠান বাহিনীর পরাজয় ঘটে।

বাহাদুর গাজীর বংশধর কাসিম গাজী মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট হতে নতুন একটি তালুক লাভ করে নিজ নামানুসারে তার নামকরণ করেন কাসিমপুর।[১১] তাঁর পুত্র ছিল বারকাত গাজী বা বড় গাজী। তাঁর পুত্র দওলতগাজী ছিলেন অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও ধার্মিক। তিনিই দীর্ঘকাল স্থায়ী গাজী বংশের শেষ জমিদার। খ্রিস্টীয় ১৭ শতকের শেষ বা ১৮ শতকের শুরুতে কোন সময় দওলত গাজী হজ্জে গমন করেন, তখন হজ্জ যাত্রায় দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হত। তাঁর বিশ্বাস এবং অত্যধিক সততার সুযোগ নিয়ে তাঁরই দীওয়ান বিক্রমপুরের বিখ্যাত বজ্রযোগিনী গ্রামের অধিবাসী কুশধ্বজ রায় চৌধুরীর পুত্র দীওয়ান বলরাম রায় অপর কয়েকজন কর্তকর্তার সঙ্গে মিলে শঠতা করে খাজনা বাকী ফেলে জমিদারী নিলাম করেন এবং ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের নওয়াব সরকারকে বশীভূত করে নিজেরা মালিক হয়ে যান। ভাওয়ালের বিখ্যাত গাজী পরিবারের সুশাসনের অবসান ঘটে এক বিশ্বসঘাতকতার মাধ্যমে সময়ের ও সুযোগে। কারণ মুর্শিদকুলী খান যখন রাজধানী স্থানান্তর করে স্বীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য মুসলিমগণের পরিবর্তে হিন্দুগণকে বড় পদ ও সুযোগ সুবিধা দান করতেছিলেন এটি সম্ভবত সেই সময়ের ঘটনা বলে অনুমান করা যায়। দওলত গাজী মুর্শিদাবাদের দরবারে আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হন। গাজী পরিবারের বংশধরগণ

---

[১০] ড. শেখ মকসুদ আলী (সম্পা.), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর ঢাকা* (ঢাকা: বিজি প্রেস, পুনঃমুদ্রণ, ১৯৯৯), পৃ. ৬৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

[১১] মো. ফরিদ আহমেদ, *ভাওয়ালের ইতিহাস*, পৃ. ৫১; শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ৬৭।

এখনও চৌড়া গ্রামেই বাস করছে। পূর্বের প্রাসাদের চিহ্ন আর নেই, পুরাতন দীঘি এবং কোষাগাড়া খাল অতীত কীর্তির চিহ্ন বহন করে চলেছে।[১২]

৩.৩ কোম্পানী শাসন ও বৃটিশ যুগ

কোম্পানীর শাসনামলে গাজী বংশের শেষ শাসক সুলতান গাজী গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পূর্ব পুরুষের ন্যায় সঙ্গত অধিকারের জমিদারী ফেরত চেয়েছিলেন।[১৩] কিন্তু ইংরেজরা তখন অনুগত নতুন হিন্দু শাসক শ্রেণী সৃষ্টি করছিলেন। তাই গাজী সাহেবের আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। সমগ্র ব্রিটিশ আমল ব্যাপী এ সামন্ত রাজবংশই ভাওয়ালের জমিদার ছিলেন।

গাজীগণের বিশাল জমিদারী কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়। মোট জমিদারীর সাত আনার অংশীদার ছিল গাছার অধিবাসী বীরেন্দ্র রায়, দু'আনার অংশীদার ছিল পলাশোনা গ্রামের নিশি ঘোষ, আর বাকী সাত আনার অংশীদার ছিল বিশ্বাস ঘাতক গাজীদের নায়েব বলরাম রায়। পরে তিনি পালশোনার নিশিকান্তের নিকট থেকে জমিদারীর দু'আনা অংশ ক্রয় করে নিজ জমিদারী নয় আনায় পরিণত করেন। বলরামের পুত্র কৃষ্ণরাম চৌড়া হতে প্রায় সাত মাইল পশ্চিম উত্তরে ছোট চিলাই নদীর তীরে পীরাবাড়ী নামক স্থানে গিয়ে জমিদারীর নতুন কেন্দ্র স্থাপন করেন। তার পুত্র জয়দেব নারায়ণ রায় নিজ নামানুসারে স্থানটির নামকরণ করেন জয়দেবপুর।[১৪]

গাছার জমিদার বংশের তৎকালীন জমিদার কালি কিশোর ঋণগ্রস্ত হয়ে সমকালীন ইংরেজ নীলকর মি. ওয়াইজের নিকট ভাওয়াল জমিদারীর সাত আনা অংশের কয়েকটি মহল বিক্রি করেন। এসব মহলের সীমানা নিয়ে লোক নারায়ণের সংগে মি. ওয়াইজের মনোমালিন্য থেকে বিরাট কোন্দলের সৃষ্টি হয়। সিদ্ধেশ্বরী দেবীর বিচক্ষণতায় এই কোন্দলের অবসান ঘটে এবং তিনি জমিদারী রক্ষার সংগে সংগে পুত্র গোলক নারায়ণ ও পৌত্র কালী নারায়ণের জন্য

---

[১২] *Bangladesh District Gazetteer*, Dacca, 1975, p. 467.

[১৩] ড. শেখ মকসুদ আলী (সম্পা.), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর ঢাকা*, পৃ. ৮০।

[১৪] শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ৭৩।

প্রভূত সম্পদ সঞ্চয় করতে সক্ষম হন। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে সিদ্ধেশ্বরী দেবী ইহলোক ত্যাগ করলে তার একমাত্র পুত্র গোলক নারায়ণ জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জয়দেবপুর জমিদার বাড়ীতে তিনি একটি পাকা ভবন তৈরি করেন এবং ঢাকাতেও তিনি অনুরূপ একটি পাকা বাড়ী নির্মাণ করেন।[১৫]

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে গোলক নারায়ণের মৃত্যু হলে তার পুত্র কালী নারায়ণ ৪৮ বৎসর বয়সে জমিদারী পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট তাকে রাজা খেতাবে ভূষিত করেন।[১৬] ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যিক কালী প্রসন্ন ঘোষ, সি. আই. ই. ভাওয়াল পরগণার ম্যানেজার নিযুক্ত হন। বাংলার স্বভাব কবি গোবিন্দ দাস রাজা কালী নারায়ণের স্টেইটের একজন রাজস্ব কর্মচারী ছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কালী নারায়ণের মৃত্যুর পর তার পুত্র রাজেন্দ্র নারায়ণ জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কালী নারায়ণের একমাত্র কন্যা কৃপাময়ি দেবী। বিয়ের পর দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। রাজেন্দ্র নারায়ণ তার পিতার স্মৃতিকে প্রদীপ্ত করে রাখতে কালী নারায়ণের নামে কালিগঞ্জ বাজার (বর্তমান থানা সদর) প্রতিষ্ঠা করেন, আর নিজ নামের সংগে যুক্ত করে প্রতিষ্ঠা করেন রাজেন্দ্রপুর বাজার রেল স্টেশন। পূর্ববঙ্গের জমিদারদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মহারাজা খেতাবে ভূষিত হন।[১৭]

রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দবস্তের আওতায় ভাওয়াল পরগণা তাদের নির্দিষ্ট ও স্থায়ী জমিদারীতে পরিণত করেছিলেন। রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের ঔরষজাত রাণী বিলাসমণির গর্ভের তিন পুত্র ও তিন কন্যা রেখে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ মৃত্যুবরণ করেন। রাজার বড় ছেলে রনেন্দ্র নারায়ণ আটাশ বছর বয়সে রাজার জীবদ্দশাই ইহধাম ত্যাগ করেন এবং রাজার মৃত্যুর বছরই কনিষ্ঠ ছেলে রবীন্দ্র নারায়ণের মৃত্যু হলে রাজার মধ্যম পুত্র রমেন্দ্র নারায়ণ ভাওয়াল সন্যাসী জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১৮]

---

[১৫] মো. ফরিদ আহমেদ, *ভাওয়ালের ইতিহাস*, পৃ. ৫৭।

[১৬] শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ৭৫।

[১৭] আতাউর রহমান, *ভাওয়াল রাজবংশ ও সন্ন্যাসীর মামলা* (গাজীপুরঃ ভাওয়াল প্রকাশনী, ২০০১), পৃ. ১৩।

[১৮] মো. ফরিদ আহমেদ, *ভাওয়ালের ইতিহাস*, পৃ. ৫৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ; শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ৭৩ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

ছোট রাণী আনন্দ কুমারী দেবীর গর্ভে কোন সন্তান জন্ম না নেয়ায় রাজা মৃত্যুশয্যায় তাকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। রাজার অনুমতি অনুসারে ছোট রাণী তার ভ্রাতুস্পুত্র রাম নারায়ণকে পোষ্য পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। বড় ভাই রমেন্দ্র নারায়ণ ও কনিষ্ঠ ভাই রবীন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর রমেন্দ্র নারায়ণ জমিদারীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বিষ্ণুপদ ব্যানার্জীর রূপবতী মেয়ে বিভাবতী দেবীকে বিয়ে করেন। স্বাস্থ্যগত কারণে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী রাজা রমেন্দ্র নারায়ণ আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে স্ত্রীসহ দার্জিলিং গমন করেন। জানা যায় যে, বিভাবতী দেবী চিকিৎসক আশুতোষ ডাক্তারের সাথে যোগসাজসে তাকে আর্সেনিক বিষ প্রয়োগ করে হত্যার চেষ্টা করেন। বিষের ক্রিয়ায় রাজার দেহ নিথর হয়ে গেলে তাড়াহুড়া করে রাত্রির অন্ধকারে তাকে শ্মশানে নিয়ে পোড়ানোর জন্য চিতায় শুইয়ে দেয়া হয়। কিন্তু বিধির কি বিধান। চিতায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার পূর্বে শুরু হয় ভীষণ ঝড় তুফান, আর অঝোর ধারায় বৃষ্টি। ঝড় তুফানের ঝাপটা খেয়ে লোকজন রাজার মৃতদেহ ফেলে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। এদিকে অঝোর বৃষ্টিপাতের ফলে রাজার বিষের ক্রিয়া কিঞ্চিৎ লাঘব হলে তিনি চিতা থেকে উঠে দাঁড়ান এবং এক দল নাগা সন্যাসীর সংগে নিকটস্থ পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে সন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন। এ সময় রাজা তাঁর স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। রাণী বিভাবতী রাজার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করে নিজে জমিদারীতে ফিরে এসে বহাল তবিয়তে জমিদারী পরিচালনা করতে থাকেন।[১৯]

এই ঘটনার দীর্ঘ বার বছর পর সন্যাসী রাজার স্মৃতি শক্তি ফিরে এলে তিনি সন্যাসীর বেশেই জয়দেবপুর রাজবাড়িতে হাজির হন। প্রতিবেশী, প্রজা ও আত্মীয় স্বজন রাজাকে চিনতে পারলেও তাকে রাজা বলে অস্বীকার করেন। অনেক দেন দরবারে ব্যর্থ হয়ে সন্যাসী রাজা শেষে জজ কোর্টে মামলা দায়ের করেন। জজ কোর্টের রায় সন্যাসী রাজার পক্ষে যাওয়ায় রাণী বিভাবতী কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করেন। কলকাতা হাইকোর্টের বেঞ্চে তিনজন বিচারপতির মধ্যে মি. কষ্টলে ও মি. লজ ছিলেন ইংরেজ আর একজন ছিলেন বাঙ্গালী। তার নাম ছিল চারু চন্দ্র বিশ্বাস। বিশ্বের এই দীর্ঘতম মামলা ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আরম্ভ হয়ে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে এর সমাপ্তি ঘটে। রায়ে রাজা রমেন্দ্র নারায়ণের জয় হয়, তিনি জমিদারী ফিরে পান। এরপর রাজা নতুন করে একটি বিয়েও করেন। কিন্তু এর কিছুদিন পর রাজা রমেন্দ্র নারায়ণ ও তার নতুন স্ত্রী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

---

[১৯] আতাউর রহমান, *ভাওয়াল রাজবংশ ও সন্ন্যাসীর মামলা*, পৃ. ১৮।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ভাওয়াল স্টেইট ও তৌজিগুলো ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের একোয়ার স্টেইট আইনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার দখল করে নেন।[২০]

৩.৪ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা উত্তরকাল

গাজীপুর জেলাবাসীর সংগ্রামী চেতনার ইতিহাস আহবমান কালের। গুপ্ত আমলে এ অঞ্চলের অধিবাসীগণ স্বাধীনতার পক্ষে লড়েছেন অনেক দিন। দশম শতাব্দীতে যশোপালের বিরুদ্ধে স্থানীয় চণ্ডাল বিদ্রোহ এবং মুঘলদের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল এ জেলারই সন্তান ফজল গাজী। ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক যুগে মংগল সিংহ ও গোলজার সিংহের বিদ্রোহ বৃটিশ শাসনের ভীত প্রকম্পিত করে তুলেছিল। সন্যাসী বিদ্রোহেও এ জেলার অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্বদেশী আন্দোলনের বীর সৈনিক এ জেলার অগ্নি সন্তান ভবানী ভট্টাচার্য, রবি ব্যানার্জী ও উজ্জরা মজুমদার এ জেলার সংগ্রামী ইতিহাসে সৃষ্টি করেছিল এক নতুন অধ্যায়। গভীর আত্মপ্রত্যয়ে সংকল্পবদ্ধ এ জেলাবাসী সর্বকালের স্বাধীন সচেতন থাকতে চেয়েছে এবং এজন্য তারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠাবোধ করেনি কোনদিন। তাই ৭১'র বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পুরাতন ঐতিহ্যের ধারা অনুসারে জেলার সমগ্র অঞ্চলে মুক্তি পাগল সর্বস্তরের জনতার মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এই মুক্তির সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিল সর্বস্তরের জনগোষ্ঠী ।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২রা মার্চ শেখ মুজিবর রহমানের আহ্বানে সারা দেশব্যাপী যে অসহযোগ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল তারই সূত্র ধরে বর্তমান গাজীপুর জেলার শিল্পনগরী টঙ্গীতে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়েছিল। তৎকালীন টঙ্গী শহরের তরুণ শ্রমিক নেতা কাজী মোজাম্মেল হক, হাসান উদ্দিন সরকার, সদর আলী মাস্টার ও আহসান উল্লাহ মাস্টারের নেতৃত্বে সমগ্র টঙ্গী শহর শ্রমিক জনতার উত্তাল সমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। হাজার হাজার শ্রমিক তখন কলকারখানা বন্ধ করে রাস্তায় নেমে এসেছিল।

---

[২০] শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ৭৫।

অসহযোগ আন্দোলনের ৩য় দিন ৭১ খ্রিস্টাব্দে ৫ই মার্চ কল কারখানা বন্ধ করে সকল শ্রমিক জনতা মিছিলের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হচ্ছিল বেলা তখন ১০-৩০ মিনিট। টঙ্গী শহরের মেঘনা টেক্সটাইল মিলের কয়েক হাজার শ্রমিকের একটি দল মিছিল করে নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার পথে তৎকালীন অবাঙ্গালী ই.পি.আর কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এসময় অবাঙ্গালী ক'জন সৈনিক রাইফেল দিয়ে গুলি চালিয়ে কয়েক জন শ্রমিককে হত্যা করে। নিহতরা হলেন মোতালিব, সোহরাব উদ্দিন ও মো. ইস্রাফিল।[২১]

শ্রমিক নিহত হওয়ার সংবাদ দ্রুতগতিতে শিল্পাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার শ্রমিক জনতা রুদ্ররোষে ফেটে পড়ে। বিক্ষোভের নগরী টঙ্গী তখন টলটলায়মান। বিকেলে সংবাদ পাওয়া যায় যে, ঢাকা সেনানিবাস থেকে ব্রিগেডিয়ার জাহানজেবের নেতৃত্বে ১৫/২০ ট্রাক ভর্তি সৈন্য আসছে টঙ্গীর দিকে। এতে নেতৃবৃন্দ ও সংগ্রামী জনতা উত্তেজিত হয়ে রাস্তায় গাছপালা ফেলে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। টঙ্গী-ঢাকা যোগাযোগ সড়কে নদীর উপর একমাত্র কাঠের ব্রিজটি পেট্রোল দিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়। হাজার হাজার শ্রমিক জনতা লাঠি সোঠা নিয়ে বালু নদীর উত্তর তীরে অবস্থান গ্রহণ করে। পরের দিন ৬ই মার্চ পাকবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব ঢাকা সেনানিবাস থেকে যাত্রা করে বালু নদীর দক্ষিণ তীরে এসে আটকা পড়েন।

টঙ্গীতে অবস্থানরত শিল্পাঞ্চলীয় সহকারী পুলিশ সুপার মরহুম মোহাম্মদ সবুরের মধ্যস্থতায় ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব ও তৎকালীন ঢাকা সদর উত্তর মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও টঙ্গী শ্রমিক লীগ নেতা কাজী মোজাম্মেল হক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ আপোষ মীমাংসার জন্য আলোচনা সভায় একত্রিত হন। টঙ্গীর এই বর্বর হত্যাকাণ্ড ও সশস্ত্র প্রতিরোধের কথা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের শিখা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। টঙ্গীর হত্যাকাণ্ড ও সশস্ত্র প্রতিরোধই সম্ভবত স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা পর্বকে ইংগিত করে থাকবে।

৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক জনসমাবেশ টঙ্গী ও জয়দেবপুরের হাজার হাজার শ্রমিক ও জনতা ট্রাক, বাস ও রেল বোঝাই করে লাঠির মাথায় লাল রংয়ের

---

[২১] তদেব, পৃ. ১০১ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহ।

পতাকা বেঁধে যোগ দিয়েছিল। এভাবে সমগ্র ভাওয়াল অঞ্চলের মুক্তি পাগল মানুষ আন্দোলনের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে একটি চূড়ান্ত মুক্তি সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।[২২]

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে মার্চ তারিখে পাকসেনা কর্তৃক নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের উপর হামলার যে পরিকল্পনা করা হয় তার অংশ স্বরূপ ১৯শে মার্চ ঢাকা সেনানিবাস থেকে ১৮নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি কোম্পানী জয়দেবপুরের রাজবাড়ীতে অবস্থিত ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের নিরস্ত্র করতে যাত্রা করে। আগেই বাঙ্গালী সৈনিকদের নিরস্ত্র করার সংবাদ জয়দেবপুরে (বর্তমান গাজীপুর জেলা সদর) পৌঁছেছিল। এতে এলাকার ছাত্র শ্রমিক কৃষক সর্বস্তরের মানুষ অগ্নিরোষে ফেটে পরে। দলে দলে মানুষ রাস্তায় নেমে আসে, স্বতঃস্ফুর্তভাবে টঙ্গী থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তার জাগায় জাগায় ইট পাথর ও গাছপালা ফেলে রাস্তা বন্ধ করে রাখে। প্রায় বিশ পঁচিশটি সৈন্য ভর্তি ট্রাক রাস্তায় এই বাধা অপসারণ করে জয়দেবপুর চৌরাস্তায় পৌঁছে। সেখানকার রাস্তার বাধা ছিল জটিলতর। তাই পাকিস্তানী সৈন্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং চৌরাস্তার মসজিদের নামাজীদের বলপূর্বক ধরে এনে রাস্তার বাধা অপসারণ করতে বাধ্য করে। তারপর পাক সৈন্যরা জয়দেবপুর ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে। পাক সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আবরার। ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন লে. কর্ণেল মাসুদ হোসেন, মেজর শফিউল্লা ছিলেন ২য় কমান্ডিং অফিসার (পরবর্তীকালে সেনাবাহিনী প্রধান) আর মেজর আজিজুর রহমান ছিলেন এডজ্যুটেন্ট। কৃষক ছাত্র শ্রমিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ প্রায় বিশ হাজার জনতার ভিড়ে জয়দেবপুর আন্দোলিত হয়। পাঞ্জাব রেজিমেন্ট বাঙ্গালী সৈনিকদের নিরস্ত্র করে যাতে ঢাকায় ফিরে যেতে না পারে সেজন্য শ্রমিক জনতার একটি বিরাট দল জয়দেবপুর বাজারের রেল গেইটের নিকট লেবেল ক্রসিং এর উপর কয়েকটি মাল গাড়ীর বগী উল্টে দিয়ে পাকা রাস্তা বন্ধ করে দেয়। পাক সৈন্যরা বাঙ্গালীদের নিরস্ত্র করে দেবার পথে রেল গেইটের পূর্ব পার্শ্বে প্রায় পাঁচ হাজার বিক্ষুব্ধ জনতা বিভিন্ন শ্লোগান দিতে থাকে। বিক্ষুব্ধ জনতার কিছু অংশ গেটের পশ্চিম দিকের বিভিন্ন স্থানে ইট, পাথর, লাঠি, তীর ইত্যাদি নিয়ে সুবিধামত স্থানে অবস্থান নেয়। পাক-বাহিনী ও বিক্ষুব্ধ জনতা এক পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে উঠে। ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আপোষের প্রস্তাব দিয়ে শ্রমিক নেতাদের সংগে আলোচনায় বসেন, কিন্তু

---

[২২] মো. ফরিদ আহমেদ, *ভাওয়ালের ইতিহাস*, পৃ. ১৫৫।

জাহানজেবের দাম্ভিকতাপূর্ণ অশালীন আচরণে আলোচনা পর্ব ভেঙ্গে যায়। উভয় পক্ষে উত্তেজনা চরমে পৌঁছে। জাহানজেব তখন কর্ণেল মাসুদকে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর গুলি বর্ষণ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। বাঙ্গালী কর্ণেল বাঙ্গালী জনতার উপর গুলি বর্ষণে অস্বীকৃতি জানান। ফলে কর্ণেল মাসুদ ব্রিগেডিয়ার জাহানজেবের নির্দেশে বন্দী হন।

জাহানজেব নিজে পাঞ্জাবী সৈনিকদের বাঙ্গালী জনতার উপর গুলি বর্ষণের নির্দেশ দেন। বাঙ্গালীরাও মসজিদের উপর থেকে পাল্টা গুলি ছুঁড়ে। পাঞ্জারী সৈনিকদের গুলি আঘাতে মনু খলিফা ও নেয়ামত নামক দু'জন স্বাধীনতাকামী বীর বাঙ্গালী শাহাদাত রবণ করেন। এ সময় ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ট্রাকে করে ৫ জন সৈনিক হাতিয়ার নিয়ে টাংগাইল থেকে রাজবাড়ীর দিকে ফেরার পথে উত্তেজিত জনতা তাদের রাইফেল গুলি ছিনিয়ে নিয়ে পাঞ্জাবী সৈন্যদের উপর গুলি বর্ষণ করে বেশ ক'জনকে হতাহত করে।

পাঞ্জাবী সৈনিকদের দলটি জয়দেবপুর ছেড়ে ঢাকার পথে চৌরাস্তায় পৌঁছলে সেখানকার শ্রমিক জনতা রাস্তায় বেরিকেড সৃষ্টি করে পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায়। পাঞ্জাবী সৈনিকেরা বিক্ষুব্ধ জনতাকে ঘিরে ফেলার জন্য অল্প পশ্চাৎ সরে গিয়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে দুদিক দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। সতর্ক জনতা টের পেয়ে চৌরাস্তার পশ্চিম দিকে একটি পাড়ার পেছনে অবস্থান গ্রহণ করে। এসময় স্থানীয় কডডা গ্রামের দুঃসাহসী কানু মিয়া একটি বাঁসের লাঠি দিয়ে পাঞ্জাবী সৈনিকদের ধাওয়া করে এবং হুরমত আলী নামে একজন ফুটবল খেলোয়ার অতর্কিতে জনৈক পাঞ্জাবী সৈনিকের রাইফেল ছিনতাই করে পালাতে চেষ্টা করে। এ অবস্থায় অন্য পাঞ্জাবী সৈনিকেরা রাইফেলের গুলি চালালে কানু মিয়া সর্বাত্মক আহত হন এবং হুরমত আলী ঘটনাস্থলে প্রাণ ত্যাগ করেন।

ঘটনার প্রতিবাদে ২০শে মার্চ রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে পূর্ব নির্ধারিত বৈঠকে যোগদানকালে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর গাড়ীতে কালো পতাকা ধারণ করেছিলেন। বিবিসিসহ সকল আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমসমূহ জয়দেবপুরের প্রতিরোধ সংগ্রামের সংবাদ প্রচার করে ও দেশের সকল সংবাদ পত্রে এই সশস্ত্র সংগ্রামের সংবাদ প্রকাশিত হলে সারা দেশে শ্লোগান উঠে "জয়দেবপুরের পথ ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর"।

পরবর্তী সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্জয় ঘাটি হিসেবে গড়ে উঠে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানার বনাঞ্চল, কাপাসিয়া থানার দুর্গম অঞ্চল এবং কালিগঞ্জে ও কালিয়াকৈর থানার প্রত্যন্ত াঞ্চল। রাজধানী ঢাকার সাথে নদী-নালা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিভক্তির ফলে এসব অঞ্চলে মুক্তি বাহিনীর অবস্থান ছিল সুদৃঢ়। এসব অঞ্চলে লুকায়িত মুক্তিসেনাদের পক্ষে রাজধানীসহ বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনার সুযোগ সুবিধা অনেক বেশী। এ জেলার অসংখ্য অগ্নি সন্তান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন, আর অনেক স্বাধীনতা কামী মুক্তিযোদ্ধা দেশের জন্য শাহাদাত বরণ করেছেন।[২৩]

৩.৫ স্বাধনীতা উত্তরকাল

বাংলাদেশ সৃষ্টির পর ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা সদর উত্তর মহাকুমার সাতটি থানার মধ্যে সাভার ও ধামরাই এ দুটি থানা ব্যতীত বাকি পাঁচটি থানা নিয়ে গঠিত হয় ভাওয়ালের প্রবাদ পুরুষ গাজীদের নামে গাজীপুর মহাকুমা। এসময় সাভার থানার দুটি ইউনিয়নকে জয়দেবপুর থানার সংগে সংযুক্ত করা হয়। গাজীপুর নামে নতুন মহকুমার সদর দপ্তর স্থাপিত হয় জয়দেবপুর মহা রাজার বৃহৎ বাসভবনে। গাজীপুর নামে নতুন মহকুমা স্থাপিত হওয়ার সময় টঙ্গী শিল্পনগরী জয়দেবপুর থানার অন্তর্গত থাকলেও পরবর্তী সময় বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্ব উপলব্ধি করে টঙ্গীকে একটি স্বতন্ত্র থানায় উন্নীত করা হয়।

১৯৮২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর কাপাসিয়া ও কালিগঞ্জ থানা, ১৯৮৩ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে শ্রীপুর থানা, ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই কালিয়াকৈর থানা এবং সর্বশেষ ১৯৮৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী জয়দেবপুর থানাকে গাজীপুর সদর উপজেলায় উন্নীত করা হয় এবং একই বছর ১লা মার্চ তারিখে উল্লেখিত পাঁচটি উপজেলাকে নিয়ে গঠিত হয় গাজীপুর জেলা।[২৪]

প্রাচীন ভাওয়ালের শস্য ও বস্ত্র সামগ্রী বহির্বিশ্বে রপ্তানি করে সুদুর অতীতকালে যেমন সুখ্যাতি ও সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল, বর্তমানে ভাওয়াল অঞ্চল "গাজীপুর জেলা" নামে পরিবর্তিত

---

[২৩] শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১০৯।

[২৪] সা.জ.স. আকরামুজ্জামান, *জেলার নাম গাজীপুর*, বিজয় দিবস সংখ্যা ১৯৮৪ইং (গাজীপুরঃ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব), ১৯৮৪), পৃ. ৬; শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ৯০।

হয়েও এ ধারা অব্যাহত রেখেছে। প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চল খাদ্যে সর্বদা স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করে বাইরে কিছু রপ্তানী করছে। মহানগরী ঢাকার পশ্চাৎভূমি হিসেবে গাজীপুর জেলা তার উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য সার্বক্ষণিক সরবরাহ নিশ্চিত করে রাজধানীর প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে আসছে। গাজীপুরের স্বনির্ভরতায় মুগ্ধ হয়ে ১৯৮৩ সালে বৃটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিযাবেথ জেলার শ্রীপুর থানার "বৈরাগীর চালা" নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আনুষ্ঠানিকভাবে পরিদর্শন করে জাতীয় ইতিহাসের পাতায় গাজীপুর জেলার নাম নতুন করে অংকিত করেন।

জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্য এ জেলার সদর থানার বিস্তৃত অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছে অনেকগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় সম্পদ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সংস্থা (সারডি), পাট গবেষণা কেন্দ্র, তুলা বীজ খামার, স্নাতকোত্তর কৃষি ইন্সটিটিউট, এগ্রিকালচার এক্সটেনশন এন্ড ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এবং সেরিকালচার বোর্ড। এ ছাড়া এ জেলায় রয়েছে একটি উন্নতমানের আধুনিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ।OIC কর্তৃক পরিচালিত ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজী (আই.ইউ.টি.) বিশ্বের অনেক দেশের অসংখ্য শিক্ষার্থী এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করে গাজীপুরের নাম ছড়িয়ে দেয় সারা বিশ্বে।

বাংলাদেশের কয়েক লক্ষ শ্রমিকের বলিষ্ঠ হস্তে ঘুরছে এ জেলার অনেক কারখানার অসংখ্য চাকা। আর এসব কারখানায় উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী দেশে ও বিদেশে রপ্তানী করে জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় করতে এ জেলা মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। এ জেলায় কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে ভূমিকা রেখেছে কিশোর অপরাধী সংশোধনী কেন্দ্র, ভবঘুরে আশ্রম, জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সংস্থা, পংগু পুনর্বাসন কেন্দ্র, বাংলাদেশ রোভার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এসব ছাড়া এ জেলায় রয়েছে আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মহিলা আনসার হেড কোয়ার্টার, তালিবাবাদ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র, আণবিক শক্তি কেন্দ্র, সালনা উদ্যান ও ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান।[২৫]

---

[২৫] শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ৯৯।

৩.৬ ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ

চিনাশুখানিয়া বর্তমান শ্রীপুর থানাধীন রাজাবাড়ী ইউনিয়নে অবস্থিত চিনাশুখানিয়া ছিল মুসলিম পূর্ব বৈদিক রাজ্যের রাজধানী। রাজাবাড়ী বাজার হতে সামান্য দূরে রাজাবাড়ী খালের তীরে অবস্থিত। খালটি পূর্বে হয়ত বড় নদী ছিল। ১৭৮৭ সালের প্রলংকরী ভূমিকম্পে নদীর পৃষ্ঠদেশ উঁচু হয়ে খালের আকার ধারণ করে। চিনাশুখানিয়া গ্রামে এখনো মাটি খুড়লে ইট, সুরকি পাওয়া যায়। চণ্ডাল রাজাদের রাজধানী ছিল এই চিনাশুখানিয়ার গ্রামে।

শৈলাট শ্রীপুর থানাধীন গাজীপুর ইউনিয়নে অবস্থিত শৈলাট। অনুমান করা হয়, এই শৈলাটিই ছিল পাল বংশীয় সামন্ত রাজার রাজধানী। এখানে সামান্য মাটির নীচে প্রাচীন ইট পাথরের টুকরা পাওয়া যায়।

রাজেন্দ্রপুর শ্রীপুর থানার বিখ্যাত রেল স্টেশন রাজেন্দ্রপুর ভাওয়াল রাজ পরিবারের সদস্য রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের নামের স্মৃতি বহন করছে। তাঁকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য রেল স্টেশন ও সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।[২৬]

টোক ভাওয়াল তথা এক সময়ের (মুঘল আমলে) গুরুত্বপূর্ণ সামরিক রাজধানী। কাপাসিয়া হতে উত্তরে শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম তীর সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত। সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি রাজা মানসিংহ বাংলার বার ভূঞাদের দমন করার জন্য টোক নগরীতে টোক দুর্গকে আশ্রয় করে বিশাল সামরিক ছাউনি ফেলেন। ইসলাম খানও ভাওয়ালে সামরিক প্রয়োজনে এখানে বহুকাল অবস্থান করেন। তিনি এখান থেকে আসাম অভিযান শুরু করেন। ভাওয়ালের গাজী শাসকদেরও সামরিক সদর দপ্তর ছিল টোক। ছড়িয়ে ছিটিয়ে দুর্গ সমূহের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। এখানকার প্রধান দুর্গটি ছয়শত খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। মানসিংহ টোক হতেই মগ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এখানে বাদশাহী আমলের মসজিদ রয়েছে।[২৭]

---

[২৬] মো. ফরিদ আহমেদ, *ভাওয়ালের ইতিহাস*, পৃ. ৮৩।

[২৭] আতাউর রহমান, *ভাওয়াল রাজবংশ ও সন্ন্যাসীর মামলা*, পৃ. ১১।

রাণীগঞ্জ কাপাসিয়া থানার দক্ষিণে শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র। এখানে মুঘল শাসন পর্বের সামরিক নগর, দুর্গ, ইমারত ও সামরিক স্থাপনা ছিল। টোক দুর্গে যাওয়ার প্রবেশ পথ হিসেবে রাণীগঞ্জ বিবেচিত হত। নদী গ্রাসে তার অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে।

ঐতিহাসিক একডালা দুর্গ ভাওয়ালের বিখ্যাত একডালা দুর্গের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। নানা কারণে ও প্রাকৃতিক বিভিন্ন দুর্যোগ এবং অবহেলার জন্য একডালা দুর্গের অস্তিত্ব বিলুপ্ত। তার ইটের ভগ্নগাত্রে এখনো নানা ইতিহাসের বিমূর্ত স্পর্শ লেগে আছে। কান পাতলেই যেন শোনা যায় সেই অশ্বারোহী সেনাপতি আর তাঁর সৈনিকদের ধুলিঝড় উড়ানো প্রচণ্ড পদাঘাতে জর্জরিত অশ্ব ক্ষুরের ধ্বনি।

বর্তমানে ভাওয়ালের অধুনা সংস্করণ গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানার দুর্গাপুর ইউনিয়নে দুর্গটি অবস্থিত জানা যায়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই একডালা দুর্গটির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন তথ্যের উৎস থেকে ধারণা করা যায়, শীতলক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্র নদের মিলন স্থলের পশ্চিম পার্শ্বে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ছয়শত খ্রিস্টাব্দে একডালা দুর্গটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

দরদরিয়া শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। এখানে বৃহৎ আকারের কেল্লা ছিল। কেল্লাগুলো জলপূর্ণ পরিখা সমেত আবৃত ছিল। চারদিকের আবৃত অংশ মোট প্রায় দুই মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নগর দুর্গ ছিল ইটের তৈরী। নদীর অপর তীরে পাহাড় সদৃশ্য ইটের গাঁথুনি রয়েছে। টেইলরের মতে বেনিয়া (বৈন্যা) রাজত্বের শেষ নরপতি ভবানীকে পরাজিত করে ১২০৪ সালে মুসলমানরা দুর্গটি দখল করে এবং ব্যবহারের সময় সমৃদ্ধ জনপদও গড়ে তোলে। ঐতিহাসিকদের মতে দরদরিয়া কেল্লা একডালা দুর্গের বর্ধিতাংশ।

কালিয়াকৈর বর্তমান গাজীপুরের উত্তর পশ্চিমের থানা সদর। বংশী নদীর তীরে অবস্থিত। উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বিশ্ব বরেণ্য বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার জন্ম স্থান। শেরশাহের শাসনের প্রথম দিকে ভাওয়ালের আওতায় থাকলেও পরে আলাদা হয়ে যায়।

কালিয়াকৈরের পূর্বাংশ ও উত্তরাংশ ভাওয়াল রাজ্যভুক্ত ছিল। তালিবাবাদ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রটি এই কালিয়াকৈরেই অবস্থিত।

বালিয়াদী কালিয়াকৈর সদর হতে মাত্র তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি বি. এ. ছিদ্দিকী সাহেব এই জমিদার বাড়ীর সন্তান।

কালীগঞ্জ রাজা কালী নারায়ণ রায়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এর নামকরণ করা হয় কালীগঞ্জ। বর্তমান গাজীপুর জেলার দক্ষিণ পূর্বাংশে এর অবস্থান। এই জেলার অন্যতম থানা সদর। এখানে রয়েছে বিখ্যাত মসলিন কটন ও ন্যাশনাল জুট মিল।

নাগরী এটি প্রাচীন কোন নগরীর ছায়া নাম। ভাওয়ালের দক্ষিণ পূর্ব থানা কালীগঞ্জে এটির অবস্থান। এই স্থানটিতে খ্রিস্টান ধর্মবলম্বীদের আবাসন গড়ে উঠেছে। এখান থেকেই ভাওয়ালের আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় প্রথম বাইবেল অনুদিত হয়। সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা ভাষার অভিধান এবং ছাপার বইও প্রকাশিত হয়।

বক্তারপুর এটি গাজীপুর শহর হতে পূর্বদিকে কালীগঞ্জ থানায় অবস্থিত। বরকত গাজীর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় বলে ধারণা করা হয়। প্রথমে এর নাম ছিল বরকতপুর। পরে অপভ্রংশ হয়ে বক্তারপুর হয়েছে। স্থানটি গাজীদের সুরম্য স্থাপনায় ছিল পরিপূর্ণ। কালের গ্রাসে আজ তা ভূ-গর্ভে প্রোথিত। মাটি খুঁড়লেই পাওয়া যায় ইটের গাথুনি। জনশ্রুতি রয়েছে বীর ঈসা খাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে এখানেই সমাহিত করা হয়।

জয়দেবপুর এই স্থানটি চিলাই নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। পূর্ব নাম পীরাবাড়ি। কোন মুসলিম ধর্ম প্রচারক পীর আউলিয়া এখানে আস্তানা ফেলে ধর্ম প্রচার করেন বলে নাম হয়ে যায় পীরবাড়ি, অপভ্রংশ হয়ে পীড়াবাড়ি হয়ে যায়। ফজল গাজীর পরগণা পরবর্তীতে জয়দেব রায় নিজ নামানুসারে রাখেন জয়দেবপুর। মহকুমায় রূপান্তরিত হলে মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নাম রাখেন গাজীপুর।

কাসিমপুর এটি গাজীপুর সদর থানার কাসিমপুর ইউনিয়ন। তুরাগ নদীর তীরে এর অবস্থান। ফজল গাজীর উত্তর পুরুষ কাসিম চৌড়া থেকে এখানে বসবাস করেন। পরবর্তীতে

তাঁর নামেই নামকরণ করা হয় কাসিমপুর। গাজীদের অবর্তমানে ভাওয়াল জমিদারের আওতায় চলে যায়। ১৭৭৩ সালে বাবু গৌর প্রসাদ রায় চৌধুরী জমিদারীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটান। ভাওয়াল জমিদারীর কিছু অংশের মালিকানা তারা পান এবং ভাওয়াল সন্যাসীকে ভাওয়াল রাজার আসনে বসানোর সমস্ত মামলায় তারা সাহায্য করেন।

টঙ্গী বৃটিশ আমলে রেলওয়ে জংশনের সুবাদে টঙ্গীর পরিচিতি বাড়ে। ইসলাম প্রচারক সাটংগী এখান থেকে প্রচার চালানোর সময়ই নাম হয় সাটংগী শহর। কালক্রমে টঙ্গী শহর। মূলত বাংলাদেশের একমাত্র পরিকল্পিত শিল্প নগরী হিসেবে ডি-আই-টির তত্ত্বাবধানে ১৯৬০ সালের পরই আধুনিক টঙ্গী শহর গড়ে উঠে। সমৃদ্ধশালীও হয়। এর আয়তন প্রায় ১০ বর্গ মাইল। উত্তরে বাস্তুহারা জমিদার বাড়ী হতে দক্ষিণে কহরদরিয়া, পূর্বে পাগাড় হতে পশ্চিমে তুরাগ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর হতে এখানে প্রতি বৎসর তাবলিগ জামাতের বিশ্ব এজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। হজ্জের পরই মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমাবেশ এর নগরী টংগী।[২৮]

চৌড়া কালীগঞ্জ থানায় অবস্থিত একটি গ্রাম ভাওয়ালে ইসলাম ধর্মের প্রচারক শাহ্ কারফরমা এই গ্রামেই আস্তানা ফেলেন। পরে ভাওয়ালের গাজী বংশীয় শাসকেরা চৌড়াকে ভাওয়ালের রাজধানী করে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এখানে মাটির নীচে চাপা পড়া ধ্বংসাবশেষ ছাড়াও একটি বিশাল প্রাচীন (গাজীদের কর্তৃক খননকৃত) দীঘি রয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রাচীন মসজিদ রয়েছে দীঘির পাড়ে।[২৯]

ন্যাশনাল পার্ক গাজীপুর সদর থেকে মাত্র আট কিলোমিটার দূরে দু'হাজার দু'শত ষাট হেক্টর বিস্তৃত এলাকার গজারী বন নিয়ে তৈরী হয়েছে দেশের সর্ব বৃহত্তম ভ্রমণ কেন্দ্র ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭৩ সালে উদ্যানটি প্রতিষ্ঠিত হলেও অগণিত ভ্রমণকারীর দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এর উপর। তৎসঙ্গে বিদেশী পর্যটকদেরও প্রলুব্ধ করে এক নৈসর্গিক সৌন্দর্যের আকর্ষণ।

---

[২৮] মো. ফরিদ আহমেদ, *ভাওয়ালের ইতিহাস*, পৃ. ১২৩।

[২৯] শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১০০।

পর্যটক ও ভ্রমণকারীদের মনোরঞ্জন ও বিনোদনের জন্য উদ্যানের মধ্যে কৃত্তিম খাল খনন করে স্পিড বোট দিয়ে স্বজ্জিত করা হয়েছে। আর উদ্যানের বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে তৈরী হয়েছে হাওয়াই চেয়ার, রেস্ট হাউজ, ফুল বাগান, প্লাজার টাওয়ার ও কটেজ। ছোট কটেজগুলোর সুন্দর সুন্দর নামকরণ যেমনঃ অবসর, বিনোদন, অবকাশ, আনন্দ, শিমুল, কেয়া, শান্তি, কদম, কাঞ্চন, পলাশ, মহুয়া, শাপলা, সোনালী ও মালঞ্চ ভ্রমণকারীদের মনে পুলক শিহরণ জাগায়।

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের এ অংশে ছিল শিকার ভূমি। মুঘল সুবেদার ইসলাম খাঁন এ বনে শিকার খেলতেন। জানা যায় শিকারের সময় এ স্থানেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। সুবেদার শাহ সুজা, যুবরাজ আজিমুশ্‌শান ও সুবেদার মুর্শিদ কুলির মতন দুঃসাহসী বীরদের শিকার ভূমি, ব্যাঘ্র, হস্তী ও স্বাপদ সংকুল গভীর বনভূমি আজ আধুনিকতার স্পর্শে পরিণত হয়েছে এক বিনোদন কেন্দ্রে।[৩০]

৩.৭ প্রাচীন মসজিদ মন্দির ও ইমারতসমূহ

প্রাচীন মসজিদের কথা উল্লেখ করতে গেলেই মনে পড়ে পীর আওলিয়ার কথা যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠেছিল মসজিদ, দীঘি ও জনকল্যাণে নির্মিত রাস্তা। তাঁরা কেউ জীবিত না থাকলেও তাদের কৃতকর্ম কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে এসেছিলেন সুফী সাধক শাহ কারফরমা, শাহ আলী, সাটঙ্গী, মাওলানা কেরামত আলী ও হযরত শাহ্ জালালের সমসাময়িক বলে কারো কারো নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাওয়ালের প্রতিটি এলাকায় ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এ সব উলামা মাশায়েখ।

৩.৭.১ শাহ্ কারফরমা

শাহ্ কারফরমা উপাখানের সূত্রে জানা যাই যে, একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন বংশের শাসনামলেই সুফী সাধক শাহ কারফরমা এসেছিলেন অরণ্য আদিম এই ভূ-খণ্ডে ইসলামের বাণী নিয়ে। শিক্ষার আলো বঞ্চিত নির্যাতিত মানুষের জন্য তাদের জীবনের ধর্মের কল্যাণ সিদ্ধ

---

[৩০] তদেব, পৃ. ১০০।

প্রসন্নতাকে স্থায়ী করে তুলতে তাঁর চেষ্টার শেষ ছিল না। বর্তমান কালিগঞ্জ থানার চৌড়া গ্রামটি তিনি স্বীয় আবাসের জন্য পছন্দ করেছিলেন। চেদী রাজ্যগুলোতে তিনিই ইসলামের বাণী প্রচার করতে থাকেন। কেহ কেহ মনে করেন তিনিই ভাওয়াল গাজী বংশের পূর্বপুরুষ।

এই সুফী সাধক শাহ্ কারফরমা স্থল পথে না এসে নৌপথে ভাওয়ালে প্রবেশ করেন। মেঘনা হয়ে ধলেশ্বরী, বুড়িগংগা পেরিয়ে শীতলক্ষ্যা দিয়ে কালিগঞ্জের চেদী রাজ্যে উপস্থিত হন। লক্ষ্যার নিকটবর্তী চৌড়া গ্রামটিকে বেছে নেন আস্তানা হিসেবে। এখান থেকেই তিনি কালিগঞ্জ তুমুলিয়া, নাগরী, পুবাইলের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। শীতলক্ষ্যার পূর্ব তীরের ঘোড়াশাল পলাশ এলাকাতেও তিনি ইসলামের বাণী পৌঁছে দেন। তিনিই চৌড়াতে মসজিদ নির্মাণ ও মুসলমানদের পানি সমস্যা সমাধানে দীঘি খনন করেন।

৩.৭.২ শাহ্ আলী

শাহ্ আলী হযরত শাহ্ জালালের সমসাময়িক ছিলেন এই শাহ্ আলী। তিনি শীতলক্ষ্যার পথ ধরে এগিয়ে গেলেন আরও উত্তরে শাল অরণ্যে ঘেরা কাপাসিয়াতে। খুঁজতে লাগলেন কোথায় ফেলা যায় আস্তানা যেখান থেকে অনায়াসে ইসলামের বাণী প্রচার করা যাবে। খোঁজতে খোঁজতে পেয়েও গেলেন সেই ঠিকানা কাপাসিয়া থানার অদূরে শীতলক্ষ্যার তীরে দরদরিয়া গ্রাম যা টোকের প্রবেশ পথ বলে পরিচিত। এখানে বসেই তিনি কাপাসিয়া মনোহর্দী (বর্তমান নরসিংদী জেলা) পাকুন্দিয়া, হোসেনপুর (বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলা) শ্রীপুরে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। টোক দুর্গের নিকটেই প্রাচীন আমলের মসজিদ ও বিভিন্ন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।

৩.৭.৩ সাটংগী

সাটংগী তিনিও নৌপথেই ভাওয়ালে এসেছিলেন। কথিত আছে, হযরত শাহ জালালের সমসাময়িক ছিলেন তিনি। হযরত শাহ জালালের নির্দেশেই নাকি সাটংগী বর্তমান টংগীতে ইসলাম প্রচারের জন্য আস্তানা ফেলেন। তখনকার প্রমত্তা তুরাগ নদীর তীরে যে স্থানে তিনি বসবাস ও ইসলাম প্রচারের জন্য বেছে নেন কালক্রমে তারই নামানুসারে স্থানটির নামকরণ হয় টংগী। তিনি টংগী, জয়দেবপুর, পুবাইলের উত্তর ও পশ্চিমাংশ রূপগঞ্জ থানার উত্তর পশ্চিমাংশ

(প্রাচীন ভাওয়ালের দক্ষিণাংশ) উত্তর খান ইউনিয়ন (বর্তমানে ঢাকা জেলাতে) ও তুরাগের পশ্চিমে হরিরামপুর এলাকায় ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর প্রচারে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও অস্পৃশ্য লোকেরা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। ধর্মান্তরের জন্য তাদেরকে আর হিন্দুদের কোন জলীয় উৎস থেকে জল নিতে দেয়া হত না। ফলে ধর্ম প্রচারকরা ইসলামের প্রসারে নব দীক্ষিত মুসলামানদের জলীয় কষ্ট লাঘবের জন্য বড় দীঘি বা পুকুর খনন করতেন।

এ সকল দৃষ্টান্ত থেকে মনে হয় টংগীর উত্তরে হায়দরাবাদ ও রাহাপাড়ার প্রকাণ্ড দীঘি দুটি সাটংগী আউলিয়ার সময়ের। এখানকার ফাযিল মাদরাসা বড় মসজিদ ও বিরাট দীঘি আজও কালের নিরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

৩.৭.৪ মাওলানা কেরামত আলী

মাওলানা কেরামত আলী উত্তর ভারতের অধিবাসী ছিলেন কেরামত আলী। বহুদিন কালিগঞ্জে অবস্থান করে সমস্ত ভাওয়ালেই ইসলামের বাণী পৌঁছে দেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ভাওয়ালের বিভিন্ন অংশে মসজিদ ও মাদ্‌রাসা গড়ে উঠে। ইসলামী আদর্শ ও জ্ঞান বিস্তারে এই প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য।[৩১]

গাজীগণের সুদীর্ঘ শাসনামলে এবং হিন্দু সামন্ত শাসনামলে ভাওয়ালের হিন্দু-মুসলমান এবং খ্রিস্টানগণ সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করছে। এখানে মুসলিমগণের সংখ্যাধিক্য থাকলেও বর্ণ ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে বৃহত্তর ঢাকা জেলার সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে ৫৬.৫% ছিল মুসলিম এবং হিন্দুগণ ছিল প্রায় কাছাকাছি, ভাওয়ালের হিসাব ও ছিল তাই। ১৮৭২ ও ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে হিন্দুগণের তুলনায় মুসলিম জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৭-৪৮ সালে ও ৫০ এর দশকে এখানকার শিক্ষিত অবস্থাপন্ন ও প্রধানত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ ব্যাপক হারে দেশত্যাগ করে পশ্চিম বাংলা, কলকাতা, পার্বত্য ত্রিপুরা ও আসামে চলে যান। বর্ণ হিন্দুগণ আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশী

---

[৩১] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পৃ. ৩০০।

অগ্রসর ছিলেন। তাদের দেশ ত্যাগের ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চদপদ ভাওয়াল পরগণাটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পশ্চিম বাংলা, আসাম ও বিহার হতে (স্বল্প সংখ্যক) একই অভিজ্ঞতা নিয়ে আগত কিছু মুসলিম এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তবে তারা সেই শূন্যতা সফলভাবে পূরণ করতে পারেনি।

বর্তমান গাজীপুর জেলাতে ব্রাহ্মণ এবং বর্ণ হিন্দুর সংখ্যা খুবই কম। এখানে ৫৫টি মন্দির রয়েছে। প্রধানত নিম্নশ্রেণীর যে হিন্দুগণ রয়েছে তারা ১২শ শতকের বাংলার রাজা বল্লাল সেন কর্তৃক পেশাভিত্তিকভাবে সৃষ্ট জাতিভেদের বন্ধন দ্বারা ক্লিষ্ট, কিন্তু স্বর্ণকার, কর্মকার, বয়ন শিল্পী, মিষ্টি তৈরী কারক, সূত্রধর, কুমার, জেলে, মাঝি ইত্যাদি মূল্যবান পেশাদার শ্রেণী রয়েছে। বর্তমানে গাজীপুর তথা ভাওয়াল পরগণায় বর্ণ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুর সংখ্যা ১,০১,৪৬৭ জন। এরা সকলেই সম্প্রীতির সাথে বাস করছে।[৩২]

ভাওয়াল রাজা জয়দেব নারায়ণের পুত্র কালি নারায়ণ রায় নিজ নামে কালিবাড়ী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কালিবাড়ী মন্দিরের পাশেই শিববাড়ী তৈরী করে সেখানে শিব লিঙ্গ স্থাপন করেন। কালি নারায়ণই এই বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি জয়দেবপুরের বিশাল রাজবাড়ী নির্মাণ করেন এবং বৃটিশ সরকারের নিকট থেকে বংশানুক্রমিক রাজা উপাধি লাভ করেন।[৩৩]

ভাওয়াল পরগণায় অনেক পূর্ব থেকেই খৃষ্টানগণও বাস করতেন। খৃষ্টানগণের অধিকাংশই রোমান ক্যাথলিক। সকলেই ঢাকা শহরের কাকরাইলের ক্যাথলিক ক্যাথিড্রাল গির্জার অধীন। প্রথম খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করেন পর্তুগীজ পাদ্রীগণ। এরাই সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমোদনক্রমে গির্জাটি স্থাপন করেন। ভাওয়াল এলাকায় সর্বপ্রথম গির্জা স্থাপন করেন ১৭শ খৃষ্টাব্দে পুবাইল রেল-স্টেশনের সামান্য দক্ষিণে নাগরী গ্রামে। এখানে কয়েকটি গ্রামে তারা একচ্ছত্রভাবে বাস করছে। এখানে গির্জা, পৃথক স্কুল, চিকিৎসালয় বিদ্যমান। খৃষ্টানগণও মুসলমানদের সাথে সম্প্রীতির সাথে বাস করছে।[৩৪]

---

[৩২] *তদেব।*

[৩৩] শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ৭৫।

[৩৪] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পৃ. ৩০০।

স্থানসমূহ গাজীপুর প্রাচীনকাল থেকে উচুঁ ভূমির হওয়ার কারণে অতিবৃষ্টি ও বন্যা এখানকার জনজীবনে তেমন কোন ক্ষতি করতে পারেনা। উঁচু ভূমি ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী হওয়ার কারণে পূর্ব থেকেই এখানে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন স্থাপনা। এখানে রয়েছে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাধর্মী স্থাপত্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কেন্দ্রীয় সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, বীজ অনুমোদন সংস্থা, এশিয়ার সর্ববৃহৎ মেশিন টুলস ফেক্টরী, ডিজেল প্ল্যান্ট, সমরাস্ত্র কারখানা, সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস (টাকশাল) সহ বহু কল-কারখানা। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সুরম্য ইমারতসমূহ গাজীপুরের সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে।[৩৫]

৩.৮ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

গাজীপুর জেলাবাসীর সংগ্রামী চেতনার ইতিহাস আবহমান কালের। যুগে যুগে এসব সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের পরিচিতি তুলে ধরা হল:

৩.৮.১ আব্দুল হেকিম মাষ্টার

আব্দুল হেকিম মাষ্টার বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বর্তমান গাজীপুর জেলার টঙ্গী শহরের নিকটবর্তী মুদাফা গ্রামে আব্দুল হাকিম জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাজী ওমর আলী ছিলেন শিক্ষিত ও সৎচরিত্রবান একজন .দয়ালু ব্যক্তি। চল্লিশের দশকে মরহুম হেকিম গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ১৯৪৮ সালে টঙ্গী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি শুরু থেকে আওয়ামী লীগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং ১৯৬৯ সালে বৃহত্তর ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭০ এর নির্বাচনে জয়দেবপুর নির্বাচনী এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের পক্ষে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। টঙ্গী অঞ্চলে তাঁর অসংখ্য ছাত্র ও ভক্ত রয়েছে যারা বর্তমান জাতীয় পর্যায়ে দেশের রাজনৈতিক অংগন আলোকিত করে রেখেছেন। এই কীর্ত্তিমান শিক্ষাবিদ এ শতাব্দীর আশির দশকে পরলোক গমন করেন।[৩৬]

---

[৩৫] মো. ফরিদ আহমেদ, *ভাওয়ালের ইতিহাস*, পৃ. ১২৬।

[৩৬] শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১০৩।

৩.৮.২ কাজী মোজাম্মেল হক

কাজী মোজাম্মেল হক বর্তমান গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানার গাজীপুরা গ্রাম ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কাজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। সাংস্কৃতিক পরিষদ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন তিনি ছাত্র থাকাকালে ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার ট্রেনিং কোরের ইউ. ও টি.'র ক্যাডেটদের মধ্যে ক্যাডেট এডজুটেন্ট এর দায়িত্ব পালন করেন। জাতীয় শ্রমিকলীগের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি কেন্দ্রীয় সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি শ্রমিক লীগের টঙ্গীর আঞ্চলিক শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে ১৯৬৮ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। জাতীয় শ্রমিক লীগের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, সাংগঠনিক সম্পাদক, সিনিয়র সহ-সভাপতি ও পরে সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৮০ পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল ছিলেন। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি অনেক শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দু'সন্তানের জনক।[৩৭]

৩.৮.৩ হাসান উদ্দিন সরকার

হাসান উদ্দিন সরকার ১৯৪৮ সালে টঙ্গীর মাছিমপুরের বিখ্যাত সরকার পরিবারে হাসান উদ্দিন জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আলহাজ্জ কফিল উদ্দিন সরকার ছিলেন একজন শিক্ষানুরাগী নিবেদিত প্রাণ সমাজকর্মী এবং মাতা আলহাজ্জ মোসাম্মৎ নুরজাহান বেগম ছিলেন অত্যন্ত দানশীলা ধর্মপ্রাণ মহিলা। ৪ ভাই ও ৫ বোনের মধ্যে হাসান দ্বিতীয়। তাঁর পিতামহ মরহুম নিজাম উদ্দিন সরকার বৃটিশ আমলে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োজিত থেকে সমাজ সেবার স্বাক্ষর রাখেন এবং পরবর্তীকালে তার চাচা সফি উদ্দিন সরকার ১০ বছর ধরে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এদিক থেকে হাসান উদ্দিনের নেতৃত্ব বংশগত উত্তরাধিকার বলা যেতে পারে। জনাব হাসান ১৯৬৪ সালে তেজগাঁও পলিটেকনিক স্কুল থেকে এস.এস.সি. পাস করেন এবং ১৯৬৮ সালে ঢাকা কায়েদে আজম কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরবর্তী সময় তিনি এম.এ. পাস করেন।

---

[৩৭] তদেব, পৃ. ১০৪।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পদ লাভ করেন এবং বাংলাদেশ শ্রমিক লীগের আঞ্চলিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭৪ সালে টঙ্গী পৌরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শেখ মুজিবর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর তিন দফায় তিনি দীর্ঘ আট মাস কারাবরণ করেন। ১৯৭৭ সালে পৌরসভার নির্বাচনে দ্বিতীয়বার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৮৫ সালে ও ১৯৮৮ সালে জাতীয় পার্টির পক্ষে পর পর দুবার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৯ সালে গাজীপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি বিভিন্ন সময় জরুরী রাষ্ট্রীয় কাজে বিশ্বের অনেক দেশ সফর করেন। তিনি অনেক স্কুল, কলেজ, মসজিদ মাদ্‌রাসা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৮]

৩.৮.৪ আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক

আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক ১৯৪৬ সালে গাজীপুর পৌর এলাকায় দাখিন খান গ্রামে মোজাম্মেল হক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ডাক্তার আনোয়ার আলী ছিলেন পেশায় একজন সুচিকিৎসক। জনাব হক ছাত্র জীবনে আন্দোলনে জড়িয়ে রাজনৈতিক সচেতন হয়ে উঠেন। ১৯৬২ সালে কুখ্যাত হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন, ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলন ও ১৯৬৯ সালে ১১ দফা আন্দোলনে ছাত্র সমাজের নেতৃত্ব দেন। ১৯৭৮ সাল থেকে গাজীপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর হতে তিনি জয়দেবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। পৌরসভা গঠনের পূর্ব পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন। তিনি গাজীপুর পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান। অদ্যবধি তিনি দায়িত্ব পালনরত আছেন।[৩৯]

৩.৮.৫ তাজ উদ্দীন আহমেদ

তাজ উদ্দীন আহমেদ আধুনিক গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানার দুরদুরিয়া (দরদরিয়া) গ্রামে ১৯২৫ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র জীবনেই তিনি মেধা ও ধীশক্তির পরিচয় দিয়ে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান এবং ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রী গ্রহণ করার পর

---

[৩৮] তদেব, পৃ. ১০৩।

[৩৯] তদেব, পৃ. ১১০।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে অংশগ্রহণের ফলে উক্ত বছর অনুষ্ঠিত এম. এ. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি। পরবর্তী সময় তিনি কারাবাস থেকে পরীক্ষা দিয়ে আইন শাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন। যে কজন বাঙ্গালী কৃতি ছাত্র তৎকালে দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবিকার পাশাপাশি রাজনীতির সংঙ্গে জড়িত ছিলেন মরহুম তাজ উদ্দিন ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী স্বাধীনচেতা এই সিংহপুরুষ বঙ্গবন্ধুর আদর্শে ছিলেন বিশ্বাসী। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন ৫৮ এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন ও ঊনসত্তরের গণআন্দোলন পর্যন্ত তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সকল কর্মকাণ্ডের সহচর। পাকিস্তানী শাসকচক্র শেখ মুজিবর রহমানের চেয়ে তাজ উদ্দিনকে বেশী ভয় করতেন। কারণ তাদের একটা ধারণা ছিল যে, বঙ্গবন্ধুর সকল কাজে তাজ উদ্দিনের সুক্ষ্ম পরামর্শ কাজ করত। তিনি ভাওয়াল পরগণার তাজ হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হয়ে পাকিস্তানী কারাবাসে থাকাকালীন তাজ উদ্দিনই প্রথম বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্ব প্রদান করেন। সেদিক থেকে বিচার করলে তিনিই বাংলাদেশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর পরই তাজউদ্দিন আহমেদের নাম একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসারের হাতে শাহাদাত বরণ করেন।[৪০]

৩.৮.৬ শামসুল হক

শামসুল হক গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানার মধ্য পাড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত ঠেংগার বান্দ গ্রামের এক সভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ১৯২৭ সালে পহেলা মার্চ জন্ম গ্রহণ করেন। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৫২-৫৩ সালে তিনি ঢাকার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ভিপি নির্বাচিত হন। মাতৃভাষা আন্দোলনেও তিনি ওতপ্রোতোভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এম. এ পাস করেন এবং ১৯৫৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামীলীগে যোগদান করেন। আওয়ামীলীগে যোগদানের পর থেকেই ১৯৭২ সাল পযর্ন্ত দীর্ঘ সময় ঢাকা জেলার আওয়ামীলীগের সভাপতি পদ অলংকৃত করেন। ১৯৫৪ সালে

---

[৪০] তদেব, পৃ. ১২৭-২৮।

যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকেই নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকেই নির্বাচন করে এম.পি নির্বাচন হন। দেশ স্বাধীনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আওয়ামীলীগের প্রতিটি আন্দোলনের সক্রিয় অংশ গ্রহন করেন। তৎকালে যে সব রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়েছেন সামসুল হক তাদের মধ্যে অন্যতম। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৭৩ মার্চ পর্যন্ত তিনি স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে কুটনৈতিক মিশনে দায়িত্ব পালন করেন পরর্বতীকালে ১৯৮৪ সালের মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত তিনি তথ্য মন্ত্রীর পথ অলংকৃত করেন। তিন তাঁর নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনায় গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর পিতা মরহুম হাজী ওসমান আলী মধ্য পাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকা কালীন সময়ে দক্ষতার সাথে ইউনিয়ন বোর্ড পরিচালনা করেন। দীর্ঘ সময় দেশ গড়ার আন্দোলনে নিয়োজিত থেকে ১৯৯৮ সালের ১৬ জুন মৃত্যুবরণ করেন।[৪১]

৩.৮.৭ এডভোকেট মোহাম্মদ রহমত আলী

মোহাম্মদ রহমত আলী গাজীপুর জেলার শ্রীপুর গ্রামে ১৯৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আছর আলি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান সমাজকর্মী ও আদর্শ চরিত্রের লোক। রহমত আলী ১৯৬২ সালে কাটাজোড়া হাইস্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন এবং একই বছর তিনি ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন এবং অত্র বিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের শাখা গঠন করেন। তিনি ঢাকা মহানগর ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

জনাব রহমত আলী ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়ে ভারত গমন করেন এবং সেখানে বাংলাদেশ সার্ভিস কোরের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালে তিনি পূর্ব জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে আফ্রো-এশিয়ার সলিডারিটি কনফারেন্সে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি বাংলাদেশ

---

[৪১] তদের, ১২৮।

আওয়ামী লীগের কৃষি সম্পাদক এবং বাংলাদেশ কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং একই বছর তিনি বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটির প্রতিনিধি হিসেবে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভোগ্য পণ্য সমবায় সম্মেলনে অংশ নেন।

পরবর্তী সময় বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ পদে ও বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান পদেও দায়িত্ব পালন করেন। রাজনৈতিক কারণে তিনি বিভিন্ন সময় কারা নির্যাতনের শিকার হন। সাম্প্রতিককালে তিনি গাজীপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং বাংলাদেশ কৃষক লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কালিয়াকৈর-শ্রীপুর আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বর্তমান পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল আছেন।[৪২]

৩.৮.৮ মরহুম হাবিব উল্লাহ

মরহুম হাবিব উল্লাহ গাজীপুর সদর থানার অন্তর্গত কাউলতিয়ায় ১৯৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬২ সালে বি.এ পাস করেন। ১৯৬৬ সালে ঢাকা সদর উত্তর মহাকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তীতে দেশ স্বাধীনতার পর ভাওয়াল গড় (গাজীপুর) জেলা আওয়ামী লীগ এর সাধারণ সম্পাদক হন। ৬৯ এর গণআন্দোলন, ৭০ এর নির্বাচনে ও ৭১ এর মুক্তি যুদ্ধে বলিষ্ঠ নেতৃত্বদান করেন। বেশ কিছু সময় ভাওয়াল মির্জাপুর হাজী জমির উদ্দিন এবং রাণী বিলাস মনি উচ্চ বিদ্যালয়ে নিষ্ঠার সাথে শিক্ষকতা করেন। ১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন, ১৯৮০ সালে জেলা বি.এন.পি. এর সভাপতি ছিলেন। ১৯৮৫ সালে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে পরে জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৮৬ সালের ২৩শে জুন মারা যান।[৪৩]

৩.৮.৯ ময়েজ উদ্দিন

ময়েজ উদ্দিন ভাওয়ালের অন্যতম অকুতোভয় রাজনৈতিক নেতা ও সংগঠক ছিলেন ময়েজ উদ্দিন। ১৯৩৩ সালে ১লা মার্চ তিনি গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানাধীন বড়হরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

---

[৪২] *তদেব*, পৃ. ১৩০।

[৪৩] মো. ফরিদ আহমেদ, *ভাওয়ালের ইতিহাস*, পৃ. ১২৬।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ. ডিগ্রী লাভের পর ১৯৫৫ সালে এল.এল.বি. পাশ করেন। প্রথম দিকে ঢাকা বারে আইন ব্যবসা শুরু করেন। পরবর্তীতে ঢাকা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে বিশিষ্ট আইনজীবি হিসেবে আইন ব্যবসা চালিয়ে যান। সি.এস.পি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও সরকারি চাকুরীতে যোগদান না করে সমাজ সেবাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিয়ে দেশের মানুষের কথা বলতে শুরু করেন।

১৯৭০ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭০ ও ১৯৭৭ সালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ঢাকা সদর উত্তর (তখন ভাওয়াল গড় জেলা) আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে একই পদে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ছিলেন। ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কালিগঞ্জ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। পাশাপাশি তিনি সমাজ সেবক ও সংগঠক হিসেবে ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির মহা-সচিবের দায়িত্বও তিনি পালন করেন। ১৯৮৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর সামরিক ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী হরতাল পালনকালীন মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার সময় কালিগঞ্জে সরকারি সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে প্রাণ হারান।[৪৪]

৩.৮.১০মো. আফজাল হোসেন বীর উত্তম

ভাওয়ালের অকুতোভয় বীর সন্তান মো: আফজাল হোসেন বীর উত্তম। তিনি গাজীপুর সদর থানাধীন ভাড়ারুল গ্রামে ১লা জুলাই ১৯৩৯ ইং তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন পিতা সুবেদার মো: জমিরুদ্দিন ছিলেন সামারিক বাহিনীর একজন দক্ষ সুবেদার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ শেষে অবসর গ্রহণ করেন। আফজাল হোসেনের প্রাথমিক শিক্ষা ধীরাশ্রম প্রাইমারী স্কুল হতে শুরু হয়। বাল্যকাল থেকেই আফজাল ছিলেন সৎ, ধর্মপ্রাণ এবং সাহসী। প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের পর জয়দেবপুর রাণী বিলাস মণি হাই স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৫৬ সালে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক পাস করেন।

১৯৫৭ ইং সালের মার্চে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে ভর্তি হয়ে করাচী চলে যান। করাচী পলিটেকনিক হবে তিন বৎসরে ডিপ্লোমা পাস করে ইঞ্জিনিয়ার কোড়ে অফিসার হিসেবে

---

[৪৪] তদেব।

পাক নৌবাহিনীতে যোগদেন ও নৌবাহিনীর বিভিন্ন যুদ্ধ জাহাজে সেবা দান ।করেন। ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নেন।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সপরিবারে ২ মাসের ছুটিতে গ্রামের বাড়ী ভাড়ারুল আসেন। মার্চ মাসে হানাদার বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হযে যায়। এপ্রিল মাসে তিনি পালিয়ে ভারত চলে যান এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে ভারত সরকারের সরাসরি যুদ্ধ জাহাজ "পলাশে" যোগ দিয়ে সমুদ্রের বিভিন্ন সেক্টরে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করেন। স্বাধীনতার তিনদিন পূর্বে তিনি ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে রুপসা নদী বেয়ে যুদ্ধ জাহাজ "পলাশ" নিয়ে খুলনা শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সকাল ৮ ঘটিকার সময় পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বিমান বহর বোমা বর্ষণ করে। জাহাজটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। বহু সেনা মারা যায়। তিনিও দুই দিন নদীতে ভাসতে থাকেন পরে নদীতে ভাসমান অবস্থায় থাকাকালে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ ইং তারিখে ভারতের একটি হেলিকপ্টার এই মহান বীরকে উদ্ধার করে কলকাতায় নিয়ে যায়। কলকাতায় দীর্ঘ চার মাস চিকিৎসার পর সামান্য সুস্থ হন। বোমার আঘাতে বাম চক্ষুটি চিরদিনের জন্য হারাতে হয়। পরে একটি পাথরের চক্ষু লাগানো হয়। শুধু তাই নয়, হারানো বাম চক্ষুর সাথে বাম হাতও চিরদিনের জন্য প্যারালাইজড হয়ে যায়। স্বাধীন বাংলাদেশে এই বীরত্বের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে "বীর উত্তম" উপাধীতে ভূষিত করেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, সমস্ত শরীরে গোলার বিষক্রিয়া থেকেই যায়। যার সংস্পর্শে দীর্ঘদিন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৯১ ইং সনের ২রা মার্চ ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।[৪৫]

৩.৮.১১ মো: নরুল ইসলাম (ভাওয়াল রত্ন)

মো. নরুল ইসলাম (ভাওয়াল রত্ন) ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানার মৈরান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম জোবেদ আলী মাস্টারের পৈতৃক নিবাস ছিল মহশ্বরদী (বর্তমান নরসিংদী জেলায়)। তিনি আজীবন শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি গাছা ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োজিত থেকে সমাজ সেবার স্বাক্ষর রাখেন।

---

[৪৫] তদেব, পৃ. ১৬২-৬২।

জনাব নুরুল ইসলাম শৈশবেই লেখাপড়ায় মেধার পরিচয় দিয়ে প্রথম গ্রেডে প্রাথমিক বৃত্তি লাভ করেন এবং ১৯৫১ সালে জয়দেবপুর রাণী বিলাসমণি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৬ তে তিনি ঢাকা কলেজ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ পাশ করেন। পরবর্তীকালে তিনি বি.এড পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে ২য় স্থান ও এম.এ (শিক্ষা) প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রাণী বিলাসমণি উচ্চ বিদ্যালয়ে সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়ে ১৯৬৯ খিষ্টাব্দে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি উক্ত স্কুলের প্রধন শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর দীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে তিনি পরম নিষ্ঠা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে শত শত ছাত্র গড়ে তোলেন, অনেক প্রতিষ্ঠিত সরকারি চাকুরিজীবি, সংবাদিক, লেখক, সাহিত্যিক, আইনজীবি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য পেশার লোক রয়েছে তার ছাত্রদের মধ্যে। সূর্যের মত প্রদীপ্ত এই জ্ঞানী পুরুষকে বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৮ ও ১৯৯১ খিষ্টাব্দে দু'দুবার দেশের শেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করেন এবং তাঁর পরিচালনাধীন রাণী বিলাস মণি উচ্চ বিদ্যালয়ে উল্লেখিত দু'বছর দেশের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করে পুরস্কৃত করেন। গাজীপুর বাসীর পক্ষ থেকে ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে এক প্রাণ ঢালা সংবর্ধণা দেয়া হয় এবং উক্ত অনুষ্ঠানে তাঁকে স্বর্ণ পদক সহ "ভাওয়াল রত্ন" খেতাবে ভূষিত করা হয়।

জেলার সর্বস্তরের সাংস্কৃতিক অংগনে রয়েছে তাঁর অনন্য অবদান। বাংলা ভাষার রত্ন ভাণ্ডারে রয়েছে তাঁর অবাধ বিচরণ। সাহিত্যেক অংগনে, গদ্যে এবং পদ্যে তিনি দু'ধারী শানিত কৃপান। বাগ্মিতায়ও তার সুনাম বহুদূরে বিস্তৃত। দীর্ঘকাল ধরে তিনি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সহ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি জেলা পর্যায়ে অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংগে সক্রিয় ভাবে জড়িত রয়েছেন। তিনি দীর্ঘ একযুগ ধরে জেলা রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ শে মার্চ জয়দেবপুর সশস্ত্র সংঘর্ষে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং সর্বদলীয় আহবায়ক কমিটির সদস্য ছিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তিনি ভারত গমন করেন। দেশে শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি ইংরেজি ও বাংলায় অনেক পাঠ্য পুস্তক ও প্রণয় করেন।[৪৬]

৩.৮.১২মো. কফিল উদ্দিন

মো. কফিল উদ্দিন গাজীপুর জেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের পাইনশাইল গ্রামে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে জনাব কফিল উদ্দিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৪ সালে গাজীপুরের রাণী বিলাসমণি হাই স্কুল হতে ম্যাট্রিক পাস করেন। পরবর্তীতে, তিনি ঢাকার সলিমুল্লা কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯৬১ সালে ঢাকার সরকারী শারীরিক শিক্ষা কলেজ থেকে শারীরিক শিক্ষার উপর সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেন। জনাব কফিল উদ্দিন স্কাউট আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ভাওয়াল মির্জাপুর হাজী জমির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। এজন্য তিনি কফিল উদ্দিন মাস্টার নামেই পরিচিত। গাজীপুরের ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তিনি একজন নিষ্ঠাবান সমাজকর্মী ও উদ্যোগী ব্যক্তি ছিলেন। এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনায় তাঁর নেতৃস্থানীয় ভূমিকা সকল মহলে প্রশংসিত। তৎকালীন সময়ে তাঁর উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে গাজীপুর জেলার সমবায় আন্দোলন বিশেষ গতিময়তা লাভ করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর পিতা মরহুম মোসলেম উদ্দিন সরকার ১৯৩০ সালে মির্জাপুর ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময়ে দক্ষতার সাথে ইউনিয়ন বোর্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গভর্ণমেন্ট অব বেঙ্গল হতে প্রশংসাপত্র পান এবং পিতামহ মরহুম হাজী মাইনুদ্দিন বৃটিশ আমলে দীর্ঘ সময় ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সমাজসেবা করে গেছেন। জনাব কফিল উদ্দিন ১৯৭৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[৪৭] এসব কীর্তিমান ব্যক্তির ছাড়াও গাজীপরে আরো অনেক সমাজ সেবক ও সংগঠক আছেন যাদের সম্পর্কে পরবর্তী গবেষকগণ অনুসন্ধান করবেন।

---

[৪৬] শফিকুল আজগর ও আব্দুর রশীদ, *গাজীপুর জেলার ইতিহাস*, পৃ. ১১১-১২।

[৪৭] *রাণী বিলাসমণি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় বার্ষিকী* '৯৩, পৃ. ৬১।

অধ্যায় ৪
জনগোষ্ঠীর ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

৪.১ সমাজ ও সংস্কৃতির ধারণা

সমাজবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। বিচ্ছিন্ন বা এককভাবে কোন মানুষ বসবাস করতে পারেনা। প্রয়োজনের তাগিদে তাকে অন্যের উপর অবশ্যই নির্ভর করতে হয়। এমনিভাবে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের নির্ভরশীলতা এবং তাদের মধ্যে সমঝোতার মনোভাব নিয়ে পরিবার, গোত্র, বংশ ও সমাজ তথা রাষ্ট্রের জন্ম হয়।[১] সমাজের প্রথম ইউনিট পরিবার। একজন নর ও নারীর বৈধ ও আইনসিদ্ধ মিলনের ফলে যে সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করে তা একটি পরিবার গঠন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ক্রমান্বয়ে পরিবারের সংখ্যাধিক্যের ফলে একজন প্রতিষ্ঠাতা পুরুষকে কেন্দ্র করে গোত্র ও মহল্লার সৃষ্টি হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা সমাজ অবকাঠামোর রূপ পরিগ্রহ করে। মানুষের পারস্পারিক প্রয়োজন পূরণ করতে এবং সম্প্রীতির বাঁধন সুদৃঢ় করতে সমাজের বিদ্যমানতা অনস্বীকার্য। প্রাকঐতিহাসিক যুগের গুহা মানব থেকে শুরু করে ইতিহাস যুগের কাল থেকে কালান্তরে বর্তমান পর্যন্ত সমাজের বির্বতন ঘটেছে। কিন্তু সমাজের ধারণা কোন সময় অবলুপ্ত হয়নি। ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়াগত কারণে সমাজ বিভিন্ন বর্ণ ও রংঙে প্রকাশ পেলেও মূল সূর কিন্তু সমাজ বন্ধনের ক্ষেত্রে অভিন্ন। সমাজ ব্যাবস্থাপনা কমন ফ্যাক্টর থাকা সত্ত্বেও আধুনিককালে স্থান ভেদে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। শহর ও নগর জীবনের সমাজ অবকাঠামোর সাথে গ্রামীণ সমাজের অবকাঠামোগত অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বহুমাত্রিক কর্মব্যস্থতার কারণে নগর ও শহরে বসবাসকারী মানুষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে গড়ে উঠে এবং নিজেদের স্বার্থ-সংরক্ষণের দিকে অধিক দৃষ্টিদান করে। তখন প্রয়োজন পড়ে এমন কিছু সংগঠন গড়ে তোলার যার মাধ্যমে পারস্পারিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পথ হয় সুগম। অপর পক্ষে গ্রামীণ সমাজে মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র ও

---

[১] এ কে এম ইয়াকুব আলী, *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা* (ঢাকা: আধুনা প্রকাশন, নতুন সংস্করণ ২০০৬), পৃ. ২২।

গোষ্ঠী স্বার্থ প্রাধান্য না পাওয়ায় পারস্পারিক আন্তরিকতার পরিবেশ সুষ্ঠ ও স্বাভাবিকভাবে লালিত হয়ে উঠে। একটি বিশেষ অঞ্চল ও জেলা এর ব্যতিক্রম নয়। বর্তমানে যদিও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর সমাজের ব্যবধান অনেকাংশে কমে এসেছে তবুও মূল কতক বিষয়ে পার্থক্য রয়ে গেছে। বর্তমানে সরকারি সংস্থাগুলোর সাথে সাথে বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগ ও কর্ম তৎপরতা মানুষের সমাজ কাঠামোকে একই ধারায় দাঁড় করানোর প্রয়াস পাচ্ছে। শহরে যেমন ক্লাব, চিত্তবিনোদন কেন্দ্র ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্ভব ঘটছে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও এগুলোর বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আলোচ্য গাজীপুর জেলা বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকার সংলগ্ন হওয়ায় আধুনিক জীবনের সমাজ কাঠামোর প্রভাব তার জনজীবনে পড়েছে। সামাজিক সংগঠনগুলো ঢাকায় অনুকৃতিতে গড়ে উঠেছে এবং ক্রমশ তা বৃদ্ধি পেতে চলেছে। সমাজকে উপজীব্য করে সৃষ্টি হয় সংস্কৃতি ও লোকাচার। ইংরেজি কালচারের বাংলা প্রতিশব্দ সংস্কৃতি। মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা ও গুণ আছে তা কর্ষণ ও লালনের ফলে যখন মার্জিত অবস্থায় বিকশিত হয় তখন তাকে সংস্কৃতি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। কালচার বা সংস্কৃতির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে মার্জিত রুচি ও আচরণের প্রশ্ন। তাই সংস্কৃতি বলতে ব্যাপকভাবে মানুষের জীবনযাত্রার ধারা, ধর্ম রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান এবং তার বাঁচার ও জীবিকার প্রয়োজনে ব্যবহারযোগ্য যাবতীয় উপকরণ ও দ্রব্য। এক কথায় জীবনবোধ শব্দ ব্যবহার করে সংস্কৃতির ধারণা স্পষ্ট করা যায়। গ্রাম্য জীবনযাত্রাকে লোক সমাজ এবং শহরের জীবন যাত্রাকে নগর সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই দুই ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি লোক সংস্কৃতি এবং অপরটি নগর সংস্কৃতি। অনেক ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে মিল থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে লোক-সংস্কৃতি ও নগর সংস্কৃতির মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আধুনিককালে চিন্তাধারার বিকাশ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে ক্রমানয়ে লোক সংস্কৃতি ও নগর সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য ক্ষীণ হয়ে আসছে।[২]

---

[২] এ কে এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন, ১৯৯২), পৃ. ১৪০।

বাংলাদেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদের পরিচয় অভিন্ন হলেও ধর্মীয় সত্তায় তারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ে পরিচিত এবং তাদের জীবনবোধের মধ্যেও পার্থক্য অনুধাবন করা যায়। গাজীপুর জেলায় মুসলমান সংখ্যাধিক্য এবং তারা স্বতন্ত্র সংস্কৃতি লালন করে। মুসলমানদের পর হিন্দু জনগোষ্ঠীসহ খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং উপজাতি লোকের বাস এই গাজীপুর জেলায়। এসব ধর্ম ভিত্তিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। মুসলিম সংস্কৃতি আল্লাহর তৌহিদ কেন্দ্রিক হয়ে গড়ে উঠে এবং হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি তাদের ঈশ্বরের প্রার্থনা, দেব দেবীর অর্চনা ও প্রকৃতি পূজাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় গাজীপুরের ধর্ম ভিত্তিক বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নিজ নিজ সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে কোনরূপ ব্যত্যয় করে না। মুসলমানরা প্রতিটি কাজ শুরু করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলে থাকে অপরপক্ষে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর তাদের স্ব স্ব আরাধ্যের নাম নিয়ে কাজ শুরু করে। নতুন ঘরে মুসলমানরা মিলাদ দিয়ে অথবা কুরআনখানি করে প্রবেশ করে, অপর পক্ষে ধানদূর্বা দিয়ে শিব দুর্গার নাম নিয়ে হিন্দুরা নতুন ঘরে প্রবেশ করে। এমনিভাবে অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ও তাদের ধর্মের প্রবর্তকের গুণগানসহ ঘরে প্রবেশের পালা শেষ করে। মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলিতে কুরআন হাদীসের আলোচনা করে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে। কিন্তু হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পূজা অর্চনার দিনগুলিতে নাচ, গান, কৌতুক ও এ জাতীয় চিত্ত-বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করে থাকে। অনুরূপভাবে উপজাতীয় লোকেরা তাদের সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। এছাড়াও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে মেয়েরা ঘরের মেঝেতে, দেয়ালে বা উঠানে রেখা চিত্রের মাধ্যমে আলপনা এঁকে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানদের গৃহেও এরূপ আলপনা দেখা যায়। বিশেষ করে বিয়ে উৎসবে এজাতীয় সাজসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। বিয়ের পূর্বে বর কনের গায়ে হলুদ দেয়ার রীতি গাজীপুরের মুসলমানদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। এতে উভয় পক্ষ প্রচুর খরচ করে থাকে। সন্তানের আকিকা ও পুত্র সন্তানের খাৎনা অতি ধুমধামসহ বিত্তশালী ও সামর্থবান মানুষেরা পালন করে থাকে। বছরে দুই ঈদের দিন মুসলমানদের জন্য নির্মল আনন্দ উৎসব। একটি রমজানের

রোজা শেষে ঈদুল ফেতর এবং অপরটি জুল হজ্জ মাসে ঈদুল আজহা। গাজীপুরের মুসলমানেরা এই দুটি উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে পালন করে থাকে এবং অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে আত্মীয়স্বজন নিয়ে খাওয়া দাওয়া ও পারস্পরিক কুশল বিনিময় করে। প্রতি বছর মহরম মাসের ১০ তারিখ বা আশুরার দিন ধর্মভীরু মুসলমানরা দিনে রোজা এবং রাতে এবাদত করেন। এই দিনে শিয়া মুসলমানরা তাজিয়া তোলে এবং হায় হাসান হায় হুসেন বলে মাতম করে। ঢাকার সংলগ্ন স্থান হওয়ায় শিয়া প্রভাবে কিছু সুন্নী মুসলমানও তাজিয়া তোলে এবং মাতম করে। এই দিনে উন্মুক্ত মাঠে লাঠি খেলা ও বল্লম চালনার উৎসব পালিত হয়।

৪.২ সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক সংগঠন এবং জন জীবনে প্রভাব

সমাজ চেতনা ও ধারণা থেকেই সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। এককভাবে জীবনের চাহিদা মিটানো কারো পক্ষে সম্ভব নয়। পারস্পরিক ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা কোন ভৌগোলিক সীমারেখায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবনের চাহিদা সু-চারুরূপে মিটাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গাজীপুর জেলার জনগোষ্ঠীর জীবন প্রবাহ এই ধারণা থেকে বিমুক্ত নয়। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রয়োজন পূরণ করতে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ পূর্বশর্ত। তাই সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন একে অপরের পরিপুরক। অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে সমাজ জীবনে অচলাবস্থা ও অস্থিরতা বিরাজ করে। তাই সরকারি ও বেসরকারি উভয় অরগান সমাজের কল্যাণে যে সংগঠন গড়ে তোলে তার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজ জীবনের স্থিতিতিশিলতা নিশ্চিত করা। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গাজীপুর জেলার নির্বাচিত আর্থ-সামাজিক সংগঠনের উপর প্রশ্নমালার আলোকে প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে এবং তা থেকে জনজীবনে সেগুলোর প্রভাব চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। নির্বাচিত সংগঠনের উপর আলোচনার পূর্বে অনুধাবনের সুবিধার্থে পাঁচটি উপজেলার সংগঠনের পূর্ণ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল।

টেবিল ৪.১ গাজীপুর সদর উপজেলা

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
১.	বিশ্ব মুসলিম মিশন অলিম্পিয়া মতি মসজিদ, মুন্নুনগর, টঙ্গী, গাজীপুর।	ঢ-০৭৯০	
২.	মাধবপুর অগ্রনী সংসদ গ্রাম:মাধবপুর, পো: বড়ভবানী, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০৮৪৯	
৩.	শহিদ শরাফত সমাজ উন্নয়ন ক্লাব গ্রাম: ধীরাশ্রম, পো: + থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০০১৯	১১-১২-৮৪ ইং
৪.	পশ্চিম ডগরী সেবক সংঘ গ্রাম: পশ্চিম ডগরী পো: মির্জাপুর বাজার থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৫৭	
৫.	পুবাইল রহমানিয়া এতিমখানা গ্রাম: পুবাইল, পো: পুবাইল, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর	ঢ-০৪৮৭	
৬.	ছয়দানা পল্লী উন্নয়ন সমিতি গ্রাম: ছয়দানা, পো: কিবি বাজার, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৭৪৭	২৪-০৯-৮৫ ইং
৭.	আদর্শ সমাজ কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সংঘ গ্রাম: + পো: কাসিমপুর, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৬৮৭	২৯-০৫-০৮৫ ইং
৮.	বাঘিয়া তরুন সংঘ গ্রাম: বাঘিয়া, পো: নীলনগর, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৮৭৬	০৮-০৩-৮৬ইং
৯.	কাসিমপুর পল্লী মঙ্গল সমিতি গ্রাম: + পো: কাসিমপুর, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৬৬২	১৭-৪-৮৫ ইং
১০.	ফুল দিপালী যুবক উন্নয়ন সমিতি গ্রাম: ফুলদী, পো: ভাওয়াল, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-২৩০	
১১.	কাউলতিয়া সূর্যামুখী যুব সংঘ গ্রাম: কউলতিয়া, পো: সালনা, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৫৫৮	১৩-১১-৮৪ ইং
১২.	প্রগতি সংঘ গ্রাম: পোড়াবড়ী, পো: সালনা, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৩৮৫	২২-২-৮৪ ইং
১৩.	কাসিমপুর সমাজ সেবা সমিতি গ্রাম: + পো: কসিমপুর,, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর	ঢ-০১৬৭৩	৫-৫-৮৫ ইং

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
১৪.	বিন্দান ধোপাপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি গ্রাম: ধোপাপাড়া, পো: উলুখোলা, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০৮০১	
১৫.	জনমুক্তি সংসদ গ্রাম: মেঘডুবী, পো: হায়দারাবাদ, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৭৫০	২৪-৯-৮৫ ইং
১৬.	শহিদ মাজেদ স্মৃতি সংঘ গ্রাম: মেঘডুবী, পো: হায়দারাবাদ, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৭৭১	১৫-১০-৮৫ ইং
১৭.	জোলার পাড় নবারুন সংসদ গ্রাম: জোলার পাড়, পো: সালনা, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০৮৭৮	১৬-৯-৮০ ইং
১৮.	ভারারুল রজারিয়া দারুল উলুম এতিমখানা গ্রাম: ভারারুল, পো: + থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০৭৭৭	
১৯.	মদিনাতুল উলুম এতিমখানা গ্রাম: + পো: গাজীপুর সদর, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১১৪৯	১৭-৭-৮২ ইং
২০.	জয়দেবপুর ক্লাব গ্রাম: + পো: গাজীপুর সদর, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৩৯৮	১৪-৩-৮৪ ইং
২১.	জয়দেবপুর দারুল সালাম এতিমখানা গ্রাম: + পো: গাজীপুর সদর, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০০৬৫২	
২২.	অগ্নিবিনা ছাত্র সংঘ গ্রাম: বানিয়ারচালা, পো: ভবানীপুর, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৮৬৭	৯-২-৮৬ ইং
২৩.	তরুন যুব সংঘ গ্রাম: সারদাগঞ্জ, পো: কাশিমপুর, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১২২০	২৮-২-৮৩ ইং
২৪.	উদয়ন যুব সংঘ গ্রাম: বাহাদুরপুর, পো: মির্জাপুর বাজার, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১০৬২	৩-৯-৮১ ইং
২৫.	ভোরা ফরহাদ পল্লী মঙ্গল ক্লাব গ্রাম: ভোরা, পো: জয়দেবপুর, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৮৩৩	২-১-৮৬ ইং
২৬.	মীরের গাঁও যুগ শিখা তরুন সংঘ গ্রাম: মীরের গাঁও, পো: শালনা, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৫৪৬	২৩-১০-৮৪ ইং

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
২৭.	ডেমরা পাড়া ভাই ভাই সংঘ গ্রাম: ডেমরা পাড়া, পো: পুবাইল, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৮২৬	১৫-১২-৮৫ ইং
২৮.	নবরত্ন সমাজ কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সংঘ গ্রাম: ভাদুন, পো: পুবাইল, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৭৪৯	২৪-৯-৮৫ ইং
২৯.	লতিফপুর যুব সংঘ গ্রাম: লতিফপুর, পো: বড় ভবানীপুর, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০৮৭৭	
৩০.	গাছা ইউনিয়ন বেকার যুব সংঘ গ্রাম: ভাদে কলমেশ্বর, পো: কে,বি বাজার, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৫৮৬	১৯-১২-৮৪ ইং
৩১.	সারদাগঞ্জ কাছেমিঞা দারুল উলুম এতিমখানা গ্রাম: সারদাগঞ্জ, পো: সারদাগঞ্জ, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৪৪১	৩-৫-৮৪ ইং
৩২.	হারবাইদ আর রসুল এতিমখানা গ্রাম: + পো: হারবাইদ, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০৪৮৬	২০-১০-৭৬ ইং
৩৩.	মির্জাপুর ক্লাব গ্রাম: + পো: মির্জাপুর, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১২৮০	৪-৭-৮৩ ইং
৩৪.	মিতালী সংঘ ৬/৪ দক্ষিণ ছায়াবিথী, পো: জয়দেবপুর, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১২৯২	২১-৭-৮৩ ইং
৩৫.	বাউরাইদ গোল্ডেন ইয়ং ক্লাব গ্রাম: বাউরাইদ, পো: শালনা, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৩৬৯	১৫-১-৮৪ ইং
৩৬.	প্রকল্প সমন্বয় পরিষদ, শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প, গাজীপুর।	ঢ-০১১৭৮	১৫-৯-৮২ ইং
৩৭.	সৃজনী সাহিত্য ও কল্যাণ সংসদ গ্রাম: ভাওয়াল মীর্জাপুর, পো: মীর্জাপুর বাজার, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১১৬২	১৬-৮-৮২ ইং
৩৮.	নীলের পাড়া বনরুপা সংঘ গ্রাম: নীলের পাড়া, পো: + থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৮৫০	১৬-১-৮৬ ইং
৩৯.	উন্নয়ন যুব সংঘ গ্রাম: + পো: হারবাইদ, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০৬৫১	
৪০.	পাজুলিয়া নবীন সংঘ গ্রাম: পাজুলিয়া, পো: বি.ও.এফ, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০৮৫৬	

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
৪১.	কপালেশ্বর মিতালী সংঘ গ্রাম: + পো: কপালেশ্বর, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৬১৫	৩০-১-৮৫ ইং
৪২.	নবারুন সমাজ কল্যাণ ও সংস্কৃতিক সংঘ গ্রাম-বরইবাড়ী, পো: পুবাইল, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১১৫৭	৯-৮-৮২ ইং
৪৩.	পুবাইল মৃধাপাড়া ইসলামিয়া দু:স্থ খানা গ্রাম: পুবাইল মৃধাপাড়া, পো: পুবাইল, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০৮৮২	
৪৪.	আল আমিন দু:স্থ কল্যাণ সমিতি গ্রাম: + পো: গাছা, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১১৪১	৩০-৬-৮২ ইং
৪৫.	কুমিল্লা (কবচ) জেলা সমিতি ১৩৫ চককর জয়দেবপুর, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৮৬৮	১৬-২-৮৬ ইং
৪৬.	শালনা দিশারী সংঘ গ্রাম: শালনা, পো: শালনা, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০৪৫৬	
৪৭.	ছায়াবিথী সমাজ কল্যাণ সমিতি ছায়াবিথী, পো: জয়দেবপুর, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০২০৬১	
৪৮.	কড্ডা কৃষি উন্নয়ন ক্লাব গ্রাম: কড্ডা, পো: চান্দনা, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০২৪৪০	১২-৮-৬৮ ইং
৪৯.	পিরোজ আলী প্রগতি সংঘ গ্রাম: + পো: পিরোজ আলী, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৩৩	২৪-২-৭৩ ইং
৫০.	পিরুজালী সমাজ কল্যাণ সংসদ গ্রাম ও পো: পিরুজালী, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৯১০	২৩-৪-৮৬ ইং
৫১.	বাসন সড়ক দুর্বার সংঘ, গ্রাম: ভোগড়া, পো: চান্দনা, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৫৪৫	২১-১০-৮৪ ইং
৫২.	আমবাগ মিতালী ক্লাব গ্রাম: আমবাগ, পো: নীলনগর, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০৮৫২	
৫৩.	ভাওয়াল নবারুন সংঘ গ্রাম: + পো: চান্দনা, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০৭০৭	
৫৪.	জাঙ্গালিয়া পাড়া যুব কল্যাণ সংঘ গ্রাম: জাঙ্গালিয়া পাড়া, পো: মির্জাপুর, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৫৪০	১৮-১০-৮৪ ইং

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
৫৫.	কাউলতিয়া আদর্শ যুব সংঘ গ্রাম: কাউলতিয়া, পো: শালনা বাজার, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৫৪৮	২৫-১০-৮৪ ইং
৫৬.	নব দিগন্ত সংঘ গ্রাম: কোনাবাড়ী, পো: নীলনগর, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	ঢ-০১৬৫৬	১০-৪-৮৫ ইং
৫৭.	পূর্ব ডগরী পরবী সংঘ গ্রাম: পূর্ব ডগরী, পো: মির্জাপুর বাজার, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	গা-০০২	৮-৫-৮৬ ইং
৫৮.	বিলাসপুর ক্লাব গ্রাম: পশ্চিম জয়দেবপুর (বিলাসপুর), পো: জয়দেবপুর, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	গা-০০৭	১৩-৮-৮৬ ইং
৫৯.	কাথোরা মিতালী সংঘ গ্রাম: কাথোরা, পো: শালনা, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০০৮	২৬-৮-৮৬ ইং
৬০.	বাউপাড়া সমাজ কল্যাণ সংঘ গ্রাম: বাউপাড়া, পো: ভাওয়াল মির্জাপুর, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	গা-০১২	২৫-৯-৮৬ ইং
৬১.	ভাওয়াল সমাজ কল্যাণ সংস্থা গ্রাম: জয়দেবপুর (রথখোলা), পো: জয়দেবপুর, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১৩	২৫-৯-৮৬ ইং
৬২.	টেকনদ পাড়া সমাজ কল্যাণ প্রগতি সংঘ গ্রাম: টেকনদ পাড়া, পো: চান্দনা চৌরাস্তা, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১৭	৯-১১-৮৬ ইং
৬৩.	তেলিপাড়া সমাজ কল্যাণ সংঘ গ্রাম: তেলিপাড়া, পো: চান্দনা, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১৮	৪-১২-৮৬ ইং
৬৪.	মোগরখাল মিতালী সংঘ গ্রাম: মোগরখাল, পো: চান্দনা, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১৯	৭-১২-৮৬ ইং
৬৫.	বিপ্রবর্থা পল্লী মঙ্গল সংঘ গ্রাম: বিপ্রবর্থা, পো: শালনা বাজার, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২০	৭-১২-৮৬ ইং
৬৬.	ভাওয়াল ভূমিহীন কল্যাণ সমিতি গ্রাম: টেকিবাড়ী, পো: শালনা বাজার, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২১	৭-১২-৮৬ ইং
৬৭.	বাউপাড়া জনকল্যাণ সংঘ, গ্রাম: বাউপাড়া, পো: ভাওয়াল মির্জাপুর, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২২	৭-১২-৮৬ ইং

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
৬৮.	পুবাইল নব জাগরনী ক্লাব গ্রাম: পুবাইল রেল ষ্টেশন, পো: পুবাইল, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৩	২২-১২-৮৬ ইং
৬৯.	অগ্রগামী তরুন সংঘ গ্রাম: হাতিয়াব, পো: বি,ও,এফ, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৪	১-১-৮৭ ইং
৭০.	দক্ষিন বাউপাড়া একতা সংঘ গ্রাম: বাউপাড়া, পো: ভাওয়াল মির্জাপুর, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৫	১-১-৮৭ ইং
৭১.	কানাইয়া উদয়ন সংঘ গ্রাম: কানাইয়া, পো: জয়দেবপুর, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৮	২৫-২-৮৭ ইং
৭২.	কানাইয়া নবায়ন সংঘ গ্রাম: কানাইয়া, পো:জয়দেবপুর, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৯	২৬-২-৮৭ ইং
৭৩.	ভাওয়াল সমাজ কল্যাণ সংঘ গ্রাম: বরবেকা, পো: চান্দনা, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩০	১-৩-৮৭ ইং
৭৪.	নিউ ফ্রাডম সমাজ কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সংঘ গ্রাম: ভাদুন, পো: পুবাইল, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩২	৫-৩-৮৭ ইং
৭৫.	ছোট দেওড়া নবারুন সংঘ গ্রাম: ছোট দেওড়া পো: জয়দেবপুর, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৪১	৩-৫-৮৭ ইং
৭৬.	শাপলা সমাজ কল্যাণ সংঘ গ্রাম: আঙ্গুটিয়াচালা, পো: মির্জাপুর বাজার, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৪২	১৪-৫-৮৭ ইং
৭৭.	জাগ্রত সংঘ গ্রাম: ভোগড়া, পো: চান্দনা, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৪৭	১৬-৬-৮৭ ইং
৭৮.	জুবলীতলা সবুজ সংঘ গ্রাম: জুবলীতলা, পো: চান্দনা, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৫২	১-৭-৮৭ ইং
৭৯.	ইছালী লতিফা সমাজ কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সংঘ গ্রাম: ইছালী, পো: পুবাইল, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৫৪	১১-৭-৮৭ ইং
৮০.	মিনার সমাজ কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক ক্লাব গ্রাম: ইছালী, পো: হাগদারাবাদ, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৫৬	১-৮-৮৭ ইং

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
৮১.	পাঞ্জেরী সমাজ কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সংঘ গ্রাম: ভোড়া, পো: জয়দেবপুর, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৫৭	১২-৮-৮৭ ইং
৮২.	ভাওয়াল উন্নয়ন সংঘ গ্রাম: চতর (শিমুল তলী), পো: বি,ও,এফ, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৬৩	২১-৯-৮৭ ইং
৮৩.	মাষ্টারবাড়ী আদর্শ জন কল্যাণ সংসদ গ্রাম: উত্তর শালনা (মাষ্টার বাড়ী), পো: শালনা বাজার, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৬৭	১০-১০-৮৭ ইং
৮৪.	মাষ্টার বাড়ী উজ্জ্বল যুব উন্নয়ন সংঘ গ্রাম: উত্তর সালনা (মাষ্টার বাড়ী), পো: শালনা বাজার, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৭৫	১৯-১১-৮৭ ইং
৮৫.	অগ্নীবীনা সংসদ গ্রাম: নয়নপুর, পো: রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টন মেন্ট, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৯১	২৩-৪-৮৮ ইং
৮৬.	হিসাব দিঘী (আমতলী) নব তারকা যুব সমিতি গ্রাম: হিসাব দিঘী, পো: মন্নুনগর, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৯৫	২৬-৫-৮৮ ইং
৮৭.	বাঘের বাজার বহুমুখী ব্যবসায়ী অগ্রনী ক্লাব গ্রাম: বানিয়ার চালা, পো: ভবানী পুর, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৯৮	২৬-৪-৮৮ ইং
৮৮.	জনতা ক্লাব গ্রাম: পিরুজালী (বাজার পাড়া), পো: পিরুজালী, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১০০	১৩-৭-৮৮ ইং
৮৯.	বনরুপা সংঘ গ্রাম: উত্তর শালনা, পো: শালনা বাজার, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১০২	৩১-৭-৮৮ ইং
৯০.	জয়দেবপুর ভুমিহীন কল্যাণ সমিতি গ্রাম: চা বাগান (জয়দেবপুর), পো: জয়দেবপুর, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১০৫	২৩-৮ -৮৮ ইং
৯১.	বসুগাঁও তরুন সংঘ গ্রাম: বসুগাঁও, পো: কোড নং ১৭২১, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১০৬	২৯-৮--৮৮ ইং
৯২.	গাজীপুর প্রবাসী কাপাসিয়া কল্যাণ সমিতি গ্রাম: রাজবাড়ী রোড় (উত্তর ছায়াবিথী), পো: জয়দেবপুর, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১১০	১৭-৯-৮৮ ইং
৯৩.	বাইমাইল সবুজ সংঘ গ্রাম: বাইমাইল, পো: কাশেম কটন মিল্‌স লি: থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১১১	১৭-৯-৮৮ ইং

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
৯৪.	ভোগড়া সামাজিক প্রগতি সংঘ গ্রামঃ ভোগড়া, পোঃ চান্দনা, থানাঃ জয়দেবপুর, জেলাঃ গাজীপুর।	গা-০১১২	১৭-৯-৮৮ ইং
৯৫.	মোহাম্মাদিয়া এতিমখানা মাদ্রাসা গ্রামঃ সাক্রাড়উড়ী, পোঃ কি,বি,বাজার, থানাঃ জয়দেবপুর, জেলাঃ গাজীপুর।	গা-০১১৩	১৭-৯-৮৮ ইং
৯৬.	মনিপুর রমজানিয়া এতিমখানা গ্রামঃ মনিপুর, পোঃ ভবানী পুর, থানাঃ জয়দেবপুর, জেলাঃ গাজীপুর।	গা-০১২১	২৮-১১-৮৮ ইং
৯৭.	টোক ইউনিয়ন প্রবাসী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি বি, আই, সি রোড, পোঃ জয়দেবপুর, থানাঃ জয়দেবপুর, জেলাঃ গাজীপুর।	গা-০১২২	৩-১২-৮৮ ইং
৯৮.	কুদাব সমাজ কল্যাণ সমিতি গ্রামঃ কুদাব, পোঃ পুবাইল, থানাঃ জয়দেবপুর, জেলাঃ গাজীপুর।	গা-০১৩০	১০-১-৮৯ ইং
৯৯.	ভানুয়া সবুজ বনানী সংঘ গ্রামঃ ভানুয়া, পোঃ বি,ও,এফ, থানাঃ জয়দেবপুর, জেলাঃ গাজীপুর।	গা-০১৩৪	২৪-১--৮৯ ইং
১০০.	পদ হারবাইদ সবুজ সংঘ, গ্রামঃ পদ হারবাইদ, পোঃ + থানাঃ জয়দেবপুর, জেলাঃ গাজীপুর।	গা-০১৩৮	২২-২-৮৯ ইং
১০১.	জয়দেবপুর চৌরাঙ্গি ক্লাব গ্রামঃ জয়দেবপুর মধ্যপাড়া, পোঃ + থানাঃ জয়দেবপুর, জেলাঃ গাজীপুর।	গা-০১৪১	১০-৫-৮৯ ইং
১০২.	নলজানী প্রভাতী সংঘ, গ্রামঃ নলজানী, পোঃ চান্দান্, থানাঃ জয়দেবপুর, জেলাঃ গাজীপুর।	গা-০১৪৩	৭-৬-৮৯ ইং
১০৩.	নবযুগ জাগরনী সংঘ গ্রামঃ নলজানী, পোঃ ভবানী পুর, থানাঃ জয়দেবপুর, জেলাঃ গাজীপুর।	গা-০১৪৬	২৪-১০-৮৯ ইং
১০৪.	চতর সমাজ কল্যাণ সমিতি গ্রামঃ চতর, পোঃ বি,ও,এফ, থানাঃ জয়দেবপুর, জেলাঃ গাজীপুর।	গা-০১৬১	৭-৬-৯০ ইং
১০৫.	লোহাকৈর একতা যুব সংঘ গ্রামঃ লোহাকৈর, পোঃ মৌচাক, থানাঃ জয়দেবপুর, জেলাঃ গাজীপুর।	গা-০১৬৫	১৪-৭-৯০ ইং
১০৬.	জয়দেবপুর দলিল লেখক ও ভান্ডার কল্যাণ সমিতি জয়দেবপুর সাব রেজিষ্ট্রি অফিস সংলগ্ন গাজীপর, পোঃ + থানাঃ জয়দেবপুর, জেলাঃ গাজীপুর।	গা-০১৬৭	৬-৯-৯০ ইং

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
১০৭.	সামন্তপুর যুব কল্যাণ সমিতি গ্রাম: সামন্তপুর, পো:+থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১৬৮	২-১০-৯০ ইং
১০৮.	ইটাহাটা মিতালী সংঘ গ্রাম: ইটাহাটা, পো: কড্ডা বাজার, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১৭৩	১১-১২-৯০ ইং
১০৯.	ভাওয়াল সবুজ সাথী পরিষদ গ্রাম: ভোগড়া, পো: চান্দানা (চৌরাস্তা), থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১৭৪	১৮-১২-৯০ ইং
১১০.	ভবানীপুর যুব সংঘ গ্রাম: ভবানীপুর, পো: বড়-ভবানীপুর, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১৮২	১২-৫-৯১ ইং
১১১.	পল্লী সেবা সংস্থা গ্রাম: পোড়াবাড়ী, পো: শালনা, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১৮৫	২২-৭-৯১ ইং
১১২.	মিতালী যুব সংঘ গ্রাম: গনকচালা, পো: বড়ই বাড়ী, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১৯৩	১৬-১১-৯১ ইং
১১৩.	রাহাপাড়া উদয়ন সংঘ গ্রাম: রাহাপাড়া, পো: জয়দেবপুর, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১৯৫	১-১-৯২ ইং
১১৪.	পল্লী শ্রী গ্রাম: শালনা, পো: শালনা বাজার, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১৯৬	৭-১-৯২ ইং
১১৫.	বাসন দি টাইগার স্পোটিং ক্লাব গ্রাম: বাসনদি, পো: কড্ডা বাজার, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১৯৭	২-২-৯২ ইং
১১৬.	বালুচাকুলী একতা সংঘ গ্রাম: বালুচাকুলী, পো: জয়দেবপুর, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১৯৮	১০-২-৯২ ইং
১১৭.	নবজাগরন সমাজ কল্যাণ সংঘ গ্রাম: + পো: ভবানী পুর, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১৯৯	৯-৩-৯২ ইং
১১৮.	জয়ারটেক নবারুন সংঘ গ্রাম: জয়ারটেক, পো: নীলনগর, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২০১	১৬-৪-৯২ ইং
১১৯.	হিউম্যান ওয়েলফেয়ার সেন্টার গ্রাম: কোনাবাড়ী, পো: নীলনগর, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২০২	২৭-৪-৯২ ইং

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
১২০.	কসিমপুর ক্রীড়া চক্র গ্রাম: + পো: কসিমপুর,, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২০৬	১৩-৯-৯২ ইং
১২১.	পানিশাইল জাগরনী স্পোটিং ক্লাব গ্রাম: পানিশাইল, পো: বি, কে, এস, পি, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২০৭	৭-১০-৯২ ইং
১২২.	পানিশাইল সমাজ কল্যাণ যুব সংঘ গ্রাম: পানিশাইল, পো: ভবানীপুর, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২১৪	১৮-১১-৯২ ইং
১২৩.	হাতিয়াব যুব সংঘ গ্রাম: হাতিয়াব দক্ষিণ পাড়া, পো: বি,ও, এফ, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২১৫	৩-১২-৯২ ইং
১২৪.	গাছা দুঃস্থ সমাজ কল্যাণ সমিতি গ্রাম: গাছা ৪ নং কলোনী, পো: গাছা, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২১৬	১২-১-৯৩ ইং
১২৫.	রোগী কল্যাণ সমিতি সদর হাসপাতাল, গাজীপুর।	গা-০২১৮	৭-২-৯৩ ইং
১২৬.	জোলার পাড় তুর্য তরুন সংঘ গ্রাম: জোলার পাড়, পো: কাওলতিয়া, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২২১	১৫-৪-৯৩ ইং
১২৭.	বাসন ভিটিপাড়া ইসলামী যুব সংঘ গ্রাম: বাসন (ভিটি পাড়া), পো: কড্ডা বাজার, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২২৩	৪-৫-৯৩ ইং
১২৮.	ওয়ে বাংলাদেশ জয়দেবপুর চৌরাস্তা টঙ্গাইল রোড, পো: চান্দনা, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২২৮	৭-৬-৯৩ ইং
১২৯.	উইনিয়ার ক্লাব গ্রাম: কামারজুরী, পো: গাছা, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৩২	১৯-১০-৯৩ ইং
১৩০.	আষাঢ় বাংলাদেশ বি, আই, ডি, সি রোড, বাড়ী নং-৫৮৭, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৩৪	৭-২-৯৪ ইং
১৩১.	অগ্রদুত ঐকা সমিতি গ্রাম: চতর, পো: বি.ও.এফ. গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	গা-০২৩৫	২৩-২-৯৪ ইং
১৩২.	সন্ধানী সমাজ কল্যাণ ক্লাব উত্তর বিলাসপুর মসজিদ রোড, পো: জয়দেবপুর, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৩৬	২-৩-৯৪ ইং

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
১৩৩.	ভাওয়াল যুব সংঘ গ্রাম: আউট পাড়া, পো: চান্দনা, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৩৭	২-৩-৯৪ ইং
১৩৪.	জোলার পাড় সেবা যুব সংঘ গ্রাম: জোলারপাড়, পো: কাউলতিয়া, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৩৮	২-৩-৯৪ ইং
১৩৫.	জোলার পাড় দক্ষিণ পাড়া প্রভাতী সংঘ গ্রাম: জোলারপাড়, পো: কাউলতিয়া, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৪০	১২-৯-৯৪ ইং
১৩৬.	মনিপুর যুব কল্যাণ সংসদ গ্রাম: মনিপুর, পো: ভবানী পুর, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৪২	৮-১০-৯৪ ইং
১৩৭.	বাংলাদেশ বন প্রহরী কল্যাণ সমিতি গাজীপুর গ্রাম: মাষ্টারবাড়ী, পো: শালনা, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৪৩	২১-১১-৯৪ ইং
১৩৮.	জিরানী বাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি গ্রাম: জিরানী বাজার, পো: বি,কে,এস,পি, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৪৪	২১-১১-৯৪ ইং
১৩৯.	বাংলাদেশ পুবালী পরিষদ গ্রাম: সাতপোয়া, পো: হারবাইদ, থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৪৫	২১-১১-৯৪ ইং
১৪০.	জামিয়া আরাবিয়া নুরিয়া আলহাজ্ব মকবুল আহমেদ এতিমখানা, গ্রাম: মোগর খাল, পো: চান্দনা, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৪৭	২৮-১১-৯৪ ইং
১৪১.	বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বার্ড) জয়দেবপর চৌরাস্তা, পো: চান্দনা, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৪৯	৮-১-৯৫ ইং
১৪২.	জনতা এসোসিয়েশন ফর রুরাল ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম (জরিপ), গ্রাম: ডগরী, পো: মির্জাপুর বাজার, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৫১	৮-৩-৯৫ ইং
১৪৩.	কাঙ্খিত বলয় গ্রাম: + পো: ভবানীপুর, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৫৩	১১-৬-৯৫ ইং
১৪৪.	এসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (আর্ত) গাজীপুর, গ্রাম: আতরী, পো: কুমুন, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৫৫	৭-৫-৯৫ ইং
১৪৫.	দুঃস্থ পুনর্বাসন গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম: দক্ষিন শালনা, পো: শালনা বাজার, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৬২	২১-১০-৯৫ ইং

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
১৪৬.	নিরাপদ সোসাইটি গ্রাম: পুর্ব জয়দেবপুর, পো: +থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৬৭	২৬-১১-৯৫ ইং
১৪৭.	খতিয়ান সমাজ কল্যাণ সমিতি গ্রাম: খতিয়ান, পো: কুমুন, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৬৯	৩০-১২-৯৫ ইং
১৪৮.	ভাওয়াল মির্জাপুর উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম: ভাওয়াল মির্জাপুর, পো: মির্জাপুর বাজার, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৭৭	
১৪৯.	রুরাল অর্নামেন্টেশন এন্ড সোস্যাল ইমানসিপেশন গ্রাম: ভানুয়া, পো: +থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৭৮	
১৫০.	নয়াপাড়া সমাজ কল্যাণ সংসদ গ্রাম: নয়াপাড়া, পো: ভাওয়াল মির্জাপুর, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৭৯	
১৫১.	পিরুজালী খলিফাপাড়া মিতালী সংঘ গ্রাম: + পো: পিরুজালী, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৮০	২২-৬-৯৬ ইং
১৫২.	পল্লী কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম:বিলাসপুর, বি,আই,ডি,সি, রোড, পো: + থানা: জয়দেবপর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৮৩	১৭-৭-৯৬ ইং
১৫৩.	পোভার্টি ইলিমিনেশন অর্গানাইজেশন (পিইও) গ্রাম: পোড়াবাড়ী, পো: ইপসা, থানা: জয়দেবপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৮৪	১৭-৭-৯৬ ইং
১৫৪.	ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্মজীবি কল্যাণ সমিতি গ্রাম: বাড়ীয়ালী, পো: + থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৯১	
১৫৫.	গাজীপুর প্রবীন কল্যাণ সমিতি গ্রাম: দক্ষিণ ছায়াবিথী, পো: + থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৯৭	৩০-১২-৯৬ ইং
১৫৬.	গাজীপুর ফাইন্ডেশন গ্রাম: রাজবাড়ী, পো: জয়দেবপুর, থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩০১	৩-৮-৯৭ ইং
১৫৭.	সমাজ ও মানব উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম: আউট পাড়া কলেজ রোড়, পো: চান্দনা, থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩০৪	২৩-৯-৯৭ ইং
১৫৮.	পল্লী সোসাইটি পূর্ব জয়দেবপুর (বরুদা), থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩০৮	৯-১০-৯৭ ইং

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
১৫৯.	বাগবাড়ী নব জাগ্রত সংসদ গ্রাম: বাগবাড়ী, পো: কাসিমপুর, থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩১৪	২৩-১২-৯৭ ইং
১৬০.	নাগদা মৎস জীবি সমাজ কল্যাণ সংস্থা গ্রাম: সমরজিৎ, পো: হারবাইদ, থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩১৬	
১৬১.	পঙ্গু পুনর্বাসন সংস্থা রাজবাড়ী রোড, পো: + থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩২১	৪-৩-৯৮ ইং
১৬২.	সোস্যাল এভুলেশন ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) সরকার হাউজ ষ্টেশন রোড, থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩২৬	২০-৪-৯৮ ইং
১৬৩.	পোভার্টি ইলিমিনেশন এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (পারডো), গ্রাম: দক্ষিণ ছায়াবিথী (মদিনা মঞ্জিল), থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩২৭	২০-৪-৯৮ ইং
১৬৪.	অরুনোজ্জ্ব গাজীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ভবন, থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩২৯	২০-৪-৯৮ ইং
১৬৫.	ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন গাজীপুর থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৩১	৩-৫-৯৮ ইং
১৬৬.	ছিন্নমুল (ভিক্ষু) পুনর্বাসন কার্য্যক্রম মাষ্টার বাড়ী বাজার, পো: ইপসা, থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৫২	২৩-১১-৯৮ ইং
১৬৭.	প্রকল্প সমন্বয় পরিষদ শহর সমাজ সেবা প্রকল্প, টঙ্গী, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৫৮	১২-১-৯৯ ইং
১৬৮.	ফেয়ার এসোসিয়েশন গ্রাম: বড় কয়ের, পো: পুবাইল, থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৬০	২৫-১-৯৯ ইং
১৬৯.	মানব কল্যাণ সংস্থা সি-১২৮, হাজী ভিলা দক্ষিণ ছায়াবিথী, থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৬৯	২৪-৬-৯৯ ইং
১৭০.	পিপলস এ্যাডভান্সমেন্ট (পাক) গ্রাম:+ পো: কসিমপুর, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	গা-০৩৭০	২২-৭-৯৯ ইং
১৭১.	প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচার নিউট্রিশন এন্ড এনভাইরনমেন্টাল কনজার্ভেশন (প্রান্তিক) গ্রাম: + পো: কড্ডা বাজার, থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৭২	১৪-৯-৯৯ ইং
১৭২.	গাজীপুর অফিসার্স ওয়েলফেয়ার ক্লাব চা বাগান, জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৭৪	২৭-৯-৯৯ ইং

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
১৭৩.	সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম: দিঘীর চালা, পো: চান্দনা, থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৭৬	১৮-১০-৯৯ ইং
১৭৪.	সরাদাগঞ্জ নির্মান কর্মী কল্যাণ সমিতি গ্রাম: সরাদাগঞ্জ পো: কসিমপুর, থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৭৭	১৮-১০-৯৯ ইং
১৭৫.	সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি গাজীপুর শিমুল তলী সালনা রোড (চতর), পো: বি. ও. এফ. গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৭৮	২-১১-৯৯ ইং
১৭৬.	ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন গ্রাম: মির্জাপুর কলেজ পাড়া, পো: ভাওয়াল মির্জাপুর, থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৮২	৩-১১-৯৯ ইং
১৭৭.	রুরাল হোম (রুরাল হসপিটাল ফর অরোডেন্টাল এন্ড মেটার্নিটি এন্ট্রাস), গ্রাম: চানপাড়া, পো: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৮৬	২৬-১২-৯৯ ইং
১৭৮.	ভাওয়াল টাইগার্স ক্লাব, গ্রাম: মনিপুর (নয়াপাড়া), পো: ভবানীপুর, থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৮৯	৪-১-২০০০ ইং
১৭৯.	গাজীপুর জেলা বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, ৯ নং শহীদ স্মৃতি স্কুল মার্কেট, বি,আই,ডি,সি, রোড, থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৯০	২৪-১-২০০০ ইং
১৮০.	সোবহান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন গ্রাম: যোগীতলা, পো: চান্দনা (চৌরাস্তা), থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৯১	২৭-১-২০০০ ইং
১৮১.	সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এস,ডি,পি) গ্রাম: সারদাগঞ্জ, পো: সারদাগঞ্জ, থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৯৭	২৭-২-২০০০ ইং
১৮২.	সোস্যাল এন্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, গ্রাম: হড়িনাল, পো: গাজীপুর, থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৪০০	১-৩-২০০০ ইং
১৮৩.	গাজীপুর পেশাজিবী বহুমুখী কল্যাণ সমিতি গ্রাম: উত্তর বিলাসপুর, বাড়ী নং-১৮৬, পো: গাজীপুর, থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৪০৩	২৯-৩-২০০০ ইং
১৮৪.	উদয়ন স্বাস্থ্য (উসাস) গ্রাম: বিলাসপুর বি.আই.ডি, রোড, পো: জয়দেবপুর, থানা: গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	গা-০৪০৪	২৯-৩-২০০০ ইং

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
১৮৫.	সরকারী কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট-ঢাকা গাজীপুর জেলা প্রশাসক চতর, পো: জয়দেবপুর, থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৪০৬	১৯-৪-২০০০ ইং
১৮৬.	মানব উন্নয়ন সমাজ সংগঠন শান্তি নীড় সাহেব বাড়ী, গ্রাম: কামারজুরী পো: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থানা: গাজীপুর সদর জেলা: গাজীপুর।	গা-০৪০৮	২৩-৪-২০০০ ইং
১৮৭.	পুবাইল বাজার সূর্যদয় তরুন সংঘ গ্রাম: পুবাইল নয়ানী পাড়া, পো: পুবাইল, থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৪১৭	১৮-৪-২০০০ ইং

টেবিল ৪.২ কাপাসিয়া উপজেলা

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
১.	পল্লী মঙ্গল (কমিউনিটি এসোসিয়েশন) গ্রাম + পো: কাপাসিয়া থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২০৩	২৭-৫-৯২ ইং
২.	বলাকোনা আইনুল উলুম শিশু সদন গ্রাম: বলাকোনা, পো: আমরাইদ, থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২১৩	১৬-১১-৯২ ইং
৩.	বি এন্ড ইউনাইটেড ক্লাব গ্রাম: + পো: নর উত্তমপুর, থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২২০	২৯-৩-৯৩ ইং
৪.	মোহাম্মাদিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা গ্রাম: সুনামপুর (সূর্য্য নারায়ানপুর), থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৪৬	২৮-১১-৯৪ ইং
৫.	গন মিতা সংস্থা গ্রাম: দক্ষিণ গাঁও, পো: আড়াল বাজার, থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৫৬	১০-৭-৯৫ ইং
৬.	গ্রাম উন্নয়ন ও পুনর্বাসন সংস্থা গ্রাম: + পো: রায়েদ, থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৬৬	২৩-১২-৯৫ ইং
৭.	বাগের হাট যুব কল্যাণ সংঘ গ্রাম: বাগের গাট, পো: + থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৭২	১৮-২-৯৬ ইং
৮.	খিরাটি আদর্শ যুব কল্যাণ সমিতি গ্রাম: + পো: খিরাটি, থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৭৩	২০-৩-৯৬ ইং

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
৯.	গ্রামীণ সেবা গ্রাম: চরসন্যানিয়া, পো: কাপাসিয়া, থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৮৭	২৬-৮-৯৬ ইং
১০.	কামরা পূর্ব পাড়া তরুন সংঘ গ্রাম: কামরা, পো: + থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৮৯	
১১.	জাবমিয়া মাহমুদ মোহাম্মাদিয়া এতিমখানা গ্রাম: জাঁব, পো: + থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩০০	
১২.	পল্লী উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম: সন্যানিয়া, পো: সন্যানিয়া, থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩১০	৮-১২-৯৭ ইং
১৩.	শহীদ তাজ উদ্দিন স্মৃতি সংসদ গ্রাম: + পো: উত্তর খামের, থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩১৫	২৩-১২-৯৭ ইং
১৪.	প্রগতি গ্রাম: কালিয়ার, পো: আড়াল বাজার, থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩২০	২৪-২-৯৮ ইং
১৫.	গিয়াসপুর এতিমখানা গ্রাম: গিসায়পুর, পো: ভেড়ার চালা, থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩২২	৯-৩-৯৮ ইং
১৬.	পাঁচুয়া আদর্শ সাহিত্যাগার সমাজকল্যাণ পরিষদ গ্রাম: পাঁচয়া, পো: আড়ালিয়া, থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩২৮	২০-৪-৯৮ ইং
১৭.	রাজনী গন্ধ্যা গ্রাম: কাপাসিয়া কলেজ রোড, পো: কাপাসিয়া, থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৪৫	৭-৯-৯৮ ইং
১৮.	প্রোগ্রাম ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট গ্রাম-সনমানিয়া, পো: সনমানিয়া, থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৪৭	৪-১১-৯৯ ইং
১৯.	ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইরডু) গ্রাম: আমরাইদ, পো: আমরাইদ, থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৮৩	২৯-১১-৯৮ ইং
২০.	চরখামের এতিমখানা গ্রাম: চরখামের, পো: ইকুরিয়া, থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৮৪	১২-১২-৯৯ ইং
২১.	পল্লী ছায়া গ্রাম: বারিযাব, পো: ভেড়ার চালা, থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৯২	৩-২-২০০০ ইং
২২.	শিকাগ্রাম উন্নয়ন সোসাইটি গ্রাম: + পো: খিরাটি, থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৯৩	২০-২-২০০০ ইং

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
২৩.	বন্ধন পল্লী জাগরন সমিতি গ্রাম: দুর্লভ খাঁ, পো: বারিষাব, থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৯৪	২০-২-২০০০ ইং
২৪.	বিলাস আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম: চর দুর্লভখাঁ, পো: বারিষাব, থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৪০২	২৯-৩-২০০০ ইং
২৫.	সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র গ্রাম: পাঁচুয়া, পো: পাঁচুয়া হাজীর বাজার, থানা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৪২৩	৩-৯-২০০০ ইং

টেবিল ৪.৩ শ্রীপুর উপজেলা

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
১.	শ্রীপুর থানা ভূমিহীন জনকল্যাণ সমিতি থানা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।	গ-০২৫০	২৫-১-৯৫ ইং
২.	পল্লী উন্নয়ন ও সেবা সংস্থা গ্রাম: নারায়নপুর, পো: ভাওয়াল নারায়নপুর, থানা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর।	গ-০২৮৮	১০-৯-৯৬ ইং
৩.	যুগশিখা সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংঘ গ্রাম: কেওয়া পশ্চিম খন্ড, পো: মাওনা, থানা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর।	গ-০৩০২	১৭-৯-৯৭ ইং
৪.	বরমী জামিয়া অনোয়ারিয়া দু:স্থ এতিমখানা গ্রাম: বরমী বাজার, পো: বরমী, থানা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর।	গ-০৩০৯	৮-১২-৯৭ ইং
৫.	বেড়াবাড়ী যুব সংঘ গ্রাম: বেড়াবাড়ী, পো: নারায়নপুর, থানা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর।	গ-০৩১১	৮-১২-৯৭ ইং
৬.	শ্রীপুর কেন্দ্রীয় যুব উন্নয়ন সংঘ গ্রাম: + পো: শ্রীপুর, থানা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর।	গ-০৩১২	৮-১২-৯৭ ইং
৭.	ডুমনী আদর্শ যুব সংঘ গ্রাম: ডুমনী, পো: বাসুদেবপুর, থানা: শ্রীপুর, গাজীপুর।	গ-০৩১৩	৮-১২-৯৭ ইং
৮.	১ নং চক পাড়া প্রগতি সমাজ কল্যাণ সংঘ থানা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর।	গ-০৩১৯	২২-২-৯৮ ইং
৯.	দারিদ্র বিমোচন সংস্থা গ্রাম: আজুগী চালা, পো: মাওনা, থানা: শ্রীপুর, গাজীপুর।	গ-০৩২৪	১২-৪-৯৮ ইং
১০.	উত্তরন ডেভেলপমেন্ট সেন্টার গ্রাম: কপাটিয়াপাড়া, পো: মাওনা বাজার, থানা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর।	গ-০৩৩২	১০-৫-৯৮ ইং

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
১১.	একতা সমাজ কল্যাণ সংঘ গ্রাম: জৈনা বাজার, পো: তেলিহাটি, থানা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর।	গ-০৩৩৪	২৪-৫-৯৮ ইং
১২.	নয়নপুর অগ্নীবিনা সমাজ কল্যাণ সংঘ গ্রাম: নয়নপুর, পো: তেলিহটি, থানা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর।	গ-০৩৩৬	৪-৬-৯৮ ইং
১৩.	বজ্র কর্ম সমাজ কল্যাণ সংঘ গ্রাম: ফরিদপুর, পো: তেলিহটি, থানা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর।	গ-০৩৩৭	৭-৬-৯৮ ইং
১৪.	বিকাশ মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি গ্রাম: মাওনা চৌরাস্তা, পো: মাওনা, থানা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর।	গ-০৩৫৫	২০-১২-৯৮ ইং
১৫.	কেওয়া জয়ন্তি সমাজ কল্যাণ সংঘ গ্রাম: কেওয়া, পো: বৈরাগীর চালা, থানা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর।	গ-০৩৫৯	২৭-১-৯৯ ইং
১৬.	কেওয়া প্রভাতী জন কল্যাণ সংঘ গ্রাম: কেওয়া, পো: বৈরাগীর চালা, থানা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর।	গ-০৩৬২	৮-২-৯৯ ইং
১৭.	দাউদফুলী হোম গ্রাম: বেরাইদের চালা, পো: গিলা বারিড, থানা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর।	গ-০৩৬৮	২৮-৪-৯৯ ইং
১৮.	গাজীপুর বাজার এতিমখানা গ্রাম: গাজীপুর, পো: গাজীপুর, থানা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর।	গ-০৩৭১	১৪-৯-৯৯ ইং
১৯.	স্বদেশ উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম: শ্রীপুর, পো: শ্রীপুর, থানা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর।	গ-০৩৮০	২-১১-৯৯ ইং
২০.	নওমুজাহিদ যুব উন্নয়ন পরিষদ গ্রাম: ভাঙহাটি, পো: শ্রীপুর, থানা: শ্রীপুর, গাজীপুর।	গ-০৩৮৮	২৮-১২-৯৯ ইং
২১.	জান্নাতুল আতফাল এতিমখানা গ্রাম: রহমতপুর, পো: শ্রীপুর, থানা: শ্রীপুর, গাজীপুর।	গ-০৩৯৫	২৩-২-২০০০ ইং
২২.	গজীপুর অঞ্জলী সাংস্কৃতিক একাডেমী গ্রাম: গাজীপুর, পো: গাজীপুর, থানা: শ্রীপুর, গাজীপুর।	গ-০৩৯৯	২৯-২-২০০০ ইং
২৩.	চন্দ্রিকা সমাজ কল্যাণ সংঘ গ্রাম: আবদার, পো: তেলিহাটি, থানা: শ্রীপুর, গাজীপুর।	গ-০৪০১	৭-৩-২০০০ ইং
২৪.	আদিবাসী কল্যাণ সংস্থা গ্রাম: ভেরামতলী, পো: দক্ষিণ বারতোপা, থানা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর।	গ-০৪১৪	১৭-৭-২০০০ ইং
২৫.	সেন্টার ফর সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন গ্রাম: কায়েতপাড়া, পো: বরমী, থানা: শ্রীপুর, গাজীপুর।	গ-০৪২১	৩-৯-২০০০ ইং

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
২৬.	সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার গ্রাম: শ্রীপুর, পো: শ্রীপুর, থানা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর।	গ-০৪২৫	১২-৯-২০০০ ইং
২৭.	ইনস্টিটিউট অব সৌশাল ডিভেল্যাপম্যান্ট (আই,এস,ডি) গ্রাম: টেংরা, পো: টেংরা, থানা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর।	গ-০৪২৬	১৪-৯-২০০০ ইং

টেবিল ৪.৪ কলিয়াকৈর উপজেলা

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
১.	খোলারটেকী একতা যুব উন্নয়ন সংঘ গ্রাম: বিষাইদ, পো: + থানা: কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	গা-০২৭০	২৪-১-৭৬ ইং
২.	মাঝুখান সূর্য্য তরুন সংঘ গ্রাম: মাঝুখান, পো: + থানা: কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	গা-০২৭১	২৯-১-৯৬ ইং
৩.	হরতকীতলা মধ্যপাড়া আল-আমীন যুব সংঘ গ্রাম: হরতকীতলা, পো: বাড়ইপাড়া, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৭৪	
৪.	গোমাত্রা পূর্ব পাড়া জনকল্যাণ যুব সংঘ গ্রাম: গোসাত্রা পূর্ব পাড়া, পো: গোসাত্রা, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৭৫	
৫.	কালিয়াকৈর উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম: গোয়াল বাথান, পো: + থানা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৭৬	
৬.	ছতিয়াল পাড়া ষ্টার যুব সংঘ গ্রাম: ছতিয়াল পাড়া, পো: গোসাত্রা, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৮১	
৭.	সমাজ উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম: তেলীর চালা, পো: মৌচাক, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৮৫	১৭-৭-৯৬ ইং
৮.	প্রক্ষিণ কাজ সমন্বয় সংস্থা (প্রকাশ) গ্রাম: বড়ই ছুটি, পো: বাড়ইপাড়া, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৮৬	২৩-৭-৯৬ ইং
৯.	মানব উন্নয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র গ্রাম: হবুয়ার চালা, পো: + উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৯০	
১০.	হাটুরিয়া চালা পল্লী উন্নয়ন যুব সংঘ গ্রাম: হাটুরিয়া চালা, পো: + উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৯২	১৯-১২-৯৬ ইং

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
১১.	কান্দাপাড়া বেগুনবাড়ী চন্ডিতলা একতা সংঘ গ্রাম: কান্দাপাড়া, পো: বলিয়াদি, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৯৯	১৮-২-৯৭ ইং
১২.	মরহুম বেনজির আলম স্মৃতি সংঘ গ্রাম: পূর্বচানপুর, পো: সাকাশ্বর, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩০৩	১৭-০৯-৯৭ ইং
১৩.	হাবিবপুর সমাজ সেবা যুব সংঘ গ্রাম: হাবিবপুর, পো: বাড়ইপাড়া, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩০৫	৯-১০-৯৭ ইং
১৪.	নিশ্চিন্তপুর জনকল্যাণ সমিতি গ্রাম: নিশ্চিন্তপুর, পো: সফিপুর, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩০৬	৯-১০-৯৭ ইং
১৫.	বামনসোনা যুব উন্নয়ন ক্লাব গ্রাম: বামনসোনা, পো: মঙ্গলবাড়ী, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩০৭	৯-১০-৯৭ ইং
১৬.	আমদাইর ইয়ং বয়েজ স্পোটিং ক্লাব গ্রাম: আমদাইর, পো: হাটুরিয়ার চালা, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩১৭	২২-২-৯৮ ইং
১৭.	গ্রাম বিকাশ সংস্থা গ্রাম: + পো: বড়ইবাড়ী, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৩৩	২০-৫-৯৮ ইং
১৮.	পল্লী সমাজ ফাইন্ডেশন গ্রাম: + পো: সফিপুর, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৩৫	৩১-৫-৯৮ ইং
১৯.	মুরাদপুর সমাজ কল্যাণ যুব সংঘ গ্রাম: মুরাদপুর, পো: সাকাশ্বর, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৪০	২৬-৭-৯৮ ইং
২০.	ঠাকুরপাড়া আদর্শ যুব সংঘ গ্রাম: ঠাকুরপাড়া, পো: সাকাশ্বর, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৪১	২৬-৭-৯৮ ইং
২১.	সমন্বিত সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প (সিডাপ) গ্রাম: চন্দ্রা ত্রিমোড়, পো: বাড়ইপাড়া, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৪২	২৬-৭-৯৮ ইং
২২.	চা-বাগান মিতালী উন্নয়ন সংঘ গ্রাম: + পো: চা-বাগান, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৪৪	০৬-৮-৯৮ ইং

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
২৩.	শোলাহাটি সোনালী উন্নয়ন সংঘ গ্রাম: শোলাহাটি, পো: হাটুরিয়া চালা, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৫০	১৮-১১-৯৮ ইং
২৪.	মধ্যপাড়া আদর্শ সবুজ সংঘ গ্রাম: কামড় চালা, পো: হাটুরিয়া চালা, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৫১	১৮-১১-৯৮ ইং
২৫.	সততা উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম: + পো: সফিপুর, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৫৬	২০-১২-৯৮ ইং
২৬.	সমাজ সংস্করন ও মানব উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম: গোয়াল বাথান, পো: + উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৬৩	২৪-৯-৯৯ ইং
২৭.	পাবুরিয়া চালা এতিমখানা গ্রাম: পাবুরিয়া চালা, পো: চা-বাগান, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৬৪	২৪-২-৯৯ ইং
২৮.	জামালপুর সমাজ কল্যাণ যুব সংঘ গ্রাম: জামালপুর, পো: সাকাশ্বর, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৬৫	২৫-২-৯৯ ইং
২৯.	জামালপুর সেতু বন্ধন যুব সংঘ গ্রাম: + পো: জামালপুর, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৬৬	২৫-২-৯৯ ইং
৩০.	পল্লী উন্নয়ন যুব সংস্থা গ্রাম: গাছবাড়ী, পো: রঘুনাথপুর, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৮১	০৩-১১-৯৯ ইং
৩১.	চিনাইল উত্তরপাড়া বড় যুব কল্যাণ সমিতি গ্রাম: চিনাইল, পো: দেওয়ার বাজার, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৯৬	২৭-০২-২০০০ ইং
৩২.	দারিদ্র বিমোচন সাহায্য সংস্থা (হোপ) গ্রাম: ঢালজোড়া, পো: আড়াইগঞ্জ, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৪০৭	২৩-৪-২০০০ ইং
৩৩.	সোস্যাল ভলান্ট্যারী অরগানাইজেশন (এস,ভি,ও) গ্রাম: বেনুপুর, পো: নৈহাটি, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৪১২	১৩-৬-২০০০ ইং
৩৪.	প্রতিশ্রুতি সমাজ কল্যাণ সংস্থা গ্রাম: + পো: সফিপুর, উপজেলা: কালিয়াকৈর, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৪২০	১৭-৮-২০০০ ইং

টেবিল ৪.৫ কালিগঞ্জ উপজেলা

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
১.	বালীগাঁও সেবক সংঘ গ্রাম: বালীগাঁও, পো: কালিগঞ্জ, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	ট-০৮৭৬	
২.	দুর্বাটি একতা যুব সংঘ গ্রাম: দুর্বাটি, পো: দুর্বাটি মাদ্রাসা, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৫০	১৮-৬-৮৭ ইং
৩.	মুক্তারপুর উত্তর পাড়া প্রভাতী সংঘ গ্রাম-মুক্তারপুর, পো: তারাগঞ্জ, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৫৯	২২-৮-৮৭ ইং
৪.	সুর্যরেনু ইসলামী যুব সংঘ গ্রাম: ছৈলাদি (খাগরারচর), পো: কলাপাটুয়া, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৬৫	২৮-৯-৮৭ ইং
৫.	আতুরী নবারুন জনতা ক্লাব গ্রাম: আতুরী, পো: কুমুন, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৬৯	১৯-১০-৮৭ ইং
৬.	মরাশ অগ্রনী পল্লী সংসদ গ্রাম: মরাশ, পো: আদি জাঙ্গালিয়া, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৮১	১৭-১-৮৮ ইং
৭.	উন্মেশ গ্রাম: ফুলদি, পো: ফুলদি বাজার, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১২০	১৮-১০-৮৮ ইং
৮.	হরিদেবপুর এতিমখানা ও জনকল্যাণ সংস্থা গ্রাম: হরিদেবপুর, পো: ভাওয়াল নোয়াপাড়া, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১৩২	১১-১-৮৯ ইং
৯.	চৌরা রহমানিয়া এতিমখানা গ্রাম: ভাদগাতি, পো: কালিগঞ্জ, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১৪৪	২১-৮-৮৯ ইং
১০.	চক্রবাক সমাজ কল্যাণ সংসদ গ্রাম: ভাদার্ত্তী, পো: কালিগঞ্জ, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০১৮০	৯-২-৯১ ইং
১১.	শহীদ রমিজ উদ্দিন সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান গ্রাম: বিরতুল, পো: কালিগঞ্জ, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৩১	২-১০-৯৩ ইং
১২.	সার্বিক মানব উন্নয়ন সংগঠন গ্রাম: চুয়ারিখোলা, পো: কালিগঞ্জ, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৫৮	৭-১০-৯৫ ইং

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
১৩.	লোক ক্রতিহ্য গবেষণা ও সমাজ কল্যাণ পরিষদ গ্রাম: + পো: ফুলদি বাজার, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৬১	২৪-১০-৯৫ ইং
১৪.	ধনপুর আদর্শ জনতা যুব সংঘ গ্রাম: ধনপুর, পো: সাওরাইদ, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৬৪	২৫-১১-৯৫ ইং
১৫.	গরীব উন্নয়ন সংগঠন গ্রাম: চৌরা নয়াবাড়ী, পো: কালিগঞ্জ, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৬৮	২৭-১২-৯৫ ইং
১৬.	ফুলদি সমাজ কল্যাণ তরুন সংঘ গ্রাম: ফুলদি, পো: কালিগঞ্জ, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৯৪	
১৭.	আলোর দিশারী গ্রাম: বেরুয়া, পো: ভাওয়াল ব্রাহ্মন গাঁও, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৯৫	
১৮.	ফুলদি সুর্য উদয়ন সংঘ গ্রাম: ফুলদি, পো: কালিগঞ্জ, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০২৯৬	
১৯.	ছৈলাদি দারুচছুন্না এতিমখানা গ্রাম: ছৈলাদি, পো: কলাপাটুয়া, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৩০	২৯-৯-৯৮ ইং
২০.	দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়ন মুখী সংস্থা (ডি,বি,ইউ,এস) গ্রাম: বাসাইর বাজার, পো: ভাওয়াল জামালপুর, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৩৯	২২-৭-৯৮ ইং
২১.	বড়নগর তাঁত শ্রমিক সমাজ কল্যাণ সমিতি গ্রাম: বডনগর, পো: কালিগঞ্জ, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৬৭	২৮-৪-৯৯ ইং
২২.	স্বাস্থ্য সমাজ ও পরিবেশ উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম: জামালপুর, পো: ভাওয়াল জামালপুর, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৭৫	৩০-৯-৯৮ ইং
২৩.	এসো বাঁচতে শিখি গ্রাম: দড়ি পাড়া, পো: কালিগঞ্জ, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৭৯	২-১১-৯৮ ইং
২৪.	একুতা কারিমিয়া দারুল উলুম এতিমখানা (শিশু সদন) গ্রাম: একুতা, পো: সাওরাইদ বাজার, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৮৫	১২-১২-৯৮ ইং
২৫.	মাঝুখান উদয়ন সংঘ গ্রাম: মাঝুখান, পো: ফুলদি বাজার, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৩৮৭	২৬-১২-৯৯ ইং

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	রেজি. নং	তারিখ
২৬.	শহীদ ময়েজ উদ্দিন কল্যাণ ট্রাস্ট গ্রাম: দোলন বাজার, পো: কলাপাটুয়া, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৪১৫	১৭-৭-২০০০ ইং
২৭.	বহুমুখী স্বাস্থ্য সেবা সংঘ গ্রাম: ফুলদী বাগপাড়া, পো: ফুলদী বাজার, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৪১৯	১৭-৮-২০০০ ইং
২৮.	মেফতাহুল উলুম এতিখানা গ্রাম: ফতেহপুর পোটান, পো: ভাওয়াল নোয়াপাড়া, থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।	গা-০৪৩০	১৬-১০-২০০০ ইং

এই প্রস্তুতকৃত তালিকার সূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজসেবা ভবন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, স্মারক নং-সসেঅদ/শা-নিবন্ধন/স্বেচ্ছা /২১৩/২০০৬ তারিখ: ১২.০৬.০৬ ইং।

স্মর্তব্য যে, প্রশ্নমালা তৈরী করে সাক্ষ্যাৎকারের ভিত্তিতে এসব সংগঠন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উপযুক্ত তালিকা থেকে নির্বাচিত সংগঠনের উপর আলোচনা নিম্নে উপস্থাপিত হ'ল।

৪.৩ গাজীপুর সদর উপজেলা

৪.৩.১ মির্জাপুর ক্লাব: মির্জাপুর, গাজীপুর

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৭৩ ইংরেজি, রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ঢ-০১২৮০।

সভাপতি: মো: জাহাঙ্গীর আলম

পরিচালনা পর্ষদ: নির্বাহী সদস্য সংখ্যা ১৫ জন এবং বর্তমান সভাপতি মো: জাহাঙ্গীর আলম।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্য: সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে বেগবান করার উদ্দেশ্যে এবং জনগণের মধ্যে সচেতনা সৃষ্টির প্রয়াসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে এই ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। খেলাধুলা ছাড়াও জনকল্যাণমূলক কাজে এই ক্লাবের ভূমিকা আশাব্যঞ্জক। ক্লাবের সদস্যদের চাঁদা এবং ব্যক্তিগত ও সরকারি অনুদান দ্বারা এই ক্লাবের অর্থায়ন করা হয়। এই ক্লাব জনগণের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে।

৪.৩.২ খেলা ঘরঃ জয়দেবপুর, গাজীপুর

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৭৮ ইং

পরিচালক: মঞ্জু সরকার

পরিচালনা পর্ষদ: পরিচালকসহ ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি দ্বারা পরিচালিত।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্য: শিশু কিশোরদের মধ্যে সুকুমার বৃত্তির পরিচর্যা ও প্রতিভা বিকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। খেলাধুলাসহ সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে গতি সৃষ্টি করা এই সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। নববর্ষ উদযাপন, বিজয় ও স্বাধীনতা দিবস পালন এবং বিবিধ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে এই সংগঠন কর্মসূচী প্রণয়ন করে থাকে। শিশুদের চিত্ত বিনোদনের জন্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানাদি এই সংগঠন ব্যবস্থা করে। বর্তমানে এই সংগঠনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং জনগণের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে চলেছে। ব্যক্তিগত ও সরকারি অনুদান এবং সদস্যদের চাঁদায় এই সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

৪.৩.৩ সৃজনী সাহিত্য ও কল্যাণ সংসদঃ মির্জাপুর, গাজীপুর

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৭৯ ইংরেজি, রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ চ-১১৬২।

সভাপতি: মো. কবির হোসেন

পরিচালনা পর্ষদ: সভাপতিসহ ৯ জন সদস্য নিয়ে এই পরিষদ গঠিত।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্য: এই এলাকার জনগণের মধ্যে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, দুস্থ মানবতার সেবা ও বেকার যুবকদের কর্ম সংস্থানের উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংগঠনের জন্ম। সাবেক প্রয়াত মন্ত্রী জনাব শামসুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় এটি গতিশীল হয়ে উঠে। সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে এটি জনগণের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। বেকারত্ব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পেশাগত প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এই সংগঠনের মাধ্যমে। প্রায় বিশ বছর যাবত এই সংগঠনটি জনগণের কল্যাণে ফলপ্রসু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে আর্থিক সংকটের কারণে এর কার্যক্রমে কিছুটা স্থবিরতা দেখা দেয়। তবে বর্তমানে কিছু উদ্যোগী ব্যক্তিদের চেষ্টায় পূর্বের কার্যক্রম জারি করার প্রচেষ্টা চলছে।

সরকারের আর্থিক অনুদান পেলে এটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে। সদস্যদের চাঁদা ও মাঝে মধ্যে সরকারি আর্থিক অনুদান থেকে এই সংগঠনের অর্থের যোগান দেয়া হয়।

৪.৩.৪ নয়াপাড়া সমাজ কল্যাণ সংসদঃ মির্জাপুর গাজীপুর

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৯ ইংরেজি, রেজিষ্ট্রেশন নম্বর- গা-০২৭৯।

সভাপতি: মো. আমীর হামজা

পরিচালনা পর্ষদ: ১১ সদস্য বিশিষ্ট ও ১৩০ জন সদস্যের সমন্বয়ে পরিচালিত।

সংগঠনের পরিচিতি ও উদ্দেশ্য: আবহমানকাল থেকে গ্রামীণ সংস্কৃতি ও লোক ঐতিহ্য বিভিন্ন জাতীয় দিবসে জনগণের নিকট তুলে ধরা, গ্রামীণ ঐতিহ্য সমুন্নত রেখে নগর জীবনের সংস্কৃতির সাথে সমন্বয় সাধন করা। গ্রামীণ প্রতিভার বিকাশ ও বিভিন্ন খেলাধুলার মাধ্যমে দক্ষ খেলোয়ার চিহ্নিত করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষরূপে গড়ে তোলা এই সংগঠনের উদ্দেশ্য। এই সংগঠনটি রাজনীতি মুক্ত হওয়ায় এলাকার ১০০% লোক এটির কার্যক্রমকে নিজেদের কর্মকাণ্ড হিসেবে মনে করে। সামাজিক কর্মকাণ্ডে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। জনগণের দেয়া অর্থ, সদস্যদের চাঁদা, চেয়ারম্যান অথবা এমপি সাহেবের দেয়া এক কালীন অর্থ দ্বারা এর যোগান দেয়া হয়ে থাকে। এর কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে আগামী অল্প সময়ের মধ্যেই এটি সাহিত্য, ক্রিয়া ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

৪.৩.৫ নবরত্ন সমাজ কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সংঘঃ ভাদুন, গাজীপুর

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৫ ইংরেজি, রেজিষ্ট্রেশন নম্বরঃ ঢা-০১৭৪৯।

সভাপতি: মো. আব্দুল আলী

পরিচালনা পর্ষদ: ১৩ জন নিয়মিত সদস্য, দুইজন উপদেষ্টা এবং পাঁচ জন কোঅপ্ট করা সদস্য দ্বারা এই পর্ষদ গঠিত।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্য: এই সংগঠনকে নবীন ও প্রবীণদের মিলন কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা যায়। জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে এই সংগঠন বহুমাত্রিক কার্যক্রম ও প্রোগ্রাম

পরিচালনা করে থাকে। উপরন্তু জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে ছোট খাট রাস্তা মেরামত করা এবং প্রয়োজনবোধে জনগণের সুবিধার্থে খাল ও বিলের উপর বাঁশের সেতু নির্মাণ করে থাকে। জাতীয় দিবস ছাড়াও ইদ পনুর্মিলনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সদস্য ও জনগণের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করার প্রয়াস পায়। পর্যবেক্ষণের ফলে অনুমিত হয় যে, কিছু ত্রুটি থাকলেও এই সংগঠন জনগণের মধ্যে সৎ গুণাবলীর কর্ষণে অনেকটা অগ্রগামী। বিত্তশালী ব্যক্তিদের অনুদান, সদস্যদের চাঁদা এবং সরকার থেকে মাঝে মধ্যে প্রাপ্ত অনুদান দিয়ে এই সংগঠনের আর্থিক তহবিল গঠিত হয়ে থাকে।

৪.৩.৬ আদর্শ সমাজ কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সংঘ: কাসিমপুর, গাজীপুর

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৫ ইংরেজি, রেজিষ্ট্রেশন নম্বর: ঢা-০১৬৮৭।

সভাপতি: মো: মোতালেব হোসেন।

পরিচালনা পর্ষদ: তের জন নির্বাচিত সদস্য এবং এলাকার তিনজন বিশিষ্ট মনোনীত শিক্ষাবিদের সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্য: এই সংগঠনটি দেশীয় কৃষ্টি কালচারের লালন ও কষর্ণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ছাত্র-ছাত্রী ও তরুন সমাজ যাতে বিজাতীয় আকাশ সংস্কৃতির দ্বারা বিপথগামী না হয় সেই লক্ষ্যে তাদের মধ্যে চেতনাবোধ সৃষ্টি এই সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সংগঠনটি এলাকার প্রায় ৯০ শতাংশ লোকের সমর্থনপুষ্ঠ এবং তাদের জীবন যাত্রার উপর এর প্রভাব লক্ষণীয়। শিশু শিল্পী ও ছোটদের সুকুমার বৃত্তির লালনে এই সংগঠন কর্মসূচী দিয়ে থাকে। জাতীয় প্রতিযোগিতায় এই সংগঠনের দুই জন কিশোর শিল্পী নতুনকুরির পুরস্কার লাভ করেছে। এই সংগঠনের আর্থিক তহবিল সদস্যদের চাঁদা এবং সরকারি বেসরকারি অনুদান থেকে গঠিত হয়ে থাকে।

৪.৩.৭ জয়দেবপুর দলিল লেখক ও ভান্ডার কল্যাণ সমিতি: গাজীপুর সদর, গাজীপুর

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৫ ইংরেজি, রেজিষ্ট্রেশন নম্বর গা-০১৬৭।

সভাপতি: মো. আমজাদ হোসেন

পরিচালনা পর্ষদঃ ২১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ ও ১৭ জন সাধারণ সদস্য নিয়ে এই সমিতি পরিচালিত হচ্ছে।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিত ও উদ্দেশ্যঃ সকল দলিল লেখক যেন একই পর্যায়ভুক্ত হয়ে চলতে এবং কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। সমিতির কোন সদস্য যদি বড় ধরনের কোন রোগে রোগাক্রান্ত হন তবে সমিতি থেকে এককালীন প্রয়োজনীয় সাহায্য করার রেওয়াজ আছে। এই সমিতির উদ্যোগে প্রতি বছর প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া হয়। এছাড়া প্রতি রমজান মাসে গরীব মুসলমানকে শাড়ী লুঙ্গী দিয়ে ঈদ এবং হিন্দুদের জন্য পুঁজা উদযাপনের নগদ টাকা পয়সা বিতরণ করার রেওয়াজ আছে। সমিতির পক্ষ থেকে প্রতি বছর সদস্যদের চিত্ত বিনোদনের প্রয়াসে বাংলাদেশের সমুদ্রসৈকত, সুন্দরবন, বগুড়ার মহাস্থানগড়, নওঁগার পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার এবং প্রাচীন বাংলার রাজধানী লাখনৌতি বা সোনা মসজিদ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। সদস্যদের ব্যক্তিগত চাঁদা, সরকারি এবং বেসরকারি অনুদান থেকে এটির আর্থিক সমস্যার সমাধান করা হয়।

৪.৩.৮ প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচার নিউট্রেশন এন্ড ইনভাইরনমেন্টাল কনজার্ভেশান (প্রান্তিক): চান্দনা, গাজীপুর

প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৯৯ ইংরেজি, রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ গা-০৩৭২।

সভাপতিঃ মো. রফিকুল ইসলাম।

পরিচালনা পর্ষদঃ ৯ জন কার্যকরী সদস্য ও ২৪ জন সাধারণ সদস্যের সমন্বয়ে এই সংগঠন পরিচালিত হয়ে আসছে।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্যঃ দারিদ্র বিমোচন ও প্রতিটি নাগরিককে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে চলছে এই সংগঠন। এলাকার দুস্থ ও গরীব লোকদের এককালীন টাকা দিয়ে ঘর বাড়ী ও রিক্সা ভ্যান ক্রয় করে দিয়ে তার আয় থেকে দায় শোধ এই নীতিতে এটি কাজ করে যাচ্ছে। এক সময় টাকা দেয়া শেষ হলে ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তি ঐ সম্পদের মালিক হয়ে যায়। এভাবে নিঃস্ব মানুষদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার কাজ করে চলছে এই সংগঠন। এদেশের মানুষ বেশীর ভাগ নিম্নবিত্ত হওয়ায় সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত কোন সংস্থা

তাদের ঋণ দেয় না। তাই সমাজের ঐ শ্রেণীর লোকদের জীবিকার ব্যবস্থার জন্য এই সংগঠন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। পরিচালনা পর্ষদের নিজস্ব অর্থের দ্বারা এই ঋণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে আসছে। আগামীতে এই কর্মকান্ড অব্যাহত থাকলে দেশ থেকে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি গতিশীলতা লাভ করবে।

৪.৩.৯ গাছা দুঃস্থ সমাজকল্যাণ সমিতিঃ গাছা, গাজীপুর

প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৯৪ ইংরেজি, রেজিষ্ট্রেশন নম্বরঃ গা-০২১৬।

সাধারণ সম্পাদকঃ মো. আঃ আউয়াল

পরিচালনা পর্ষদঃ ৭ জন কার্যকরী সদস্য, ৩ জন উপদেষ্টা ও ২০ জন সাধারণ সদস্যের সমন্বয়ে এই সংগঠনের পরিচালনা পর্ষদ গঠিত।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্যঃ দুস্থ এবং আর্ত-মানবের সেবা দান এবং বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের ব্রত নিয়ে এই সংগঠনের জন্ম। দুস্থ মানুষের আর্থিক সাহায্য দান এবং সামাজিকভাবে তাদের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কিছু কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এই সংগঠন। বেকার যুবকদের বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই প্রতিষ্ঠান। সাফল্য ও ব্যর্থতা মিলে এখনো এই প্রতিষ্ঠান চালু আছে। এলাকার বিত্তশালীদের অনুদান এবং সদস্যের দেয়া চাঁদা দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণ মূলক কাজ করে যাচ্ছে।

৪.৩.১০পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীঃ ভোগরা, গাজীপুর, রেজিষ্ট্রেশন নং-৭০৯

প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৯৮ ইংরেজি।

এরিয়া ম্যানেজারঃ মো. আঃ রহিম

পরিচালনা পর্ষদঃ ৯ জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে এই পরিচালনা পর্ষদ গঠিত।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্যঃ এ সংগঠনটি জনগণকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে। জনগণের মধ্যে পৌরসচেতনতা সৃষ্টি করা এবং অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে এই সংগঠন। ঢাকা, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জেলার অংশ বিশেষে এই সংগঠনের কার্যক্রম বিস্তৃত। ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প

এই সংগঠনের কার্যক্রমকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। অন্যান্য এনজিও-র মত এই সংগঠনটি সরকারি এবং বিদেশী সাহায্য পেয়ে থাকে। এই সংগঠন থেকে ঋণ নিয়ে শতকরা ৮০% ভাগ লোক তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বচ্ছল করে তুলেছে।

৪.৩.১১ অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এন্ড ওরিয়েনটেড বাংলাদেশ (অর্ণব): উত্তর বিলাশপুর, গাজীপুর

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৯৮ ইংরেজি। রেজিস্ট্রেশন নং- ১৪০৫।

ব্যবস্থাপক: আজাদী সুলতানা লিলি।

পরিচালনা পর্ষদ: গোপালগঞ্জের সৈয়দ মনোয়ার একক ব্যক্তি হিসেবে কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে এই সংস্থাটি পরিচালনা করে যাকে, তবে ১৪ জন ব্যক্তি এর নিবার্হী সদস্য।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্য: একটি বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনা করে সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ এবং জনসেবা প্রদান এ সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। বিভিন্ন পেশায় বেকারদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় ঋণ দানের মাধ্যমে এ সংস্থাটি জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে পারেনি এ সংস্থাটি। একক ব্যক্তি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অন্যান্য এনজিওর ন্যায় তার ফান্ড যোগার করে থাকে।

৪.৪ কাপাসিয়া উপজেলা

৪.৪.১ ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইরডু): আমরাইদ, কাপাসিয়া

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৯৪ ইংরেজি, রেজিস্ট্রেশন নম্বর: গা-০৩৮৩।

সভাপতি: মো. এমদাদুল হক।

পরিচালনা পর্ষদ: ৫ সদস্য বিশিষ্ট নিবার্হী পরিষদ।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্য: এটি একটি বিদেশী অর্থনির্ভর সংগঠন। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও নেদারল্যান্ডের আর্থিক সহায়তায় এটি পরিচালিত হয়ে থাকে। গ্রামীণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও অর্থনেতিকভাবে আত্মনির্ভশীল হিসেবে গড়ে তোলা এর প্রধান উদ্দেশ্য। গ্রামবাসীদের মধ্যে বিশেষ করে অল্প শিক্ষিত ও মহিলাদেরকে ঋণ দিয়ে ক্ষুদ্র

পরিসরে তাদেরকে স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এই সংগঠন। সুদ পরিশোধ ঠিকমত করতে পারলে আরও বেশী ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা এই সংগঠনের আছে। সমস্ত থানায় এর কার্যক্রম এখনো প্রসার লাভ করতে পারেনি। ক্রমান্বয়ে এটির কার্যক্রম বিস্তার লাভ করছে।

৪.৪.২ গ্রামীণ সেবা: চরসন্ন্যানিয়া, কাপাসিয়া

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৯৬ ইংরেজি, রেজিষ্ট্রেশন নম্বর: গা-০২৮৭।

ব্যবস্থাপক: মো. নূরুদ্দিন মিয়া।

পরিচালনা পর্ষদ: সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধক্ষসহ ১৩ সদস্যের সমন্বয়ে এই পরিষদ গঠিত।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্য: গ্রামের সাধারণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ভাগ্য উন্নয়ন করা এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের দুস্থ ও অনুন্নত মহিলাদেরকে হাঁস মুরগী ও ছাগল পালনের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রয়াস এই সংস্থার। লভাংশ থেকে কিস্তি ভিত্তিক সুদসহ ঋণ শোধ করার মাধ্যমে এই সংস্থা তার কার্য পরিচালনা করে আসছে। সংস্থার সদস্যগণ এককালীন অর্থ দিয়ে একটি ফার্ম তৈরী করে তা থেকে ঋণ প্রদান পরিকল্পনা প্রবর্তন করেছে। এই প্রকল্প থেকে সঞ্চিত অর্থ ফান্ডে জমা হয়। এছাড়াও বেসরকারি সংস্থার অর্থ যোগান দানের উৎস তারা কাজে লাগায়। ৯০ শতাংশ ঋণ গ্রহীতা সময়মত তাদের কিস্তি দিয়ে থাকে। এই সংগঠনের কিছু সাংস্কৃতিক কার্যক্রমও আছে।

৪.৪.৩ প্রোগ্রাম ফর কমিউনিটি ডেভলমেন্ট: সন্ন্যানিয়া, কাপসিয়া

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৯৮ ইংরেজি, রেজিষ্ট্রেশন নম্বর: গা-০৩৪৭।

সভাপতি: মো. মতিউর রহমান।

পরিচালনা পর্ষদ: এই সংগঠনের ১৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ আছে। এলাকার শিক্ষিত গ্রাজুয়েটকে সদস্য করার নিয়ম রাখা হয়েছে।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্য: এ সংগঠনটি স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার ব্রত নিয়ে গঠিত হয়েছে। গ্রামে টিউবয়েল বসানো, স্যানেটারী পায়খানা স্থাপন এবং শিশু

ও বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ এই সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিদেশী এনজিও এর অর্থায়নে এটি পরিচালিত হচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট হারে চাঁদা নিয়ে এ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তাকে ঋণ সুবিধা দেয়া হয়। কিস্তি অনুযায়ী সুদসহ ঋণ শোধ করতে হয়। এই সংগঠনের কার্যক্রম সন্তোষজনক এবং ইতিমধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ লোক এই সংগঠনের উন্নয়নমূলক কাজের আওতায় পড়েছে। শিশুদেরকে টিকা প্রদানসহ রোগ প্রতিরোধ করার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাও গৃহীত হয়ে থাকে।

৪.৪.৪ প্রগতিঃ কালিয়ার, কাপাসিয়া

প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৯৮ ইংরেজি, রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ গা-০৩২০।

সভাপতিঃ মো. সোহরাব উদ্দীন।

পরিচালনা পর্ষদঃ এই সংগঠনের ৯ জন সদস্য ও ১ জন উপদেষ্টা আছে।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্যঃ গ্রামের জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নতির ব্রত নিয়ে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিনা জামানতে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করার ব্যবস্থা থাকায় এই সংগঠনের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র শিল্প তৈরী করাতে জনগণের আর্থিক উন্নতি হচ্ছে এবং শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়ছে। সরকারি ও বেসরকারি উৎস থেকে এই সংগঠন তার আর্থিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

৪.৪.৫ সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্রঃ পাঁচুয়া, কাপাসিয়া

প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৯৯ ইংরেজি, রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ গা-০৪২৩।

সভাপতিঃ মো. আ. খালেক।

পরিচালনা পর্ষদঃ ১৫ জন সদস্য নিয়ে এর পরিচালনা পর্ষদ গঠিত।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্যঃ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক কার্যক্রম জোরদার করা এবং তাদের মধ্যে উন্নয়ন সচেতনতা সৃষ্টি করা এই সংগঠনের উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক জ্ঞানদানও এই সংগঠনের উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণও এই সংগঠনের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই সংগঠন আর্থিক অবস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনগণ থেকে অনুদান ও চাঁদা গ্রহণ করে তহবিল গঠন করছে। বিদেশী কোন সংস্থার

সাহায্য এখন পর্যন্ত এই সংগঠন পায়নি। এর কার্যক্রম প্রাথমিক স্তরে আছে, ভবিষ্যতে তা বৃদ্ধি হতে পারে।

৪.৫ শ্রীপুর উপজেলা

৪.৫.১ শ্রীপুর থানা ভূমিহীন কল্যাণ সমিতি: শ্রীপুর, গাজীপুর

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৯৩ ইংরেজি, রেজিষ্ট্রেশন নম্বর: গা-০২৫০।

সাধারণ সম্পাদক: মো. আ. মোতালিব।

পরিচালনা পর্ষদ: ১৩ জন সাধারণ সদস্য নিয়ে এই পর্ষদ পরিচালিত হচ্ছে।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্য: এই থানার অন্তর্গত গ্রামের ভূমিহীন মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এই সংগঠনের লক্ষ্য। যাদের কোন আবাদযোগ্য ভূমি নেই কিংবা থাকার কোন বাড়ী ঘর নেই তাদের পুনর্বাসনের জন্য এই সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে সীমিত আকারে হলেও দুস্থ ও ভূমিহীনদের খাসজমি বরাদ্দ করাসহ তাদের আবাসনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সদস্যদের মাসিক চাঁদা, ইউনিয়ন কাউন্সিল, প্রশাসন ও স্থানীয় এমপির বরাদ্দ থেকে এই সংগঠনের আর্থিক তহবিল গঠনে সহায়তা করছে।

৪.৫.২ একতা সমাজ কল্যাণ সংঘ: জৈনাবাজার, শ্রীপুর

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৫ ইংরেজি, রেজিষ্ট্রেশন নম্বর: গা-০৩৩৪।

সভাপতি: মো. আফজালুর রহমান।

পরিচালনা পর্ষদ: ৩১ জন সদস্য নিয়ে এর পরিচালনা পরর্ষদ গঠিত। বর্ততানে এর সাধারণ সদস্য সংখ্যা ১০১ এবং প্রতি বছর জানুয়ারী মাসে সাধারণ সদস্য বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হয়।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্য: গ্রামীণ জনগণের উন্নয়ন এবং শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ এই সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য। রাস্তা মেরামত করা, কন্যাদায়গ্রস্থ লোককে আর্থিক সহায়তা দান করা এবং শিক্ষিত বেকারদের চাকরির ব্যবস্থা করা এই সংগঠনের লক্ষ্য। ইতিমধ্যে কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ করার জন্য ৯০ শতাংশ লোকের আস্থা আছে এই সংগঠনের উপর।

সদস্যদের ভর্তি ফি এবং মাসিক পাঁচ টাকা হারে চাঁদা আদায় ও সঙ্গতিপূর্ণ ব্যক্তিদের অনুদান দিয়ে এই সংগঠনের তহবিল গঠিত।

৪.৫.৩ বিকাশ মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি: মাওনা চৌরাস্তা, শ্রীপুর

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৯৬ ইংরেজি, রেজিস্ট্রেশন নম্বর: গা-০৩৫৫।

সভাপতি: মো. আ. আউয়াল।

পরিচালনা পর্ষদ: ১০ জন সদস্য ও ৫ জন উপদেষ্টার সমন্বয়ে এই সংগঠন পরিচালিত হয়।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্য: এই সোসাইটি ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও জ্ঞান চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি ও উন্নতকরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের প্রতিভা বিকাশের জন্য লেখা পড়ার পাশাপাশি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম খেলাধুলা, রচনা প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যুক্ত করা এই সোসাইটির মুখ্য উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রস্তাবিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে সোসাইটি অনেকটা সফলকাম হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক বিকাশের জন্য এই সংগঠনের ভূমিকা ইতিবাচক। সরকারি বেসরকারি অনুদান ও সদস্যদের চাঁদা এই সংগঠনের অর্থ তহবিলের প্রধান উৎস।

৪.৫.৪ আদিবাসী কল্যাণ সংস্থা: ভেরামতলী, শ্রীপুর

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৯৮ ইংরেজি, রেজিস্ট্রেশন নম্বর: গা-০৪১৪।

সভাপতি: হরি চন্দ্র বর্মন।

পরিচালনা পর্ষদ: ৯ জন সদস্য ও ১ জন উপদেষ্টা নিয়ে এ পরিচালনা পর্ষদ গঠিত।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্য: আদিবাসী হিসেবে পরিচিত কোচ সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করাও এ সংস্থার উদ্দেশ্য। অন্যান্য সংগঠন থেকে এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। এদের সাথে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা নেই। তারা নিজেরা নিজেদেরই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। এরা সরকারি খাস জমিতে বন তৈরি করে যে অর্থ উপার্জন করে তা থেকে নির্দিষ্ট হারে কিছু অর্থ এই সংগঠনের অর্থ তহবিলে প্রদান করে। সরকারি ও বেসরকারি অনুদানও এই তহবিলে জমা হয়। এই সংগঠনের কার্যক্রম ধীর গতিতে চলছে।

৪.৫.৫ গাজীপুর অঞ্জলী সাংস্কৃতিক একাডেমী: গাজীপুর, শ্রীপুর

প্রতিষ্ঠাকাল: ০১.০১.১৯৯৯ ইংরেজি, রেজিস্ট্রেশন নম্বর: গা-০৩৯৯।

সভাপতি: মো. আ. খায়ের।

পরিচালনা পর্ষদ: সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং চার জন সাধারণ সদস্যসহ তিন জন উপদেষ্টা দ্বারা এই একাডেমী পরিচালিত হয়ে থাকে।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্য: এই সংগঠনটি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভা ও মেধা বিকাশের নিমিত্তে গঠিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এর কর্মকান্ডের অন্তর্ভুক্ত। শিশু কিশোর ও তরুন ছাত্র-ছাত্রীদের সুকুমার বৃত্তির বিকাশের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম ও গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলো পালন করে থাকে। এই সংগঠনের কার্যক্রম সন্তোষজনক। সদস্যদের মাসিক চাঁদা ও বিত্তশালীদের অনুদান দ্বারা এর অর্থ তহবিল গঠিত।

৪.৬ কালিয়াকৈর উপজেলা

৪.৬.১ হাবিবপুর সমাজ সেবা যুব সংঘ: হাবিবপুর, কালিয়াকৈর

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৯৫ ইংরেজি, রেজিস্ট্রেশন নম্বর গা-০৩০৫।

সভাপতি: মো. আব্দল্লাহ।

পরিচালনা পর্ষদ: ৭ জন সদস্য নিয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ প্রাপ্ত ছাত্র পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হতে পারে। এছাড়া কলেজের ছাত্র সাধারণ সদস্য হতে পারে।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্য: এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী সংঘ। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য পাস করা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদের দ্বারা এই সংঘ গঠিত এবং তারা এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে থাকে। উপরন্তু ছাত্রদের মননশীলতা ও মানবিক গুণাবলীর লালন ও কর্ষণের ভূমিকা পালন করে। সন্ত্রাসী কিংবা বখাটে যুবকদেরকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠিক পথে আনার চেষ্টা করে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। সংঘের সদস্যদের ভর্তি ফি, মাসিক চাঁদা, এলাকার বিত্তবানদের দান এবং হাট থেকে সংগৃহীত চাঁদা এই সংঘের অর্থ তহবিল গঠন করে।

৪.৬.২ গ্রাম বিকাশ সংস্থা: বড়ই বাড়ী, কালিয়াকৈর

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৯৬ ইংরেজি, রেজিস্ট্রেশন নম্বর: গা-০৩৩৩।

সভাপতি: মো: মতিউর রহমান।

পরিচালনা পর্ষদ: পরিচালনা পর্ষদের উপদেষ্টা ও পরিচালনা কর্মকর্তাসহ সদস্য সংখ্যা ১০ জন।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্য: এই সংস্থাটি গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাগত উন্নতি ও প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে স্থাপিত হয়েছে। তরুনমতি ছাত্র-ছাত্রী যেন বিপথে যেতে না পারে সে জন্য গঠনমূলক ও বাস্তবমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং সুআচরণ ও সুস্বভাবের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সৃজনশীল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। সদস্যদের ভর্তি ফি, মাসিক চাঁদা ও সরকারি বেসরকারি অনুদান দিয়ে এটির অর্থ কহবিল গঠিত।

৪.৬.৩ সমাজ সংস্করণ ও মানব উন্নয়ন সংস্থা: গোয়াল বাথান, কালিয়াকৈর

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৯৮ ইংরেজি, রেজিস্ট্রেশন নম্বর: গা-০৩৬৩।

সভাপতি: আব্দুল হাই।

পরিচালনা পর্ষদ: ৫ জন মহিলাসহ ১৫ জন সদস্য এই সংস্থার কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্য: সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার দূর করে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং জাতিগঠনে সাহায্য করা। মানুষ ধর্মীয় কুসংস্কারের বেড়াজালে পড়ে ধর্মবিরোধী যে কাজ করে সেগুলো সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা এবং শ্বাসত ইসলামের বিধানের দিকে আকর্ষিত করা। এই সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এই অঞ্চলে প্রচলিত কুসংস্কারের মধ্যে গাজীর গান গেয়ে সন্তান লাভ বা মানুষের বিপদতাড়ন প্রভৃতি বিশ্বাস সম্পূর্ণ ধর্ম বিরোধী এবং শিরক বিদাতের পর্যায়ভুক্ত। চেষ্টা সত্ত্বেও এসব কুসংস্কার নির্মুল করা সম্ভব হয়নি। তবে অনেক ক্ষেত্রে এ সংস্থা তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সফলকাম হয়েছে। সদস্যদের চাঁদা, প্রশাসন কর্মকর্তা ও স্থানীয় এমপির অনুদান এর আর্থিক তহবিল গঠনে সহায়তা করছে।

৪.৬.৪ জামালপুর সমাজ কল্যাণ যুব সংঘ: স্বাকাশ্বর, কালিয়াকৈর

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৯৮ ইংরেজি, রেজিস্ট্রেশন নম্বর: গা-০৩৬৫।

সভাপতি: মো. কামাল উদ্দীন।

পরিচালনা পর্ষদ: ১১ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি দ্বারা পরিচালিত তবে সদস্য হওয়ার পথ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্য: এলাকার জনগণের মধ্যে ছোট খাট ভুল বুঝাবুঝি মাধ্যমে কোন সমস্যা তৈরি হলে এই সংগঠনের উদ্যোগে মীমাংসা করার পথ তৈরি করা হয়ে থাকে। জনগোষ্ঠীর প্রকৃত কল্যাণ কামনা করে কোন বিষয়ে সকল মানুষকে সংঙ্গে নিয়ে কাজ করার রেওয়াজ আছে। অন্যান্য এন.জি.ও সংগঠনের সাথে আর্থিকভাবে তাল মিলিয়ে উঠতে না পারলেও জনগণ আন্তরিকভাবে এই সংগঠনের উন্নতি কামনা করে। এই সংগঠনে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত একই কাতারে আসতে পারে বলে আপামর জনগোষ্ঠী এর সাথে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে। সদস্যদের চাঁদা দান, মৌসুমী ফল কাঁঠাল এবং ধান মাড়ায়ের সময় ফলফলাদি, ধান উত্তলন, সরকারি ও বেসরকারি অনুদান দ্বারা এর অর্থের যোগান হয়।

৪.৬.৫ দারিদ্র বিমোচন সাহায্য সংস্থা: আড়াইগঞ্জ, কালিয়াকৈর

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৯৯ ইংরেজি সালের ১লা জানুয়ারিতে কার্যক্রম শুরু হয়, রেজিষ্ট্রেশন নম্বর: গা-০৪০৭।

সভাপতি: মো. আউলাদ হোসেন।

পরিচালনা পর্ষদ: এলাকার প্রভাবশালী ৫ জন পরিচালনা পর্ষদের নেতৃত্বে এটি পরিচালিত।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্য: এলাকার দুস্থ মানুষ যারা সরকারি আধাসরকারি কোন সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে না এই শ্রেণীর মানুষদেরকে আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংগঠন কাজ করে চলছে। সমাজে অনগ্রসর মানুষকে স্বাস্থ্য সেবা, টিউবয়েল প্রদান ও স্যানিটেশন এর আওতায় আনার জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করে চলেছে। আগামী ৫ বছর কাজ করতে পারলে এসকল সমস্যা আর থাকবে না বলে ধারণা করা হচ্ছে। টিউবয়েল পানির মধ্যে কোন আর্সেনিক বিষ আছে কিনা তার পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা এই সংগঠনের অন্যতম কাজ বলে ধারণা করা যায়। নির্বাচিত জনের অর্থায়নে পরিচালিত হলেও এলাকায় প্রতিষ্ঠিত সমিতির সঞ্চয় থেকেও এর অর্থের যোগান হয়।

৪.৭ কলিগঞ্জ উপজেলা

৪.৭.১ আতুরী নবারুন জনতা ক্লাবঃ কুমুন, কালিগঞ্জ

প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৮৬ ইংরেজি সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে এই ক্লাবের জন্ম, রেজিষ্ট্রেশন নম্বরঃ গা-০৬৯।

সভাপতিঃ মো. লিয়াকত আলী।

পরিচালনা পর্ষদঃ ২ জন উপদেষ্টাসহ ১০ সদস্যের পরিচালনা কমিটি দ্বারা পরিচালিত।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্যঃ অত্র এলাকার প্রাইমারী স্কুল প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা ও শিক্ষিত যুবক ছেলে মেয়েদের সমন্বয়ে এই ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ক্লাবের উদ্যোগে খেলাধুলা সামগ্রী ক্রয় এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ খেলোয়াড় তৈরি করা এর লক্ষ্য। জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। এই ক্লাবের মাধ্যমে এলাকার বখাটে এবং সন্ত্রাসীদের বুঝিয়ে সুজিয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মের ব্যবস্থা করার রেওয়াজ আছে। এলাকার মহিলাদের শেলাই প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কিস্তিতে শেলাই মেশিন ব্যবস্থা করার বিধান আছে। সদস্যদের নিয়মিত চাঁদা দান ও ক্লাবের নামে হাট ইজারার মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে এর তহবীল গঠিত।

৪.৭.২ লোক ঐতিহ্য গবেষণা ও সমাজ কল্যাণ পরিষদঃ ফুলদি বাজার, কালিগঞ্জ।

প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৯৫ ইংরেজি সালের জানুয়ারী মাসে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠালাভ করে, রেজিষ্ট্রেশন নম্বরঃ গা-০২৬১।

সভাপতিঃ মো. আকবর হোসেন।

পরিচালনা পর্ষদঃ ১০ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি, ৩ জন উপদেষ্টা ও ৫১ জন সদস্যের সমন্বয়ে এই সংগঠন পরিচালিত হচ্ছে।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্যঃ আবহমানকাল থেকে লালিত বাংলার লোকঐতিহ্য ও সংস্কৃতি জনগণের মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ পালনের মাধ্যমে জনগণকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে এই সংগঠন। জনগোষ্ঠীকে সচেতন করার পাশাপশি সমাজ কল্যাণমূলক কাজ আঞ্জাম দেয়া হচ্ছে। সমাজের দুস্থ

মানুষদেরকে হাঁসমুরগী ও ছাগল লালন পালন করে নিজেদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে কাজ করছে। আকাশ সংস্কৃতির যুগেও গ্রামীণ মানুষের জীবনকাঠামো ঠিক রেখে সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করার ব্রত নিয়ে এই সংগঠন এগেয়ে চলছে। সদস্যদের চাঁদা, উপদেষ্টা মন্ডলীর এককালীন অনুদান ও সরকারি বেসরকারি বরাদ্দ থেকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

৪.৭.৩ সার্বিক মানব উন্নয়ন সংস্থা: চুয়ারিখোলা, কালিগঞ্জ

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৯৪ ইংরেজি সালের ১লা জুলাই এই সংগঠন কার্যক্রম শুরু করে, রেজিষ্ট্রেশন নম্বর: গা-০২৫৮।

সভাপতি: মো. আ. বাতেন।

পরিচালনা পর্ষদ: ৩ জন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি এই সংগঠন পরিচালনার মূল দায়িত্বে আছে।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্য: জনগোষ্ঠীর অদক্ষ মানুষকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষরূপে গড়ে তুলে কর্মসংস্থান করা। মানবগোষ্ঠীর জন্য যেখানেই হোক কর্মই তার আসল পরিচয়। এই শ্লোগানের উপর ভিত্তি করে সার্বিক মানব কল্যাণে নিয়োজিত আছে এই সংগঠন। পৃথিবীতে চলার ক্ষেত্রে একে অপরের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। পরস্পরকে সহযোগিতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে এই সংগঠন। সমাজে দুস্থ ও অসহায়দের সহজ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। নিম্ন শ্রেণীর মানুষের স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি করে রোগ বালাই থেকে মুক্ত থাকার জন্য উৎসাহিত করছে। পাঁচ জন বিশিষ্ট ধণাঢ্য ব্যক্তির অর্থ ও সমিতির সঞ্চয় দ্বারা এই সংগঠনের অর্থের যোগান দেয়া হয়। আগামী তিন বছর এই কাজের গতি অব্যাহত থাকলে এলাকার যথেষ্ট উন্নতি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

৪.৭.৪ দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নমূখী সংস্থা: ভাওয়াল মাজালপুর, কালিগঞ্জ

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৯৮ ইংরেজি সালের ১লা জানুয়ারি এর কার্যক্রম শুরু হয়, রেজিষ্ট্রেশন নম্বর: গা-০৩৩৯।

পরিচালক: মো. হেলাল উদ্দীন।

পরিচালনা পর্ষদঃ ৫ জন সদস্য পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে এর কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্যঃ জনগোষ্ঠীর দুস্থ মানবকে আর্থ-সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করা ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা। গরীব মানুষের কল্যাণ করার ব্রত নিয়ে এ সংস্থা কাজ করে চলেছে। ঢাকার পার্শবর্তী এলাকা হওয়ায় সকলেই কাজ চায়। কিন্তু যোগ্যতা ও দক্ষতা না থাকায় কাজ হচ্ছে না। জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশকে কাজের মাধ্যমে আয় থেকে দায় শোধ এই রীতির আলোকে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করা হচ্ছে। আরও কিছু দিন এই যাত্রা অব্যাহত থাকলে দেশ অনেকাংশেই স্বাবলম্বী হবে। পাঁচ ধণাঢ্য ব্যক্তির এককালীন অনুদান, সরকারি বেসরকারি খাত থেকে প্রাপ্য অর্থ ও সমিতির সঞ্চয় থেকে এর অর্থের সংকুলান হয়।

৪.৭.৫ স্বাস্থ্য সমাজ ও পরিবেশ উন্নয়ন সংস্থাঃ ভাওয়াল জামালপুর, কালিগঞ্জ

প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৯৯ ইংরেজি সালের ১লা জানুয়ারী এই সংগঠন জন্ম লাভ করে, রেজিষ্ট্রেশন নম্বরঃ গা-০৩৭৫।

সভাপতিঃ মো. আরিফ সরকার।

পরিচালনা পর্ষদঃ ১৩ জন সদস্য পরিচালনা পর্ষদ এর মাধ্যমে এই সংগঠনটি পরিচালিত হচ্ছে। তবে প্রতি বছর তরুন ছাত্র ও যুবকদের সদস্য করার রেওয়াজ চালু আছে।

সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও উদ্দেশ্যঃ এক সময়ের মুসলিন কাপড়ের আদিস্থল কালিগঞ্জ শিল্প শহর টঙ্গীর নিকটে হওয়ায় এলাকার পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এর হাত থেকে জনগোষ্ঠীকে রক্ষার লক্ষ্যে ও স্বাস্থ্য সচেতন করে গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে কাজ করে চলেছে এই সংগঠন। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য পরিবেশ বর্ধন বৃক্ষ রোপন, ঔষধী গাছের উৎপাদন, নির্বিচারে বৃক্ষ নিধনের হাত থেকে সচেতন করার মানষে কাজ করে চলেছে। জনগোষ্ঠীর সকল মানুকে স্বাস্থ্য স্বচেতনরূপে গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে প্রতিনিয়ত। এই সংগঠন অল্প সময় ধরে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও এর বিস্তৃতি ঘটেছে। সদস্যদের ভর্তি ফি, নিয়মিত অল্পহারে চাঁদা আদায় ও সরকারি বেসরকারি ফান্ড থেকে এর অর্থের যোগান দেয়া হয়।

গাজীপুর জেলার সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক সংগঠনসমূহের পূর্ণ তালিকা এবং তা থেকে নির্বাচিত সংগঠনসমূহের উপর আলোচনার সূত্র ধরে জনগোষ্ঠীর জীবনে এগুলোর প্রভাব নির্ণয় করা সমীচীন মনে করছি।

১৯৭১ সালে নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান পায়। ১৭৫৭ সালে পলাশি বিপর্যয়ের পর প্রায় দুইশত বছর বৃটিশ শাসনাধীনে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে পৌছে। তার পর ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পর পাকিস্তানের শাসনপর্বে কোন কোন ক্ষেত্রে দেশের ভাগ্য পরিবর্তিত হলেও স্বকীয় সংস্কৃতি যেমন বিকশিত রূপ লাভ করতে পারেনি তেমনি আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। তাই স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদশে সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভিত থেকে শুরু করে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়া এদেশের নেতৃত্বস্থানীয় শিক্ষিত ও গুণীজনের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। নতুন করে প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুনর্গঠনের চিন্তা ভাবনা সর্ব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে দানা বেধেঁ উঠে এবং বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। এদেশের প্রতিটি অঞ্চল ও জেলায় উন্নয়নের সার্বিক কার্যক্রম গৃহীত হয়। গাজীপুর অঞ্চল এবং পরবর্তীতে জেলা তার ব্যতিক্রম নয়। মানুষের সুস্থ মননশীলতা বিকাশের জন্য সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল সৃষ্টি করা যেমন কাম্য তেমনি মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ উন্নত করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের মত একটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সরকারি সংস্থা ও পরিচালনা ম্যাশিনারী এককভাবে দেশের সার্বিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে পারে না। এই পরিস্থিতির উত্তরণ করতে পারে জনগণের সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতা। বাংলাদেশের জনগণ এ ক্ষেত্রে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছে। স্থানীয়ভাবে তারা তাদের স্ব স্ব অঞ্চলের উন্নয়ন সাধনে আত্মনিয়োগ করতে কার্পণ্য করেনি। এককভাবে যা সম্ভব হয় না সমষ্টিগতভাবে তা সহজ হয়ে উঠে। সেজন্য তারা সংগঠনের মাধ্যমে স্ব স্ব অঞ্চলে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া গ্রহণ করে। এসব সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য জনগণের আত্মচেতনা সৃষ্টি করে তাদেরকে আর্থ-সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্র এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে এবং সামাজিক সংগঠনগুলোর রেজিষ্ট্রেশন দানের মাধ্যমে স্বীকৃতি

দিয়েছে। বিদেশী সংস্থা এই উদ্যোগের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশে আর্থিক অনুদান সম্প্রসারিত করেছে এবং সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে। বিদেশী সংস্থার অর্থ লগ্নিকরণের ভাল মন্দ উভয় দিক আছে। তাদের ইতিবাচক পদক্ষেপ প্রশংসিত হতে পারে এবং নেতিবাচক প্রভাব কোন কোন ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি করতে পারে। তবুও বাংলাদেশের উন্নয়নের কর্মকান্ডে দেশী ও বিদেশী সংস্থার ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। গাজীপুর জেলায় যে সব সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক সংগঠন গড়ে উঠেছে এবং সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে সার্বিকভাবে সেগুলোর কার্যক্রম কোন কোন ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। জনগণের সচেতনতা ও কল্যাণমুখীতা এ বাধাকে অপসারিত করতে পারে।

গাজীপুর জেলা রাজধানী ঢাকার সংলগ্ন হওয়ার কারণে বহু কলকারখানা সেখানে গড়ে উঠেছে। মালিক ও শ্রমিকের সংমিশ্রণ ঘটেছে এস্থানে। তাদের পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ মনোভাব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে। কিন্তু মাঝে মধ্যে শ্রমিক মালিক দ্বান্দিক পরিস্থিতি এই পরিবেশকে বিঘ্নিত করে থাকে। দেশ ও জনগণের স্বার্থে এইরূপ পরিস্থিতির যেন উদ্ভব না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

এই প্রেক্ষাপটে গাজীপুর জেলার অন্তস্থিত আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের একটি তালিকা সন্নিবেশন করা হয়েছে এবং সেগুলোর মধ্য হতে থানাওয়ারী নির্বাচিত সংগঠনগুলোর সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। এসব সংগঠনের উদ্দেশ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, স্ব স্ব এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে এসব সংগঠন কার্যক্রম-ভূমিকা পালন করে চলছে। সব ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করছে তা বলা যায় না। এতদসত্ত্বেও উপরের পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এসব আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের ইতিবাচক ভূমিকা জনগণের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য ও মননশীলতা সৃষ্টি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধে উঠে জনগণের সামগ্রিক উন্নতি বিবেচনায় আনলে এ সব সংগঠনের কর্মকাণ্ড ভবিষ্যতে জনগণের সুফল বয়ে আনবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

অধ্যায় ৫
শিক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জনজীবনে সেগুলোর প্রভাব

৫.১ বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা

জ্ঞান অর্জন মানুষের মৌলিক অধিকার। জ্ঞান মানুষকে আলোকিত করে এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করার স্বত্তা সৃষ্টি করে। জ্ঞান অন্বেষণে সময় কাটানো পবিত্র ব্রত হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। মহানবী (সা.) এর উপর প্রথম যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল তা ইকরা[১] বা পড় দ্বারা শুরু হয়েছিল। মহানবী (সা.) জ্ঞানকে বিজ্ঞলোকের হারানো বস্তু হিসেবে অভিহিত করে তা যে কোন উৎস থেকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দান করেছেন। জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান কেন্দ্র থেকেই সাধারণত হয়ে থাকে। প্রাচীন কাল থেকে অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলায়ও শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল। প্রতিটি অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থা তার স্বকীয়তা নিয়ে গড়ে উঠে। বাংলাদেশের গাজীপুর জেলায়ও শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এরূপ ধারণা প্রযোজ্য।

গাজীপুর জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার উপর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান সমীচীন মনে করছি।

প্রাচীন বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা করা যায় না। তবে অনুমান করা যায় যে, পরিবার প্রধান কিংবা গ্রাম প্রধানের নিকট হতে সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা সে সময়ের মানুষেরা গ্রহণ করত[২]। আর্যদের আগমনের পর হতে শিক্ষা গ্রহণ ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকারে আসে। বৈশ্য, শুদ্র, কিংবা নিম্নশ্রেণীর জনগোষ্ঠির শিক্ষা গ্রহণের অধিকার ছিল না।[৩] পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে বাংলায় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবকাঠামো গড়ে উঠে[৪] এবং তা

---

[১] আল কুরআন, সূরা আলাক আয়াত- ১-৫।

[২] Santosh Kumar Das, *The Educational System of the Ancient Hindus* (Calcutta: Mitra Press, 1930), p. 1.

[৩] শরীফা খাতুন, *তুলনামূলক শিক্ষাতত্ত্ব*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ২৫৩।.

[৪] ভিক্ষু সুখী আনন্দ, *বাংলাদেশ বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ১৫১।.

সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে।[৫] এ সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে চীনা পরিব্রাজক ফাহিয়ান, হিউ এং সান ও ইৎসিন প্রমুখ ব্যক্তি বিবরণ রেখে গেছেন।[৬] এ কারণে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিক্রম শীলা, পাহাড়পুরের সোমাপুর বিহার, ময়নামতি লালমাই বিহার এবং মহাস্থানের ভাসু বিহার গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ শাসনামলে বিহার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা জনগণের অনেকটা সহজলভ্য ছিল। কিন্তু খ্রিস্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বাহ্মণ্যবাদ সেন রাজদের শাসনামলে শিক্ষার পরিধি সংকুচিত হয়ে আসে এবং সংস্কৃত ভাষা ছাড়া অন্য ভাষার চর্চা প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণগণ ও রক্ষণশীল হিন্দু সংস্কৃত ভাষার উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট ছিলেন।[৭]

রামাই পন্ডিতের শূণ্য পুরাণ থেকে জানা যায় যে, সংস্কৃত ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় ধর্ম শাস্ত্র পাঠ করলে তার জন্য রৌরব নরক অবধারিত।[৮] সেন শাসনের পর ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির নেতৃত্বে তুর্কি মুসলমানদের বাংলা বিজয় বাংলার ইতিহাসে এক নব যুগের সূচনা করে। তাদের উদার নীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। আহার্য ও বাসস্থানের ন্যায় শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারে পরিণত হয়। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শিক্ষার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এ কারণে বাংলার সুলতানগণ প্রাথমিক পর্যায়ে প্রসিদ্ধ ও কৌশলগত স্থানে শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[৯] সুলতানি শাসন পর্বে এক উল্লেখযোগ্য শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্বিক উৎস হতে জানা যায়। এই সময়কার পাঠসূচীর মধ্যে ধর্মীয়, ব্যবহারিক

---

[৫] দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড (কোলকাতা: কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪২ সাল), পৃ. ৮৯২।

[৬] P. L. Paul, *The Early History of Bengal*, Vol. II (Calcutta: The Indian Research Institute, 1940), pp. 13-14.

[৭] A K M Yaqub Ali, "The Educational System in British Bengal", *Research Journal*, Vol. I Rejshahi University, p. 210.

[৮] অষ্টাদশ পুরাণানী রামস্য চরিতা নিচ। ভাষায়ং মানবঃ শ্রত্বারৌরব ব্রজেত। অনুবাদঃ যে ব্যক্তি অষ্টাদশ পুরাণ এবং রামায়ন ও মহাভারত দেব ভাষা (সংস্কৃত) ছাড়া মানুষের (বাংলা) ভাষায় অধ্যয়ন করবে তার জন্য রৌরব নরক। দ্র. দীনেশ চন্দ্র সেন, *বাংলা ভাষা ও সাহিত্য* (কোলকাতা: দাশগুপ্ত এন্ড সন্স, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৭৩-৭৪।

[৯] A K M Yaqub Ali, "Education For Muslims under the Bengal Sultanate", *Islamic Studies*, Vol. XXIV, No. 4, Islamabad, Pakistan, 1985, p. 423.

এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুলতানি শাসন পর্বের পর মুঘল শাসন পর্বে অনুরূপ শিক্ষা ধারা অব্যাহত ছিল। মুসলিম শাসন পর্বে বাংলায় শিক্ষার মাধ্যম ছিল ফার্সি এবং তার সাথে ধর্মের ভাষা আরবি এবং জনসাধারণের ভাষা বাংলার উৎকর্ষ সাধনে যথাযথ উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় ভাষা ফার্সি হওয়ার কারণে চাকুরীর সুবিধা ভোগ করতে হলে অবশ্যই তাকে ফার্সি জানতে হবে। এমতাবস্থায় ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক হতে হলে তাকে ফার্সি শিক্ষার সাথে সাথে সংস্কৃতিমনা হতে হতো।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের পরে বৃটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় মুসলিম শাসন পর্বের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকাংশে অনুসৃত হয়েছে। বৃটিশ শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলার জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও ধর্মীয় বিষয়ে নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং তারা তাদের এসব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেনি।[১০] কিন্তু পর্যায়ক্রমে তারা ইংরেজি শিক্ষাকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছে। প্রসংগত উল্লেখ করা যায় যে, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে উলিয়াম ক্যারি কলকাতায় আসেন, শ্রীরামপুরে একটি খ্রিষ্টিয়ান মিশন স্কুল স্থাপন করেন এবং ভারনাকুলার চর্চার মাধ্যমে জনগণকে খ্রিস্টীয় ধর্ম ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করেন।[১১] ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে উৎসাহী হিন্দু যুবকদের জন্য ইংরেজি শিক্ষার পথ সুগম করা হয়েছে। ১৮৩৫ সালে ইংরেজি শিক্ষা বৃটিশ সরকার কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত কেবল মাত্র কলকাতায় ২৫টির মত ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল।[১২] এ ক্ষেত্রে মিশনারিদের কার্যক্রম এত ব্যাপক ছিল যে, ১৮৩০ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত সময়কে "Age of the mission schools" বলা হয়।[১৩] জনগণের বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের

---

[১০] Willam Adam, *Report on the State of Education in Bengal*, A. N. Basu (ed.) (Calcutta: University of Calcutta, 1941), p. XIII.

[১১] আব্দুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯), পৃ. ৯৪-৯৫।

[১২] R.C Majumdar, *Gilmpses of Bengal in he Nineteenth Century* (Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyaya, 1960), p. 28.

[১৩] J A Richter, *History of School in India* (London, 1908), p. 183; M. Mohar Ali, *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities* (Chittagong: The Mehrub Publications, 1965), p. 65.

ক্রমবর্ধমান উৎসাহ লক্ষ্য করে ইংরেজ ও ভারতীয়দের যৌথ উদ্যোগে বহু ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে।[১৪] এরই ধারাবাহিকতায় ১৮২০ সালে কলকাতায় লর্ড বিশপ একটি কলেজ স্থাপন করেন। এমনকি হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এবং ১৮৩১ সালে কলকাতার বিভিন্ন অংশে ৬টি প্রাত:স্কুল তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।[১৫] এসব স্কুলে যে বিষয়গুলি পঠিত হতো তার মধ্যে ইংরেজি সাহিত্য ছাড়া ভূগোল, দর্শন (ভারতীয় ও ইউরোপীয়), ইতিহাস (প্রাচীন ও আধুনিক), চিত্রকলা, হস্তলিপি এবং বিভিন্ন শিল্প ও চারুকলা উল্লেখযোগ্য।[১৬] মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মান যাচাই করা হতো এবং সে অনুপাতে তাদেরকে গ্রেড প্রদান করা হত। মেধাবী ছাত্রগণকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা ছিল।[১৭] শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি হবে কিংবা স্থানীয় ভাষা হবে তা নিয়ে প্রাচ্যভাষাবিদ এবং ইংরেজি ভাববাদী পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট বাদানুবাদ চলে এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার প্রাচ্য ভাষাবিদদের দাবি উপেক্ষা করে ১৮৩৭ সালের ১ লা এপ্রিল থেকে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম ও সরকারি ভাষা হিসেবে চালু করে।[১৮] সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে যে সব মুসলিম যুবক আরবি ও ফার্সি ভাষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন তাদের জন্য সরকারি চাকুরীর দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, লর্ড ওয়ারেন হিস্টিংসের অনুমোদনক্রমে ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে মুসলমানদের জন্য দারসে নিজামিয়া পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাঠদানের জন্য কলকাতায় একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি পরবর্তী কালের সয়ংসম্পূর্ণ আলীয়া মাদ্রাসার প্রাথমিক রূপ। আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষিত যুবকগণের ইংরেজ সরকারের ইংরেজি রাষ্ট্র ভাষা চালুর ফলে সরকারি চাকুরীতে প্রবেশ করার পথ বন্ধ হয়ে যায়। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের

---

[১৪] M.A. Larid, *Missionaries and Education in Bengal 1793-1837* (Oxford: University Press, 1972), p. 268.

[১৫] M. Fazlur Rahman, *The Bengal Muslim and English Education* (Dacca: Bangla Academy, 1973), p. 41.

[১৬] A K M Yaqub Ali, "Oriental and Western Education in Bogra District: From the Second Half of 19th Century to mid 20th Century A.D", *University Grants Commission Research Project* (Rajshahi, RU, 1986), p. 9.

[১৭] *Ibid.*

[১৮] *Imperial Gazetter of India,* Vol. I (Calcutta: 1909), p. 152.

অনীহা অপর পক্ষে আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণের ফলে সরকারি চাকুরী বঞ্চিত মুসলমান যুবকগণ হতাশাগ্রস্থ হয়ে উঠে। এই পরিস্থিতির উত্তরণের জন্য মুসলিম চিন্তাবিধদের প্রচেষ্টায় সাধারণ শিক্ষার সাথে সমতা বিধান করে ১৯১৫ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১০ শ্রেণীর নতুন পদ্ধতির মাদ্রাসা (নিউস্কিম মাদ্রাসা) শিক্ষা চালু করা হয়। এ পাঠ্যসূচী অনুযায়ী যারা হাই মাদ্রাসার পরীক্ষা পাস করবে তারা সাধারণ শিক্ষায় মেট্রিকুলেশন পাস করা ছাত্রদের ন্যায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবে। সরকারি চাকুরীতেও তাদের প্রবেশ করার অধিকার থাকবে। মুসলমানদের জন্য আলীয়া ও হাই মাদ্রাসা শিক্ষার ধারাকে সনাতন শিক্ষা এবং ইংরেজি পদ্ধতিতে পরিচালিত শিক্ষাক্রম পাশ্চাত্য বা আধুনিক শিক্ষা হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের একটি অংশ যা পূর্ব পাকিস্তান নামে আখ্যায়িত। এই পূর্ব পাকিস্তানের পরিসীমা ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান পায়। পাকিস্তান শাসনামলেও কিছু সংস্কার সাপেক্ষে আধুনিক ও সনাতন ধারার শিক্ষা পদ্ধতি পূর্বের ন্যায় বলবৎ থাকে। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে মাদ্রাসা শিক্ষায় উল্লেখযোগ্যে সংস্কার সাধন করা হয় এবং সাধারণ শিক্ষার সমমানের সরকারি অনুমোদন লাভ করে। এতদসত্ত্বেও আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম অনুযায়ী মাদ্রাসা শিক্ষা এবং কাওমী মাদ্রাসা শিক্ষা সনাতন শিক্ষা হিসেবে এবং সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা আধুনিক শিক্ষা হিসেবে বাংলাদেশে গণ্য হয়ে থাকে। এই পটভূমির আলোকে গাজীপুর জেলার শিক্ষাক্রমের দুটি ধারা উপস্থাপিত করার প্রায়াস চালানো হবে।

৫.২ গাজীপুর জেলার আধুনিক ও সনাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

বাংলাদেশে যে শিক্ষা ধারা চলমান আছে গাজীপুর জেলা তার ব্যতিক্রম নয়। সানতন ও আধুনিক ধারার যে পাঠ্যক্রম বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সে পাঠ্যসূচী এই দুই ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুসৃত হয়ে থাকে। নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর বিস্তারিত প্রতিবেদন উপস্থাপিত করার পূর্বে গাজীপুর জেলার থানাওয়ারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা তুলে ধরা হল। অনুধাবনের

সুবিধার জন্য প্রথমে আধুনিক শিক্ষা (মাধ্যমিক পর্যায়ে), এরপর উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা এবং সর্বশেষ সনাতন ধারার মাদ্রাসা শিক্ষার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো।

৫.৩ গাজীপুর সরদ উপজেলা

টেবিল ৫.১ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়ন/পৌরসভা	ডাকঘর
১.	রাণী বিলাসমণি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়	পৌরসভা	জয়দেবপুর
২.	জয়দেবপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৩.	হাড়িনাল উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৪.	শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৫.	নীলের পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৬.	বি, ডি, পি, উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	বি, আই, টি,
৭.	বি, এম, টি, এফ, উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	বি, আই, টি,
৮.	ছোট দেওড়া অগ্রণী উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	জয়দেবপুর
৯.	জি, কে, আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ধীরাশ্রম
১০.	বি. এ. আর. আই. উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	বি. এ. আর. আই.
১১.	প্রগতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	বি. এ. আর. আই.
১২.	বি, ও, এফ, উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	বি, ও, এফ,
১৩.	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
১৪.	মফিজ উদ্দিন খান উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
১৫.	সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
১৬.	কাজী রাজিয়া সুলতানা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	জয়দেবপুর
১৭.	বি. আই. টি উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	বি, আই, টি,
১৮.	বাঘিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	কোনাবড়ী	নীলনগর
১৯.	কোনাবাড়ী এম,এ, কুদ্দুছ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
২০.	ভবানীপুর উচ্চ বিদ্যালয়	মির্জাপুর	ভবানীপুর
২১.	ভাওয়াল মির্জাপুর হাজী জমির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	মির্জাপুর বাজার
২২.	পিরুজালী উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	পিরুজালী
২৩.	পিরুজালী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
২৪.	মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ভবানীপুর
২৫.	ডগরী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	মির্জাপুর বাজার
২৬.	বাঘের বাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ভবানীপুর
২৭.	ভাওয়াল বাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়	বাড়িয়া	ভাওয়াল বাড়িয়া

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়ন/পৌরসভা	ডাকঘর
২৮.	কয়ের উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	পূবাইল
২৯.	আতুরী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	কুমুন
৩০.	কমলেশ্বর রোকেয়া স্মরণী উচ্চ বিদ্যালয়	গাছা	কে,বি,বাজার
৩১.	খাইলকুর বাদশা মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	কে,বি,বাজার
৩২.	কামার জুরী ইউসুফ আলী উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	গাছা
৩৩.	গাছা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৩৪.	হাতিমারা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	কাসিমপুর	সারদাগঞ্জ
৩৫.	কাসিমপুর উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	কাসিমপুর
৩৬.	চান্দনা উচ্চ বিদ্যালয়	বাসন	চান্দনা
৩৭.	বাসন তৈজুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	কড্ডা বাজার
৩৮.	আলেকজান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৩৯.	কাজীম উদ্দিন চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	চান্দনা
৪০.	টি,এন্ড,টি, উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৪১.	মজল্যিশপুর উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	কড্ডা বাজার
৪২.	কাউলতিয়া জহির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়	কাউলতিয়া	কাউলতিয়া
৪৩.	নাসির উদ্দিন মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	সালনা
৪৪.	রোভার পল্লী উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	রোভার পল্লী
৪৫.	হাতিয়াব হাজী ছমির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	বি,ও,এফ,
৪৬.	পোড়াবাড়ী সাহসুফী ফছিহ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ইপ্সা
৪৭.	বিন্দান উচ্চ বিদ্যালয়	পূবাইল	উলুখোলা
৪৮.	হায়দরাবাদ রমনী কুমার পৈত উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	হায়দরাবাদ মাদ্রাসা
৪৯.	মেঘডুবী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৫০.	পূবাইল উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	পূবাইল
৫১.	ভাদুন উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৫২.	হারবাইদ উচ্চ বিদ্যালয়	পূবাইল	হারবাইদ
৫৩.	টংগী পাইলট স্কুল এন্ড গার্লস কলেজ	টংগী/১	নিশাত নগর
৫৪.	শফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ	ঐ	ঐ
৫৫.	সাতাইশ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	গাছা
৫৬.	কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস্ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	মন্নুনগর
৫৭.	নোয়াগাঁও এম.এ. মজিদ মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	টংগী/২	ঐ
৫৮.	নিশাত জুট মিলস্ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	নিশাত নগর
৫৯.	অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলস্ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৬০.	আশরাফ টেক্সটাইল মিলস্ উচ্চ বিদ্যালয়	টংগী/৩	মন্নু নগর

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়ন/পৌরসভা	ডাকঘর
৬১.	সিরাজ উদ্দিন সরকার বিদ্যানিকেতন	ঐ	ঐ
৬২.	আমজাদ আলী সরকার পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৬৩.	শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়	টংগী/৪	ঐ
৬৪.	টি.এন.টি কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়	টংগী/৫	ঐ
৬৫.	শিলমুন আঃ হাকিম মাষ্টার উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৬৬.	শাহাজাউদ্দিন সরকার আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	টংগী/৬	এরশাদ নগর
৬৭.	মজিদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়।	টংগী/৭	ঐ

টেবিল ৫.২ উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়ন/পৌরসভা	ডাকঘর
১.	ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ	বাসন	চান্দনা
২.	কাজী আজিমউদ্দিন কলেজ	গাজীপুর পৌরসভা	জয়দেবপুর
৩.	গাজীপুর ক্যান্টঃ বোর্ড কলেজ	ঐ	বি.ও.এফ
৪.	গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ	ঐ	জয়দেবপুর
৫.	ভাওয়াল মির্জাপুর ডিগ্রী কলেজ	মির্জাপুর	ভাওয়াল মির্জাপুর
৬.	রোভারপল্লী ডিগ্রী কলেজ	কাউলতিয়া	রোভারপল্লী
৭.	পুবাইল আদর্শ কলেজ	পুবাইল	পুবাইল
৮.	কোনাবাড়ী কলেজ	কোনাবাড়ী	কোনাবাড়ী
৯.	গাছা বঙ্গবন্ধু কলেজ	গাছা	কে.বি. বাজার
১০.	টংগী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ	টংগী, ওয়ার্ড নং-১	নিশাত নগর
১১.	টংগী পাইলট স্কুল এন্ড গার্লস কলেজ	টংগী, ওয়ার্ড নং-১	ঐ
১২.	সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ	টংগী ওয়ার্ড নং-১	ঐ

টেবিল ৫.৩ মাদ্রাসা শিক্ষা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়ন/পৌরসভা	ডাকঘর
১.	ভারারুল হারান মামুদ দাখিল মাদ্রাসা	গাজীপুর পৌরসভা	জয়দেবপুর
২.	কানাইয়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	কানাইয়া
৩.	জয়দেবপুর দারুস সালাম সিনিয়র ফাযিল মাদ্রাসা	ঐ	জয়দেবপুর
৪.	মদিনাতুল উলুম আলিম মাদ্রাসা	ঐ	জয়দেবপুর
৫.	পূর্ব ধীরাশ্রম ডা. বখর উদ্দিন দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ধীরাশ্রম
৬.	গাজীপুর সিনিয়র ফযিল মাদ্রাসা	ঐ	গাজীপুর

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়ন/পৌরসভা	ডাকঘর
			ক্যান্টবোর্ড
৭.	ভাওরাইদ মুন্সী মমির উদ্দিন দাখিল মাদ্রাসা	কাউলতিয়া ইউনিয়ন	সালনা
৮.	জোলার পাড় বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	কাউলতিয়া
৯.	হাতিয়াব ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	ঐ	বি.ও.এফ
১০.	সালনা ইসলামিয়া সিনিয়ার ফাযিল মাদ্রাসা	ঐ	সালনা
১১.	পোড়াবাড়ী সাবেরিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ইপসা
১২.	কাথোরা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	সালনা
১৩.	আলহাজ্ব আইন উদ্দিন সরকার দাখিল মাদ্রাসা	বাসন	চান্দনা
১৪.	চান্দপাড়া দারুলউলুম জামিরিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	চান্দপাড়া
১৫.	পিরুজালী আমানিয়া সিনিয়ার ফাজিল মাদ্রাসা	মির্জাপুর	পিরুজালী
১৬.	নয়াপাড়া এবাদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	মির্জাপুর
১৭.	পাইনশাইল গাছ পুকুরপাড় দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ভাওয়াল মির্জাপুর
১৮.	মনিপুর মোস্তাফিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ভবানীপুর
১৯.	গজারিয়া পাড়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ভাওয়াল মির্জাপুর
২০.	বাগবাড়ী হাক্কানীয়া সালেহিয়া সিনিয়ার আলিম মাদ্রাসা	কাসিমপুর	কাসিমপুর
২১.	লালদিঘী জান্নাতুল বাকী দারুলউলুম দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	কাসিমপুর
২২.	খাতিয়া বন্দান ইসরামিয়া সিনিয়ার আলিম মাদ্রাসা	বাড়িয়া	কুমুন
২৩.	কালনী ইসলামিয়া সিনিয়ার ফাযিল মাদ্রাসা	ঐ	কালনী
২৪.	জামুনা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	কালনী
২৫.	কাথোরা মোহাম্মদীয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	গাছা	কে.বি.বাজার
২৬.	ডেগের চালা ছয়দানা এম.ইউ. সিনিয়ার আলিম মাদ্রাসা	ঐ	কে.বি.বাজার
২৭.	চান্দরা রহমানিয়া সিনিয়ার আলিম মাদ্রাসা	ঐ	গাছা
২৮.	পূবাইল রহমানিয়া সিনিয়ার আলিম মাদ্রাসা	পূবাইল	পূবাইল
২৯.	হারবাইদ সিনিয়ার ফাযিল মাদ্রাসা	ঐ	হারবাইদ
৩০.	হায়দরাবাদ হোসেনীয়া সিনিয়ার ফাযিল মাদ্রাসা	ঐ	হায়দরাবাদ
৩১.	টঙ্গী ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	টঙ্গী, ওয়ার্ড নং-৬	এরশাদ নগর
৩২.	টঙ্গী আশরাফুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	টঙ্গী ওয়ার্ড নং-৪	মন্নুগর
৩৩.	মিরশপুর পাড়া হামিদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	টঙ্গী ওয়ার্ড নং-৩	ঐ

৫.৪ কাপাসিয়া উপজেলা

টেবিল ৫.৪ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়ন/পৌরসভা	ডাকঘর
১.	কাপাসিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	কাপাসিয়া	কাপাসিয়া
২.	পাবুর উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	পাবুর
৩.	বরুণ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	কাপাসিয়া
৪.	ভুবনের চালা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ভা.নারায়নপুর
৫.	কাপাসিয়া হরিমঞ্জুরী পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	কাপাসিয়া
৬.	পাবুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	পাবুর
৭.	তাজ উদ্দিন আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	ঐ	ভা.নারায়নপুর
৮.	তারাগঞ্জ এইচ. ইন. উচ্চ বিদ্যালয়	দূর্গাপুর	তারাগঞ্জ
৯.	রাণীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	রাণীগঞ্জ
১০.	রাওনাট আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	রাওনাট
১১.	ফুলবাড়ীয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ফুলবাড়ীয়া
১২.	নাশেরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	তারাগঞ্জ
১৩.	দরিমেরুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	রাওনাট
১৪.	ভাওযার চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়	চাঁদপুর	ভা: চাঁদপুর
১৫.	নলগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	নলগাঁও
১৬.	ভাকুয়াদী উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	তিলশুনিয়া
১৭.	বড়ছিট উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	নলগাঁও
১৮.	ভাকুয়াদী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	চাঁদপুর	তিলশুনিয়া
১৯.	মইশা ধামনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	নলগাঁও
২০.	কোহিনুর বালক উচ্চ বিদ্যালয়	তারগাঁও	তরগাঁও
২১.	ঈদগাঁ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	খামের
২২.	চিনাডুলী বাঘিয়া এম,আর, উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	পাক বাঘিয়া
২৩.	ফকির শাহাবুদ্দিন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	খামের
২৪.	উত্তর খামের এম.এ. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
২৫.	মৈশন ইউনিয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
২৬.	কোহিনুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	তরগাঁও
২৭.	উত্তর খামের বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	খামের
২৮.	হাসানিয়া নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	ঐ	ঐ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়ন/পৌরসভা	ডাকঘর
২৯.	ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় (হাইজোর)	রায়েদ	রায়েদ
৩০.	আমরাইদ ইয়াকুব আলী সিকদার উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	আমরাইদ
৩১.	হাফিজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় (ভুলেশ্বর)	ঐ	ভুলেশ্বর
৩২.	রায়েদ ইউনিয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	রায়েদ
৩৩.	আমরাইদ নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	ঐ	আমরাইদ
৩৪.	টোক রনেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়	টোক	টোক নয়ন বাজার
৩৫.	বীর উজলী উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	বীর উজলী
৩৬.	আড়ালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	আড়ালিয়া
৩৭.	পাচুয়া উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৩৮.	টোক সরজুবালা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	টোক নয়ন বাজার
৩৯.	উলুসারা কাদির ভূইয়া জুনিয়র হাই স্কুল	ঐ	উলুসারা
৪০.	ডুমদিয়া জুনিয়ার হাই স্কুল	ঐ	টোক নয়ন বাজার
৪১.	সিংহশ্রী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়	সিংহশ্রী	সিংহশ্রী
৪২.	কপালেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	কপালেশ্বর
৪৩.	আলাউদ্দিন খান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	সিংহশ্রী
৪৪.	জে.পি.ডি.এম. আদর্শ জু: হাই স্কুল	ঐ	সোহাগপুর
৪৫.	সোহাগপুর জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৪৬.	ইকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	কড়িহাতা	ইকুরিয়া
৪৭.	রামপুর উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	পিরুজপুর
৪৮.	পিরুজপুর উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৪৯.	পেওরাইদ ওহাবিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	খামের
৫০.	কড়িহাতা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ইকুরিয়া
৫১.	খিরাটী এ,কে, উচ্চ বিদ্যালয়	ঘাগটিয়া	খিরাটী
৫২.	ঘাগটিয়া চালা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঘাগাটিয়া চালা
৫৩.	কামারগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	কামারগাঁও
৫৪.	শাহীন রেজা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঘাগটিয়া চালা
৫৫.	সিংগুয়া ফকির শাহবুদ্দিন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	সিংগুয়া
৫৬.	খিরাটী পূর্ব পাড়া ডা. আ: রহমান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	খিরাটী

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়ন/পৌরসভা	ডাকঘর
৫৭.	চর বাঘুরা জুনিয়র উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	ঐ	সিংগুয়া
৫৮.	আড়াল জি.এল. উচ্চ বিদ্যালয়	সনমানিয়া	আড়াল বাজার
৫৯.	সনমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	সনমানিয়া
৬০.	ডাঃ আঃ আজিজ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৬১.	সনমানিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৬২.	আড়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	আড়াল বাজার
৬৩.	আক্তার বানু বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	হাছানপুর
৬৪.	দক্ষিনগাঁও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	আড়াল বাজার
৬৫.	সিংগুয়া উচ্চ বিদ্যালয়	বারিষাব	সিংগুয়া
৬৬.	লোহাদী উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	লোহাদী
৬৭.	চর দুর্লভ খান আঃ হাই সরকার উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	বারিষাব বাজার
৬৮.	শহীদ গিয়াস উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ভেরার চালা
৬৯.	নরোত্তমপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	নরোত্তমপুর
৭০.	কির্ত্তুনিয়া ইছব আলী ভূইয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	লোহাদী
৭১.	চেংনা জুনিয়ার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঘাগুটিয়ার চালা
৭২.	ভিকার টেক জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয়	ঐ	বারিষাব বাজার

টেবিল ৫.৫ উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়ন/পৌরসভা	ডাকঘর
১.	কাপাসিয়া ডিগ্রী কলেজ	কাপাসিয়া	কাপাসিয়া
২.	বঙ্গতাজ মহাবিদ্যালয়	ঘাগটিয়া	খিরাটী
৩.	শরীফ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ কলেজ	টোক	টোকনয়ন বাজার
৪.	ইউনিয়ন মহাবিদ্যালয় (হাইলজোর)	রায়েদ	রায়েদ
৫.	আলহাজ্ব রেজাউল হক মহিলা কলেজ	ঘাগটিয়া	খিরাটী

টেবিল ৫.৬ মাদ্রাসা শিক্ষা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়ন/পৌরসভা	ডাকঘর
১.	রাউতকোনা ফাযিল মাদ্রাসা	কাপাসিয়া	কাপাসিয়া
২.	কাপসিয়া আলিম মাদ্রাসা	ঐ	ঐ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়ন/পৌরসভা	ডাকঘর
৩.	কামরা মাসুক ফযিল মাদ্রাসা	দূর্গাপুর	ফুলবাড়ীয়া
৪.	বেগুনহাটী ফযিল মাদ্রাসা	ঐ	রাণীগঞ্জ
৫.	রাওনাট হোসাইনিয়া আলিম মাদ্রাসা	ঐ	রাওনাট
৬.	ফুলবাড়ীয়া দূর্গাপুর রহমানিয়া আলিম মাদ্রাসা	ঐ	ফুলবাড়ীয়া
৭.	একডালা আউলিয়া বালিকা আলিম মাদ্রাসা	ঐ	তারাগঞ্জ
৮.	দূর্গাপুর দারুল মিল্লাত দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	রাওনাট
৯.	চাপাত আকবরিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ইকুরিয়া
১০.	মাশুক ইসলামিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ফুলবাড়ীয়া
১১.	খিলগাঁও বি.কে. বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	রাণীগঞ্জ
১২.	দেইল গাঁও আজিজিয়া দখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
১৩.	বাড়ইগাঁও মহিলা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
১৪.	চাঁদপুর এমদাদুল উলুম আলিম মাদ্রাসা	ভাওয়াল চাঁদপুর	ভাওয়াল চাঁদপুর
১৫.	তিলসুনিয়া দারুসুন্নাহ আলিম মাদ্রাসা	ঐ	তিলসুনিয়া
১৬.	দিগধা দারুল উরুম ফাযিল মাদ্রাসা	তরগাঁও	খামের
১৭.	বাগিয়া আবু মোড়ল দাখি মাদ্রাসা	ঐ	পাকবাড়ীয়া
১৮.	উত্তর খামের দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	খামের
১৯.	বেলাশী ফাজিল মাদ্রাসা	রায়েদ	আমরাইদ
২০.	বেলাশী মদিনাতুল উলুম বালিকা আলিম মাদ্রাসা	ঐ	রায়েদ
২১.	বিবাদীয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
২২.	রায়েদ দারু সুন্নাত দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
২৩.	বরহর আব্দুল মজিদ মোল্লা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	আমরাইদ
২৪.	আড়ালিয়া কিরামতিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	টোক	আড়ালিয়া
২৫.	দিঘাব আমজাদিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
২৬.	টোকনগর দরুল হাদিস আলিম মাদ্রাসা	ঐ	নয়ন বাজার
২৭.	উজলী দিঘির পাড় আলিম মাদ্রাসা	ঐ	বীর উজলী
২৮.	জিঘাব আমান উল্লাহ দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	বারিষাব বাজার
২৯.	আড়ালিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	আড়ালিয়া
৩০.	সুলতানপুর মামুনিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	টোক নয়ন বাজার
৩১.	বড়চালা আমীর উদ্দিন দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	বীরউজলী
৩২.	পাচুয়া দারুসুন্নাত দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	আড়ালিয়া

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়ন/পৌরসভা	ডাকঘর
৩৩.	বীর উজলী ইব্রাহীম মুন্সী বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	বীরউজলী
৩৪.	নামিলা আনসারিয়া ফাজিল মাদ্রাসা	সিংহশ্রী	কপালেশ্বর
৩৫.	সোহাগপুর আলিম মাদ্রাসা	ঐ	সোহাগপুর
৩৬.	হারিয়াদি হোসানিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	সিংহশ্রী
৩৭.	সিংহশ্রী এম,বি, দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
৩৮.	কোরিয়াদি কেরামত আলী বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
৩৯.	বাড়িবাড়ী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	সোহাগপুর
৪০.	বড়িবাড়ী বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
৪১.	মেরুয়া আলিম মাদ্রাসা	কড়িহাতা	মেরুয়া মাদ্রাসা
৪২.	কড়িহাতা ইউনিয়ন আলিম মাদ্রাসা	ঐ	ইকুরিয়া
৪৩.	আনজাব বালিকা মাদ্রাসা	ঐ	খামের
৪৪.	ইকুরিয়া সিরাজিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ইকুরিয়া
৪৫.	খিরাটী ফাজিল মাদ্রাসা	ঘাগুটিয়া	খিরাটী
৪৬.	সালদৈ ফাজিল মাদ্রাসা	ঐ	কামাড়গাঁও
৪৭.	চড় বাঘুয়া আলিম মাদ্রাসা	ঐ	সিংঘুয়া
৪৮.	ঘাগুটিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঘাগুটিয়া
৪৯.	সনমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা	সনমানিয়া	সনমানিয়া
৫০.	দক্ষিণগাঁও বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	আড়াল বাজার
৫১.	দক্ষিণগাঁও বালিকা কালিয়াব দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
৫২.	নয়ানগর মুক্তাকিন পাড়া আলিম মাদ্রাসা	বারিষাব	ভেড়ার চালা
৫৩.	লোহাদি দুরুল উলুম বালিকা আলিম মাদ্রাসা	ঐ	লোহদি
৫৪.	ছেলদিয়া আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	বারিষাব বাজার
৫৫.	চেংনা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঘাগুটিয়া
৫৬.	চৌকার চালা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ভেড়ার চালা
৫৭.	ইসলাম তাজ বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	বারিষাব বাজার
৫৮.	বিকার টেক সাবেদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
৫৯.	গাওরার আলাউদ্দিন শাহী বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ভেড়ার চালা
৬০.	দামোয়ার চালা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
৬১.	পূর্ব লোহাদী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	লোহাদী

৫.৫ শ্রীপুর উপজেলা

টেবিল ৫.৭ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়নের নাম	ডাকঘর
১.	শ্রীপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	শ্রীপুর	শ্রীপুর
২.	শ্রীপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৩.	আমহাজ্ঞ ধনাই বেপারী উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	গিলাবেরাইদ
৪.	বৈরাগীর চালা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	বৈরাগীর চালা
৫.	বাওনী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	শ্রীপুর
৬.	গলদাপাড়া জুনিয়র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	কাওরাইদ	বলদীঘাট
৭.	বলদীঘাট জে,এম, সরকার উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৮.	যোগীর সীট উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৯.	কাওরাইদ কে,এন, উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	কাওরাইদ
১০.	হয়দেবপুর ডা. কামাল উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	হয়দেবপুর বাজার
১১.	ত্রিমোহনী বি,ডি, উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	নিশুয়ারী
১২.	ধামলই জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	হয়দেবপুর
১৩.	বাপতা মল্লিক বাড়ী জুনিয়ার উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	কাওরাইদ
১৪.	কাওরাইদ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
১৫.	বরমী ইউনিয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	বরমী	বরমী বাজার
১৬.	বরমী বাজার উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
১৭.	ভিটি পাড়া কে,এইচ,কে, উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
১৮.	সাত খামাইল উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	সাত খামাইল
১৯.	হাজী আঃ কাদের প্রধান উচ্চ বিদ্যালয়	গোসিংগা	গোসিংগা
২০.	গোসিংগা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
২১.	লতিফপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
২২.	খোজেখানি জুনিয়র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
২৩.	আলহাজ্ব নোয়াব আলী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	তেলিহাটী	শ্রীপুর
২৪.	টিপির বাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	টেংরা
২৫.	তেলিহাটী উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	তেলিহাটী
২৬.	ধলাদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	বাজাবাড়ী	ভাওয়াল বাজাবাড়ী

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়নের নাম	ডাকঘর
২৭.	ইজ্জতপুর উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ইজ্জতপুর
২৮.	চিনাসুখানিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ভাওয়াল বাজাবাড়ী
২৯.	ভাওয়াল রাজাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৩০.	রাজেন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	রাজেন্দ্রপুর
৩১.	গাজীপুর উচ্চ বিদ্যালয়	গাজীপুর	গাজীপুর
৩২.	ধনুয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঐ	তেলিহাটী
৩৩.	ধনুয়া উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৩৪.	শৈলাট উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	গাজীপুর
৩৫.	নিজ মাওনা জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৩৬.	ফাউগান উচ্চ বিদ্যালয়	প্রহলাদপুর	রাজেন্দ্রপুর
৩৭.	প্রহলাদপুর উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	বাসুদেবপুর
৩৮.	প্রতাপপুর উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৩৯.	মারতা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৪০.	ডুমনী মল্লিকা খাতুন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৪১.	বারতোপা এ,কে,এম, উচ্চ বিদ্যালয়	মাওনা	দক্ষিণ বারতোপা
৪২.	মাওনা বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	মাওনা
৪৩.	সিংগারদিঘী উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ

টেবিল ৫.৮ উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়নের নাম	ডাকঘর
১.	শ্রীপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ	শ্রীপুর	শ্রীপুর
২.	বরমী কলেজ	বরমী	বরমী
৩.	পিয়ার আলী কলেজ (মাওনা)	মাওনা	মাওনা
৪.	ধলাদিয়া কলেজ	বাজাবড়ী	ধলাদিয়া
৫.	টিপু সুলতান কলেজ	বাজাবড়ী	বাজাবড়ী
৬.	মিজানুর রহমান খান মহিলা কলেজ	শ্রীপুর	শ্রীপুর
৭.	আবদুল আউয়াল কলেজ (আবদার)	তেলিহাটি	তেলিহাটি
৮.	আলহাজ্ব ধনাই বেপারী মহিলা কলেজ	শ্রীপুর	বেড়াইদের চালা

টেবিল ৫.৯ মাদ্রাসা শিক্ষা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়নের নাম	ডাকঘর
১.	বিন্দুবারী গাউসুল আযম সিনিয়ার আলিম মাদ্রাসা	রাজাবাড়ী	শ্রীপুর
২.	বামন গাঁও আশ্রাফিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ভাওয়াল রাজাবাড়ী
৩.	গজারিয়া মোশারফ উলুম সিনিয়ার আলিম মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
৪.	চিনা সুখানিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
৫.	রাজাবাড়ী ইসলামিয়া সিনিয়ার আলিম মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
৬.	ভাংনাহাটী রহমানিয়া কামিল মাদ্রাসা	শ্রীপুর	শ্রীপুর
৭.	কেওয়া খাদিজাতুল কোবরা (রা.) মহিলা ফাযিল মাদ্রাসা	ঐ	বৈরাগীর চালা
৮.	পটকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	শ্রীপুর
৯.	ভাংনাহাটী বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
১০.	গাজীপুর সিনিয়ার ফাযিল মাদ্রাসা	গাজীপুর	গাজীপুর
১১.	ধনুয়া কাচারীপাড়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	তেলিহাটী
১২.	আকতা পাড়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	গাজীপুর
১৩.	চকপাড়া হাজী নজিবুল্লাহ দাখিল মাদ্রাসা	মাওনা	মাওনা
১৪.	কেওয়া তমিরউদ্দিন দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	শ্রীপুর
১৫.	নিমুরিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	প্রহলাদপুর	বাসুদেবপুর
১৬.	দমদমা মদিনাতুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	নলগাঁও
১৭.	মরিচার চালা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	বাসুদেবপুর
১৮.	পেলাইদ দারুছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা	গোসিংগা	বরমী
১৯.	গোসিংগা সিনিয়ার ফাযিল মাদ্রাসা	ঐ	গোসিংগা
২০.	লতিফপুর আশরাফুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
২১.	খোজেখানী আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
২২.	খিলপাড়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
২৩.	গিলাশ্বর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	বরমী	শ্রীপুর
২৪.	লাকচতল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	কাওরাইদ
২৫.	বরামা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	বরমী বাজার
২৬.	বরকুল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
২৭.	বরামা ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
২৮.	গারারন খলিলিয়া সিনিয়ার ফাযিল মাদ্রাসা	ঐ	শ্রীপুর

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়নের নাম	ডাকঘর
২৯.	সাগরিকা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
৩০.	গলদা পাড়া রিয়াজউদ্দিন প্রধান দাখিল মাদ্রাসা	কাওরাইদ	বলদীঘাট
৩১.	সাইটালিয়া দাখিল মাদ্রাসা	তেলিহাটী	টেংরা
৩২.	টেপিরবাড়ী হাজী আঃ ওয়াহাব দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ

৫.৬ কালিয়াকৈর উপজেলা

টেবিল ৫.১০ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়নের নাম	ডাকঘর
১.	গোলাম নবী উচ্চ বিদ্যালয়	শ্রীফলতলী	কালিয়াকৈর
২.	কালিয়াকৈর পাইলট বালকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৩.	ভৃংগরাজ তালিবাদ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	বলিয়াদী
৪.	বলিয়াদী বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৫.	সেওড়াতলী ভুবনেশ্বরী বালকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৬.	বেগম সুফিয়া মডেল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঐ	কালিয়াকৈর
৭.	চাপাইর বি,বি, উচ্চ বিদ্যালয়	চাপাইর	ঐ
৮.	বড়াইবাড়ী এ,কে, ইউঃ ইনস্টিটিউশন	ঐ	বড়ইবাড়ী
৯.	রশিদপুর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
১০.	ফালূ পালোয়ান নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
১১.	মৌচাক স্কাউট উচ্চ বিদ্যালয়	মৌচাক	মৌচাক
১২.	আনসার বি,ডি,পি, উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	আনসার একাডেমী
১৩.	খালপাড় পল্লী মংগল উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	বাঁশতলী
১৪.	বরাব উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	সাকাশ্বর
১৫.	সিনাবহ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	বাঁশতলী
১৬.	মালেক চৌধুরী মেমোরিয়াল মালিকা বিদ্যালয়	ঐ	মৌচাক
১৭.	মাঝুখান নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঐ	রতনপুর
১৮.	আশরাফ আলী উচ্চ বিদ্যালয়	আতাবহ	শাহবাজপুর
১৯.	গোসাত্রা ডাঃ জলিলুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	গোসাত্রা
২০.	আড়াইগঞ্জ আজিম উচ্চ বিদ্যালয়	ডালজোর	আড়াইগঞ্জ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়নের নাম	ডাকঘর
২১.	বাংগুরী আ: হাকিম রহমান উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
২২.	বেনুপুর বজলুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	নৈহাটী
২৩.	বিজয় স্মরণী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সূতাপুর	কালিয়াকৈর
২৪.	আক্কেল আলী উচ্চ বিদ্যালয়	ফুলবাড়ীয়া	ফুলবাড়ীয়া
২৫.	জাথালিয়া মজিদচালা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
২৬.	এম,এম,পি, উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
২৭.	জনতা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
২৮.	বোয়ালী এন,এন, উচ্চ বিদ্যালয়	বেয়ালী	বেয়ালী
২৯.	ঢোল সমুদ্র বালিকা বিদ্যানিকেতন	ঐ	বড়ইবাড়ী
৩০.	কাজী ছাইয়েদুল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঐ	চাবাগান
৩১.	সাকাশ্বর এইচ,কে, উচ্চ বিদ্যালয়	মধ্যপাড়া	সাকাশ্বর
৩২.	উত্তর লস্কর চালা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	হাটুরিয়ার চালা
৩৩.	সাটুরিয়া শোলহাটী উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৩৪.	নয়ানগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ভা. মির্জাপুর বাজার

টেবিল ৫.১১ উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়নের নাম	ডাকঘর
১.	কালিয়াকৈর ডিগ্রী কলেজ	শ্রীফলতলী	বলিয়দী
২.	জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু কলেজ	আটাবহ	চান্দরা
৩.	বড়ইবাড়ী আদর্শ কলেজ	চাপাইর	বড়ইবাড়ী

টেবিল ৫.১২ মাদ্রাসা শিক্ষা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়নের নাম	ডাকঘর
১.	কালিয়াকৈর সিনিয়ার ফাযিল মাদ্রাসা	শ্রীফলতলী	কালিয়াকৈর
২.	চান্দাবহ সিনয়ার ফাযিল মাদ্রাসা	আটাবহ	শাহবাজপুর
৩.	মোজাদ্দেদীয়া সিনিয়ার আলিম মাদ্রাসা	বোয়ালী	বড়ইবাড়ী
৪.	গাছবাড়ী এবাদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	বোয়ালী	ফুলবাড়ীয়া
৫.	ফুলবাড়ীয়া তামিরুল জামাআ দাখিল মাদ্রাসা	ফুলবাড়ীয়া	ফুলবাড়ীয়া
৬.	শালদপাড়া মোল্লা হোসাইন দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ফুলবাড়ীয়া

৫.৭ কালিগঞ্জ উপজেলা

টেবিল ৫.১৩ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়নের নাম	ডাকঘর
১.	কালীগঞ্জ আর,আর,এন, পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	কালীগঞ্জ	কালীগঞ্জ
২.	কালীগঞ্জ সারকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৩.	বালিগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৪.	মুসলিম কটন মিলস্ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৫.	শাদের গাঁও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৬.	জামালপুর আর,এম, বিদ্যপীট	জামালপুর	ভাওয়াল জামালপুর
৭.	চুপাইর উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	কলাপাটুয়া
৮.	চুপাইর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৯.	বেগম সাহিদা মোল্লা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ভাওয়াল জামালপুর
১০.	সাওরাইদ উচ্চ বিদ্যালয়	মোক্তারপুর	সাওরাইদ বাজার
১১.	নোয়াপাড়া ময়েজ উদ্দিন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ভা: নোয়াপাড়া
১২.	বাঘুন উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	বাঘুন
১৩.	বরাইদ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	সাওরাইদ বাজার
১৪.	মোক্তারপুর জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
১৫.	বড়গাঁও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
১৬.	জাংগালীয়া উচ্চ বিদ্যালয়	জাংগালীয়া	আদি জাংগালীয়া
১৭.	পুনসহি উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
১৮.	নরুন উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	নরুন বাজার
১৯.	আজমতপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	আজমতপুর
২০.	বেগম রাবেয়া আহমেদ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	বাহাদুরসাদী	ভা: জামালপুর
২১.	শহীদ ফকির শামসুদ্দিন শ্রমিক উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
২২.	জুগুলী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঐ	কালীগঞ্জ
২৩.	তুমিলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয়	তুমিলিয়া	ঐ
২৪.	বোয়ালী উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
২৫.	ভাইয়াসূতী উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	সোম নতুন বাজার

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়নের নাম	ডাকঘর
২৬.	সেন্ট মেরীস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	কালীগঞ্জ
২৭.	দক্ষিণ রাজ নগর উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	বক্তারপুর
২৮.	রাংগামাটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
২৯.	বোয়ালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	কালীগঞ্জ
৩০.	সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয়	নাগরী	নাগরী
৩১.	বাগদী উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৩২.	পানজোড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৩৩.	রায়েরদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	উলুখোলা
৩৪.	মঠবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ঐ
৩৫.	খৈকড়া উচ্চ বিদ্যালয়	বক্তারপুর	বক্তারপুর
৩৬.	জনতা উচ্চ বিদ্যালয় (ফুলদী)	ঐ	ফুলদী বাজার
৩৭.	বেরুয়া এ.আর. খান উচ্চ বিদ্যালয়	ঐ	ভা: ব্রাহ্মনগাঁও

টেবিল ৫.১৪ উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়নের নাম	ডাকঘর
১.	কালিগঞ্জ শ্রমিক কলেজ	কালিগঞ্জ	কালিগঞ্জ
২.	জামালপুর কলেজ	জামালপুর	ভাওয়াল জামালপুর
৩.	কালিগঞ্জ মহিলা কলেজ	কালিগঞ্জ	কালিগঞ্জ
৪.	জাংগালিয়া আলমাছ মোল্লা কলেজ	জাংগালিয়া	আদি জাংগালিয়া
৫.	আজমতপুর স্কুল এন্ড কলেজ	আজমতপুর	আজমতপুর

টেবিল ৫.১৫ মাদ্রাসা শিক্ষা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়নের নাম	ডাকঘর
১.	দোর্বাটি মদিনাতুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা	কালিগঞ্জ	দোর্বাটি মাদ্রাসা
২.	মূলগাঁও দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	কালিগঞ্জ
৩.	জামালপুর আলিম মাদ্রাসা	জামালপুর	ভাওয়াল জামালপুর
৪.	চুপাইর আলিম মাদ্রাসা	ঐ	কলাপাটুয়া
৫.	রাতকানা বালিকা সিনিয়ার আলিম মাদ্রাসা	ঐ	কলাপাটুয়া
৬.	জামালপুর সিদ্দিকীয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	জামালপুর

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়নের নাম	ডাকঘর
৭.	জাঙ্গালিয়া সিদ্দিক মিয়া সিনিয়ার ফাযিল মাদ্রাসা	জাঙ্গালিয়া	আদি জাঙ্গালিয়া
৮.	ছাতিয়ানী সিনিয়ার আলিম মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
৯.	আজমতপুর দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
১০.	সাইলদিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
১১.	কুলথুন বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
১২.	নরুন দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	নরুন বাজার
১৩.	বাঘুন সিনিয়ার আলিম মাদ্রাসা	মোক্তারপুর	বাঘুন
১৪.	বড়গাঁও বাইতুল উলুম সিনিয়ার আলিম মাদ্রাসা	ঐ	সাওরাইদ বাজার
১৫.	ডেমরা প্রগতি ইব্রাহিম মিয়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	তারাগঞ্জ
১৬.	শিংলাব বালিকা দখিল মাদ্রাসা	ঐ	কলাপাটুয়া
১৭.	রামচন্দ্রপুর দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	বাঘুন
১৮.	বিরুয়া আফজালুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	বক্তারপুর	ভাঃ ব্রাহ্মণগাঁও
১৯.	ফুলদি গাউছিয়া সুন্নীয়া দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ফুলদি বাজার
২০.	ব্রাহ্মনগাঁও বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ভাঃ ব্রাহ্মণগাঁও
২১.	কালিকুটি নাজিমিয়া মদিনাতুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	নাগরী	উলুখোলা
২২.	খলাপাড়া দারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা	বাহাদুরসাদী	ভাঃ জামালপুর
২৩.	দক্ষিণ বাগ দারুস সালাম দাখিল মাদ্রাসা	ঐ	ঐ
২৪.	সোম মোজাদ্দেদীয়া দাখিল মাদ্রাসা	তুমিলিয়া	সোম নতুন বাজার

এ প্রস্তুতকৃত তালিকা সূত্রঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, গাজীপুর। তারিখঃ ১৮.০৬.০৬. ইং।

৫.৮ থানাওয়ারী নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জরিপ উপাদান বিশ্লেষণ

মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা

১. স্কুলের নাম : টঙ্গী পাইলট স্কুল এন্ড গার্লস কলেজ।

২. স্কুলের অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : গাজীপুরের শিল্প শহর টঙ্গীর প্রাণ কেন্দ্রে এর অবস্থান। এই স্কুলটি উপমহাদেশ বিভক্তির সময় মুসলিম ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

৩. প্রতিষ্ঠাকাল : ০১-০১-১৯৪৭ সালে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

৪. প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যান্য সহযোগীর নাম : মৃত নিজাম উদ্দীন সরকার, আঃ হাকিম মাস্টার, হাকিম ব্যাপারী, সফিউদ্দীন সরকার, কফিল উদ্দীন ও আরও অনেকে

৫. স্কুলের জমির পরিমাণ : ৪ একর ১০ শতাংশ
৬. স্বীকৃতি ও এম পি ও ভুক্তির তারিখ : ০১-০১-১৯৪৭ ইংরেজি
৭. স্কুলের আয় : ছাত্রছাত্রীদের বেতন, বিত্তশালীদের দান ও সরকারি অনুদান
৮. মোট শিক্ষক সংখ্যা : ৭৮ জন
৯. অফিস সহকারী : ২ জন
১০. চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী : ৯ জন
১১. এস এস সি পরীক্ষায় প্রেরিত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ও তাদের ফলাফল নিম্নরূপ :

১৯৭১ ইং থেকে ২০০০ইং পর্যন্ত নির্বাচিত স্কুল/কলেজ/মাদ্‌রাসার ফলাফল জরিপ

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৭১					
১৯৭২	৯৪	৭৮	১৯	২৮	৩১
১৯৭৩	৮৩	৭৩	২২	৩২	১৯
১৯৭৪	৬৭	৫১	১৮	২৯	০৪
১৯৭৫	৮৮	৭০	২৩	৩১	১৬
১৯৭৬	১০১	৮১	২৯	২৫	২৭
১৯৭৭	১২৫	১০১	৩৬	৪১	২৪
১৯৭৮	১৩৬	১১৩	৪১	৪৯	২৩
১৯৭৯	১৭৬	১৬৭	৫২	৪৬	৬৯
১৯৮০	১৮২	১৬২	৫৫	৬৫	৪২
১৯৮১	১৮৩	১৬৫	৬১	৬৯	৩৫
১৯৮২	১৫৬	১৩৭	৫৮	৭১	০৮
১৯৮৩	২২৬	২০১	৬৩	৬৩	৭৫
১৯৮৪	২৬৯	২৩৬	৮৪	৯২	৬০
১৯৮৫	২৪৭	২৩১	৮৯	৭৩	৬৯
১৯৮৬	৩১২	২৮১	১০৭	১১৩	৬১
১৯৮৭	২৯৩	২৭৮	১১৯	১২৮	৩১
১৯৮৮	২৫১	২০১	১০৭	৭৮	১৬
১৯৮৯	২০৪	১৮৮	৯৬	৭৩	১৯
১৯৯০	৩০৩	২৭৮	১২৩	১৩৭	১৮
১৯৯১	২৭৮	২৫১	১৩৬	১০৩	১২

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৯২	২৪২	২০৩	৮৯	১০৫	০৯
১৯৯৩	২৭১	২৬০	১০৭	৯৭	৫৬
১৯৯৪	২০৯	১৮৯	৬১	৬৮	৬০
১৯৯৫	২১৫	১৯৮	৯৭	৮৪	১৭
১৯৯৬	২২৩	২০১	৭৬	৮৯	৩৬
১৯৯৭	১৯৮	১৭৮	৮৪	৯১	০৩
১৯৯৮	১৮৭	১৬৫	৬৭	৫২	৪৬
১৯৯৯	১৪১	১৩৫	৬৮	৬৫	০২
২০০০	২০৯	১৯৬	৯৪	৭৭	২৫

১. স্কুলের নাম : কাপসিয়া পাইলট হাই স্কুল।

২. স্কুলের অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : কাপাসিয়া থানা সদরে এই স্কুল অবস্থিত। শীতলক্ষ্যা নদীর তীর ঘেষে এই বিদ্যালয়টি আজও দাঁড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী হিসেবে। গাজীপুর জেলার অনেক জ্ঞানী গুণী ছাত্রের আর্বিভাব ঘটেছে এই স্কুল থেকে। বাংলাদেশের প্রথম প্রধান মন্ত্রী তাজ উদ্দীন এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এই বিদ্যালয়টি আজও সুনামের সহিত শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রেখে চলেছে।

৩. প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৩৮ ইংরেজি।

৪. প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যান্য সহযোগীর নাম : মাওঃ সিরাজ উদ্দীন, মাওঃ এ কে এম শফিউদ্দীন আহমেদ, মাওঃ এ কে এম আরিফ, মাওঃ সাবের আলী ফকির, মাওঃ আহাদ আলী সরকার, মোঃ আজিমুদ্দিন মাস্টার।

৫. স্কুলের জমির পরিমাণ : ৫ একর ৪৩ শতাংশ।

৬. স্বীকৃত ও এম পি ও ভুক্তির তারিখ : ০১-০১-১৯৪১ ইংরেজি।

৭. স্কুলের আয় : ছাত্র বেতন ও সরকারী অনুদান।

৮. মোট শিক্ষক সংখ্যা : ২৬ জন।

৯. অফিস সহকারী : ২ জন।

১০. চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী : ৫ জন।

১১. এস এস সি পরীক্ষায় প্রেরিত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ও তাদের ফলাফল নিম্নরূপ :

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৭১	১৮১	১৭৭	৫৮	৯৩	২৬
১৯৭২	১৫৮	১৬৬	৩৪	১১৩	১৪

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৭৩	১৬৬	১৫৭	২৩	১১৬	১৮
১৯৭৪	১৫২	১৪৭	০৪	১০৭	৩৬
১৯৭৫	১৩২	১২২	০৮	৯৫	১৯
১৯৭৬	১৩৯	১১১	০৫	৮৪	২২
১৯৭৭	১৪৮	১২৮	০৪	৯৪	৩০
১৯৭৮	১৪৬	১২১	১১	৮৮	২২
১৯৭৯	১৩২	১১৯	০৮	৯৭	১৪
১৯৮০	১৩৮	১২৩	১২	৮৯	২২
১৯৮১	১৪১	১২৭	২০	৯১	১৬
১৯৮২	১৩৯	১২৪	১৭	৯২	১৫
১৯৮৩	১৩২	১১৩	০৮	৮৬	১৯
১৯৮৪	১২৮	১১৮	১৬	৮২	২০
১৯৮৫	১৩৭	১১৬	১২	৮৭	১৭
১৯৮৬	১৪৮	১৪২	২৬	১০৩	১৩
১৯৮৭	১৪২	১৩২	১১	৮৮	৩৩
১৯৮৮	১৫৮	১৪১	২৩	১১৮	-
১৯৮৯	১৪৮	১৪৩	৩২	১১০	১
১৯৯০	১৪২	১২৯	১৭	৯৪	২০
১৯৯১	১৫৩	১৩৯	২৭	১০১	১১
১৯৯২	১৬২	১৫৮	৭৭	৮১	-
১৯৯৩	১৮৭	১৭১	৯১	৭২	৮
১৯৯৪	১৮৯	১৭৭	৯৩	৭৭	৭
১৯৯৫	১৯৬	১৮১	৯৭	৭২	১২
১৯৯৬	১৮৮	১৭৮	২৬	৮৮	৬৪
১৯৯৭	১৮১	১৭২	৩২	১১৮	২২
১৯৯৮	১৯৮	১৮৯	৯১	৯৩	৬
১৯৯৯	১৬৯	১৬৬	৯৫	৬২	৯
২০০০	১৯৭	১৯৫	১৫১	৪২	২

১. স্কুলের নাম : শ্রীপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়।

২. স্কুলের অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : শ্রীপুর থানা সদরে এই স্কুলটির অবস্থান। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে আলোর পথ দেখাচ্ছে। ১৮৮৫ সালে উপমহাদেশে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা লাভ করলে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ। ১৯০৬ সালের প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের পূর্ব পাকিস্তান এর নেতৃবৃন্দ প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীপুর পাইলট হাই স্কুল। তখন থেকেই জ্ঞানের আলো বিতরন করে চলেছে এ বিদ্যালয়টি।

৩. প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯০৫ ইংরেজি।

৪. প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যান্য সহযোগীর নাম : মৃত আলহাজ আইনুদ্দীন, রমিজ উদ্দীন মাষ্টার, শেখ বুরহান উদ্দীন, আঃ মান্নান ও মোঃ হেলাল উদ্দীন।

৫. স্কুলের জমির পরিমাণ : ৪ একর ৬৮ শতাংশ।

৬. স্বীকৃতি ও এম পি ও ভুক্তির তারিখ : ১.১.১৯০৭ ইংরেজি।

৭. স্কুলের আয় : ছাত্র বেতন ও সরকারি অনুদান।

৮. মোট শিক্ষক সংখ্যা : ৩৮ জন।

৯. অফিস সহকারী : ২ জন।

১০. চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী : ৬ জন।

১১. এস এস সি পরীক্ষায় প্রেরিত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ও তাদের ফলাফল নিম্নরূপ :

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	মুসলমান	হিন্দু
১৯৭১	৫৪	৫২	৩০	২২	-	৫০	০৪
১৯৭২	৭৩	৬৯	২১	৪০	০৮	৬৯	০৪
১৯৭৩	৫৮	৫২	১৪	৩৮	-	৫২	০৬
১৯৭৪	৭১	৫৯	০২	২৫	৩২	৬৮	০২
১৯৭৫	৫৩	১৯	০২	০৬	১১	৫১	০২
১৯৭৬	২৫	২১	-	০৭	১৪	২৫	-
১৯৭৭	৬৩	৩৯	০৩	১৫	২১	৫৯	০৪
১৯৭৮	৯৯	৩৩	০৪	০৪	২৫	৯৩	০৬
১৯৭৯	৫৭	৪১	০১	১৯	২১	৫৪	০৩
১৯৮০	৬০	৩১	০৩	১৪	১৪	৫৫	০৫
১৯৮১	৬৮	৩৩	০৪	১৬	১৩	৬০	০৮
১৯৮২	৬১	৪০	০৩	২০	১৭	৫১	১০

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	মুসলমান	হিন্দু
১৯৮৩	৮৬	৪৩	০৯	২০	১৪	৭৯	০৭
১৯৮৪	১৭৬	১১৪	০৬	৮০	২৮	১৬৭	০৯
১৯৮৫	৫৮	০৭	০২	০৫	-	৫২	০৬
১৯৮৬	৫৬	৪৫	০৪	৩০	১১	৪৮	০৮
১৯৮৭	৮৯	৫৩	১০	৩৬	০৭	৮৪	০৫
১৯৮৮	১০২	৫৭	১১	৩১	০৬	৯৮	০৪
১৯৮৯	১২৮	৪৮	০৬	৩৯	০৩	১২১	০৭
১৯৯০	১৬৫	৬৬	১৪	৪২	১০	১৫৫	১০
১৯৯১	১৮৪	১১৬	১৯	৪১	৫৬	১৭৮	০৬
১৯৯২	২১৭	১৬৯	৮২	৬৭	২০	২০৮	০৯
১৯৯৩	১৮০	৯৩	৬২	১৭	১৪	১৬৬	১২
১৯৯৪	১৮৭	১৪১	৮৭	৫৪	-	১৭৬	১০
১৯৯৫	১৯১	৯৭	৬৬	৩১	-	১৮২	০৯
১৯৯৬	১৬৪	৫৩	২৬	২৭	-	১৫৯	০৫
১৯৯৭	১৬৫	৩০	১৩	১৬	০১	১৬০	০৫
১৯৯৮	১৮১	৫২	২২	২৯	-	১৭৩	০৮
১৯৯৯	১৫৬	৬৯	৩৫	৩৪	-	১৫০	০৬
২০০০	১৫৩	৬৪	২৯	৩৫	-	১৪৪	০৯

১. স্কুলের নাম : আনসার ভিডিপি হাই স্কুল।

২. স্কুলের অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : বাংলাদেশের একমাত্র গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আনসার ও ভিডিপি সদর দপ্তরের প্রধান কার্যালয় সফিপুরে এর অবস্থান। আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার মান উন্নত করে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই স্কুলটির কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই এর কার্যক্রম প্রশংসার দাবী রাখে। এলাকার জনগোষ্ঠীর সন্তান সন্ততিদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আশে পাশের স্কুল থেকে ব্যতিক্রমভাবে শিক্ষকমন্ডলী পাঠ দিয়ে থাকে। এই স্কুলের কোন শিক্ষক প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না। কর্তৃপক্ষ প্রাইভেট টিউসনীর কথা জানতে পারলে চাকুরী চলে যাওয়ার রেওয়াজ আছে। গত শতাব্দীর শেষের দিকে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও ইতিমধ্যে এলাকায়

বেশ সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

৩. প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৮৫ ইংরেজি।

৪. প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যান্য সহযোগীর নাম : মেজর জেনারেল ওয়াজিহউল্লাহ পিএসসি মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমান, পিএসসি।

৫. স্কুলের জমির পরিমাণ : ৩ একর।

৬. স্বীকৃতি ও এম পি ও ভুক্তির তারিখ : ১.২.১৯৯২ ইংরেজি।

৭. স্কুলের আয় : ছাত্র বেতন ও আনসার একাডেমীর পক্ষ থেকে দেয়া হয়ে থাকে।

৮. মোট শিক্ষক সংখ্যা : ২৯ জন।

৯. অফিস সহকারী : ৩ জন।

১০. চতুর্ত শ্রেণীর কর্মচারী : ৫ জন।

১১. এস এস সি পরীক্ষায় প্রেরিত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ও তাদের ফলাফল নিম্নরূপ :

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৯২	১৫	১২	৯	১	২
১৯৯৩	২৮	২৭	২৫	-	২
১৯৯৪	৩৭	৩৪	৩২	২	-
১৯৯৫	৪৮	৪৮	৪৫	৩	-
১৯৯৬	৪২	৪০	৩৭	৩	-
১৯৯৭	৪৬	৪২	৩১	১০	-
১৯৯৮	৬৫	৪৬	৪০	৬	-
১৯৯৯	৭০	৬৫	৫২	১৩	-
২০০০	৬১	৪২	৩০	১২	-

১. স্কুলের নাম : সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয়।

২. স্কুলের অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : ১৭৫৭ সালে বৃটিশরা এদেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পর অনেক খৃষ্টান পাদ্রীরা এদেশে আসেন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। তারই অংশ হিসেবে ঢাকার পার্শবর্তী অঞ্চল কালিগঞ্জ থানার বিস্তির্ণ এলাকায় বসতি গড়ে তোলে। কালিগঞ্জ থানার কয়েকটি ইউনিয়নে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে খৃষ্টানরা বসবাস করছেন। তাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষিত করতে নিজেরাই প্রতিষ্ঠা করেন স্কুল। এই স্কুলের নাম থেকে শুরু করে জমি দানকারী প্রতিষ্ঠাতা সকলেই খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ফাদার কর্তৃক পরিচালিত এই বিদ্যালয়ে অধিকাংশ শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারী খৃষ্টান

সম্প্রদায়ের লোক। স্কুল প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই মুসলমান এবং খৃষ্টান সম্প্রদায় সম্প্রীতির সহিত বসবাস করে আসছে। এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায় একত্রে কাজ করে চলছে।

৩. প্রতিষ্ঠাকাল : ১.১.১৯২০ ইংরেজি।

৪. প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যান্য সহযোগীর নাম : নাইট ভিনসেন্ট রড্রিক্স, ফাদার ফ্রান্সিস পালমা, আন্দ্রেস রোজারিও, এনজেলা গোমেজ।

৫. স্কুলের জমির পরিমাণ : ৩ একর ২৭ শতাংশ।

৬. স্বীকৃতি ও এম পি ও ভুক্তির তারিখ : ২.১.১৯২২ ইংরেজি।

৭. স্কুলের আয় : ছাত্র বেতন, খিস্ট্রিয়ান মিশন থেকে প্রাপ্ত অর্থ ও সরকারী অনুদান।

৮. মোট শিক্ষক সংখ্যা : ২৬ জন।

৯. অফিস সহকারী : ২ জন।

১০. চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী : ৫ জন।

১১. এস এস সি পরীক্ষায় প্রেরিত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ও তাদের ফলাফল নিম্নরূপ :

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	মুসলমান	হিন্দু	খৃষ্টান
১৯৭১	৭১	৬১	২৯	৩২	-	১৫	১৫	৩১
১৯৭২	৮৩	৮৩	২৯	৫২	০২	১৪	১৫	৫৪
১৯৭৩	৪৪	৪০	০৭	৩৩	-	১০	০৬	২৪
১৯৭৪	৩৫	৩৪	০২	২৬	০৬	১০	০৬	১৮
১৯৭৫	২৭	২৭	০৪	১৩	১০	০৪	০৭	১৬
১৯৭৬	৩৯	৩৬	০২	২০	১৪	০৮	০৫	২৩
১৯৭৭	২৬	২১	০৪	১১	০৬	০৪	০৪	১৩
১৯৭৮	৩৩	৩২	০২	২২	০৮	০৮	০৭	১৭
১৯৭৯	৫৪	৫১	০৩	৩৩	১৫	১৬	১৫	২০
১৯৮০	৩১	২৬	০৩	১৩	১০	০৮	০৭	১১
১৯৮১	৭৯	৫১	০৩	৩৪	১৪	১২	১৯	২০
১৯৮২	৬৩	৩০	০১	২২	০৭	০৫	০৬	১৯
১৯৮৩	৮৫	৬১	০৯	৪৫	০৭	১৫	১৮	২৮
১৯৮৪	৭৩	৩৯	০৫	৩১	০৩	১২	১০	১৭

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	মুসলমান	হিন্দু	খৃষ্টান
১৯৮৫	৭০	৩৮	০২	২৩	১৩	১৪	১২	১২
১৯৮৬	৬৯	২৬	-	২৫	০১	০৭	০৬	১৩
১৯৮৭	৬৯	৬২	০৭	৫৫	-	১০	১২	৪০
১৯৮৮	৮১	৭১	১২	৫৬	০৩	১০	০৬	৫৫
১৯৮৯	৭১	৫৩	০৪	৪২	০৭	২১	১১	২১
১৯৯০	৯১	৮০	৪০	৩৫	০৫	২৬	২২	৩২
১৯৯১	৮৯	৮৬	৪৫	৩৮	০৩	২৬	১৮	৪২
১৯৯২	১০২	৯৫	৫৯	৩১	০৫	২৭	১৬	৫২
১৯৯৩	৯৭	৮৬	৬০	২১	০৫	৩৭	১৪	৩৫
১৯৯৪	১০৩	১০৩	৮৯	১৪	-	৩০	২০	৫৩
১৯৯৫	১০৯	১০৭	৯৪	১৩	-	২৭	১১	৬৯
১৯৯৬	৮৬	৫৪	৩৬	১৮	-	২৬	১৫	১৩
১৯৯৭	১০৩	৮৫	৩৭	৪৮	-	৩২	১৯	৩৪
১৯৯৮	৮৫	৬০	২৭	৩৩	-	২৪	২০	১৬
১৯৯৯	৯৬	৯২	৫০	৪১	১	২৬	২০	৪৬
২০০০	৮৫	৬৫	৫৫	০৯	১	১৮	২৪	২৩

নির্বাচিত থানাওয়ারী গৃহীত একটি করে স্কুলের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেকটি অঞ্চলের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ স্ব স্ব অঞ্চলের জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। তাদের কেউ কেউ ভূমিদান করে অথবা আর্থিক সহায়তা দিয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। স্কুলের প্রাপ্ত তালিকা থেকে এসএসসি পরীক্ষায় ২০০০ সাল পর্যন্ত সেন্টাপ ছাত্রছাত্রীদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সেসব অঞ্চলের লোকদের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। সব স্কুলের ফলাফল সন্তোষজনক বলে মনে হয়। এতে করে অনুমান করা যায় যে, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে উপরে প্রদত্ত কালিগঞ্জ থানার সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয়ের স্বারণী থেকে খৃষ্টধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যায়। ঐ অঞ্চলে খৃষ্টানদের আবাসনের আধিক্যের উপর স্কুলের এই পরিসংখ্যান আলোকপাত করে। উপরন্তু স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, ভূমিদানকারী ও স্কুলের

নাম থেকে এটি অনুমান করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয় যে, খৃষ্টান সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য মূলত এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছিল। এই স্কুলের ফলাফলও সন্তোষজনক। অনুমিত হয় যে, অন্যান্য স্থান থেকেও খৃস্টন সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের সন্তান সন্ততিদের এই স্কুলে পাঠাতেন এবং প্রয়োজনবোধে হোস্টেলে রাখতেন। সার্বিক পর্যালোচনায় বলা যায় যে, প্রত্যেক স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পাসের গড়হার সন্তোষজনক।

উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ শিক্ষা

১.	কলেজের নাম	:	রোভার পল্লী ডিগ্রী কলেজ
২.	কলেজের অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	:	গাজীপুর সদর থানার কাউলতিয়া ইউনিয়নের উত্তর প্রান্তে এর অবস্থান। বাংলাদেশ রোভার স্কাউটস এর সদর দপ্তর এখানেই। গজারী বন আর বৃক্ষরাজিতে ভরপুর এই অঞ্চল। বাংলাদেশ রোভার স্কাউস এর পক্ষ থেকে সদর দপ্তরের নিকটেই একটি স্কুল ও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হলে এলাকার জনগণের পক্ষ থেকে বিশেষ করে কোচ আদীবাসীরা নিজেদের জায়গা দান করে। পরবর্তী সময় মুসলমানরাও এগিয়ে এলে স্বতস্ফুর্তভাবে এই কলেজটি যাত্রা শুরু করে।
৩.	প্রতিষ্ঠাকাল	:	১.৭.১৯৮৯ ইংরেজি।
৪.	প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যান্য সহযোগীর নাম	:	বাংলাদেশ স্কাউট রোভার অঞ্চল, মো: জৈনত খান, বজেন্দ্র চন্দ্র বর্মন, চৈতন্য কুমার বর্মন, অমূল্য চন্দ্র বর্মন।
৫.	কলেজের জমির পরিমাণ	:	৭ একর ২০.৫ শতাংশ।
৬.	স্বীকৃতি ও এম পি ও ভুক্তির তারিখ	:	১.২.১৯৯৩ ইংরেজি।
৭.	কলেজের আয়	:	ছাত্র বেতন ও সরকারি অনুদান।
৮.	মোট শিক্ষক সংখ্যা	:	৩৮ জন।
৯.	অফিস সহকারী	:	৪ জন।
১০.	চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী	:	৭ জন।
১১.	এইচ এস সি/ ডিগ্রী পরীক্ষায় প্রেরিত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ও তাদের ফলাফল নিম্নরূপ	:	

এইচ এস সি পরীক্ষা

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৯১	২৬	১৭	-	৭	১০
১৯৯২	৩৩	২৯	-	১৭	১২

১৯৯৩	৬৯	৩৬	১	১৫	২০
১৯৯৪	১০১	৪২	৭	২৫	১০
১৯৯৫	১০৭	১৭	৩	১২	২
১৯৯৬	১১৫	৪৯	১২	৩২	৫
১৯৯৭	১২৩	২৭	০৫	১৮	৪
১৯৯৮	৯২	৬২	২০	৪১	১
১৯৯৯	৮৬	৭৯	৩৮	৩৮	৩
২০০০	১৭৪	৭৪	২২	৫২	-

ডিগ্রী পরীক্ষা

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৯৯	৩২	২৫	-	২১	০৪
২০০০	৩৬	১৪	১	১০	০৩

১. কলেজের নাম : কাপাসিয়া ডিগ্রী কলেজ।

২. কলেজের অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানার প্রাণ কেন্দ্রে এর অবস্থান। কলেজের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে শীতলক্ষ্যা নদী। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে এলাকার জনগোষ্ঠীকে জ্ঞান আহরণের আহবান জানিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

৩. প্রতিষ্ঠাকাল : ১.৭.১৯৬৬ ইংরেজি।

৪. প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যান্য সহযোগীর নাম : মৌঃ আব্দুর রশিদ, মরহুম তাজ উদ্দীন আহমেদ, রমিজ উদ্দীন মাষ্টার, মৌঃ আব্দুস সহিদ।

৫. কলেজের জমির পরিমাণ : ৫ একর ৩২.৫ শতাংশ।

৬. স্বীকৃতি ও এম পি ও ভুক্তির তারিখ : ১.৭.১৯৬৯ ইংরেজি।

৭. কলেজের আয় : ছাত্র বেতন ও সরকারি অনুদান।

৮. মোট শিক্ষক সংখ্যা : ৪৩ জন।

৯. অফিস সহকারী : ৪ জন।

১০. চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী : ৭ জন।

১১. এইচ এস সি/ ডিগ্রী পরীক্ষায় প্রেরিত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ও তাদের ফলাফল নিম্নরূপ :

এইচ এস সি পরীক্ষা

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৭১	১৫৮	১৩৮	১৭	৮৮	৩৩
১৯৭২	২৩১	২১৩	২১	১৭৬	১৬
১৯৭৩	২৩৯	২১৭	১৩	১৮২	২২
১৯৭৪	২৩৫	২০৭	১১	১৬২	৩৪
১৯৭৫	১৯৮	১৭২	০৯	১১৭	৪৬
১৯৭৬	১৮৮	১৬৯	০৭	১২৮	৩৪
১৯৭৭	১৮১	১৫৮	০৪	১৩১	২৩
১৯৭৮	১৭৭	১৬৩	-	১৩৩	৩০
১৯৭৯	১৯৩	১৭৪	০২	১৩৯	৩৩
১৯৮০	২১৩	১৯৩	০৫	১৬২	২৬
১৯৮১	২২৮	২০৯	০৩	১৮২	২৪
১৯৮২	২৭৬	২৩৯	০৪	১৮৯	৪৬
১৯৮৩	৩০২	২৭৪	০৪	১৯৭	৭৩
১৯৮৪	৩১৭	২৮২	০৭	২১৯	৫৬
১৯৮৫	৩২৭	২৮৮	১১	২২৬	৫১
১৯৮৬	৩৫২	২৮২	৩৩	২০১	৪৮
১৯৮৭	৩৩৮	২৯৮	৩৯	১৯৫	৬৮
১৯৮৮	৪১৩	৩৮১	৫১	২৪৯	৮১
১৯৮৯	৪১৮	৩৭২	৫৫	২৯১	২৬
১৯৯০	৩৯৩	৩৩৪	৫৩	২৬২	১৯
১৯৯১	৩৮১	৩২৯	৬১	২৩৬	৩২
১৯৯২	৩৮৮	৩৪৯	৩৮	২৮৮	২৩
১৯৯৩	৩৯৮	৩২৮	৩২	২৫২	৪৪
১৯৯৪	৪০৮	৩৫৮	৫৭	২৬৪	৩৭
১৯৯৫	৪১৩	৩৩৭	৩৭	২৬৬	৩৪
১৯৯৬	৩৯২	৩৬১	৪৭	২৭১	৪৩
১৯৯৭	৩৬৮	৩১৭	৪৯	২৩৮	৩০
১৯৯৮	৩৩৯	৩০২	৩৯	২২১	৪২
১৯৯৯	৩১১	২৯২	৪২	২০৯	৪১
২০০০	৩০৪	২৮২	৪৮	২০১	৩৩

ডিগ্রী পরীক্ষা

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৭১	৮৮	৪৩	-	১২	৩১
১৯৭২	৯২	৪৭	-	১৮	২৯
১৯৭৩	৮৭	৫১	-	২১	২০
১৯৭৪	৮৩	৫৩	-	৩০	২০
১৯৭৫	৭৮	৪৬	-	২৮	১৮
১৯৭৬	৭৩	৩৯	-	২১	১৮
১৯৭৭	৭৬	৪২	-	২২	২০
১৯৭৮	৮২	৪৬	-	১৮	২৮
১৯৭৯	৮৭	৫১	-	১৬	১৩
১৯৮০	৭৯	৪৯	-	২৬	২৩
১৯৮১	৭১	৪৩	-	২১	২২
১৯৮২	৭৫	৪২	-	১৯	২৩
১৯৮৩	৬৮	৪২	-	১৮	২২
১৯৮৪	৬৩	৩৮	-	১৬	২২
১৯৮৫	৭২	৩৬	-	১৩	২৩
১৯৮৬	৬৪	৪৩	১	২১	২১
১৯৮৭	৭৪	৪৪	-	২৩	২১
১৯৮৮	৪২	৩৮	২	২২	১৪
১৯৮৯	৫৮	৩৭	-	১৭	২০
১৯৯০	৬৯	৪২	-	২৩	১৯
১৯৯১	৭৮	৪৭	-	৩১	১৬
১৯৯২	৮২	৫১	১	২৪	২৬
১৯৯৩	৮৭	৫৩	-	১৯	৩৪
১৯৯৪	৭৮	৪৫	-	২২	২৩
১৯৯৫	৭৩	৪৮	-	২২	২৬
১৯৯৬	৬৮	৪২	১	১৮	২৩
১৯৯৭	৭৮	৫২	-	২৪	২৮
১৯৯৮	৯২	৫৮	-	১৯	৩৯
১৯৯৯	৯৬	৬১	-	২৭	৩৪
২০০০	৮৮	৫৭	-	৩১	২৬

১. কলেজের নাম : শ্রীপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।

২. কলেজের অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানা সদরে এই কলেজ অবস্থিত। বন বনানীতে ঘেরা আর বৃক্ষ ছায়ায় ভরপুর গ্রামবাংলা। তারই প্রতিচ্ছবি বহন করে শ্রীপুর থানা। এই থানার জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই কলেজ। হাঁটি হাঁটি পা পা করে বর্তমানে তা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। এলাকার মানুষের জ্ঞানের চক্ষু প্রসারিত করতে প্রতিনিয়ত নিয়োজিত আছে এই প্রতিষ্ঠান।

৩. প্রতিষ্ঠাকাল : ১.১.১৯৬৮ ইংরেজি।

৪. প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যান্য সহযোগীর নাম : আলহাজ্জ রহমত আলী, আলহাজ্জ হজরত আলী, তমিজুদ্দিন মাষ্টার, ইয়াজুদ্দিন মোল্লা

৫. কলেজের জমির পরিমাণ : ৬ একর ৭৭ শতাংশ।

৬. স্বীকৃতি ও এম পি ও ভুক্তির তারিখ : ১.১.১৯৬৯ ইংরেজি।

৭. কলেজের আয় : ছাত্র বেতন, সরকারি ও বেসরকারি সাহায্য।

৮. মোট শিক্ষক সংখ্যা : ৪৩ জন।

৯. অফিস সহকারী : ৩ জন।

১০. চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী : ৯ জন।

১১. এইচ এস সি/ ডিগ্রী পরীক্ষায় প্রেরিত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ও তাদের ফলাফল নিম্নরূপ :

এইচ এস সি পরীক্ষা

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৭১	৫৯	৫৪	-	১৯	৩৫
১৯৭২	২৭১	২৩১	৬	২৪	১০১
১৯৭৩	১৮০	৭০	১	১৭	৫২
১৯৭৪	২২০	৫৬	-	১৬	৪০
১৯৭৫	১৫১	৫৭	-	১৯	৩৮
১৯৭৬	১২১	২৯	২	১৫	১২
১৯৭৭	৪৯	০৫	-	-	৫
১৯৭৮	১০৫	৩৭	-	১৩	২৪
১৯৭৯	১২১	৫৫	-	১৬	৩৯
১৯৮০	১৬৮	১০৫	৩	২২	৮০
১৯৮১	২১২	১০০	১	১৫	৮৪
১৯৮২	২০১	৮১	-	২৩	৫৮

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৮৩	২৪৬	৯১	১	২৩	৬৭
১৯৮৪	৩১৯	১৫১	১	৩৩	১১৭
১৯৮৫	৩২১	৪৫	-	১৪	৩১
১৯৮৬	৫২২	৪০৮	৭	৫২	৩৪৯
১৯৮৭	২৪৫	৪৯	-	১৮	৩১
১৯৮৮	২৭৯	১৫৯	২৩	৭৪	৬২
১৯৮৯	২৪৯	৫৩	-	১৩	৪০
১৯৯০	৪২৮	১১৩	২	২৭	৮৪
১৯৯১	৪৫৩	১৯১	১৭	১০৫	৪৩
১৯৯২	৪৮৩	১২০	৪২	৬২	১৫
১৯৯৩	৭৫২	৩৫৬	২৯	২১৩	১১৪
১৯৯৪	৯২৩	২৯৪	৩৯	২৩৫	৩২
১৯৯৫	৯০১	৮৪	১৭	১৫	৩
১৯৯৬	৯৯৫	৮২	১০	৬৬	০৬
১৯৯৭	৭৫১	৮৯	১৯	৬৫	০৫
১৯৯৮	৪৮৪	২১০	১২	১৭৩	২৫
১৯৯৯	৩৩৫	১৪৪	১৫	১২১	০৮
২০০০	৩১৩	১৬৮	২৯	১১২	২৭

ডিগ্রী পরীক্ষা

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৭৩	৩১	০৩	-	-	৩
১৯৭৪	৫৮	০৭	-	১	৬
১৯৭৫	৪৭	০১	-	-	১
১৯৭৬	৪৭	০১	-	-	১
১৯৭৭	২৫	০৪	-	-	৪
১৯৭৮	৩৯	০২	-	-	২
১৯৭৯	৩৩	৫	-	১	৪
১৯৮০	১৬	০৩	-	১	২
১৯৮১	৪৪	০৭	-	২	৫
১৯৮২	৮৪	০৯	-	৩	৬

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৮৩	৩৯	০২	-	-	২
১৯৮৪	৪২	১৬	-	৪	১২
১৯৮৫	৩৭	১০	-	৭	৩
১৯৮৬	৫০	২৬	১	১৭	৮
১৯৮৭	৭২	৩৯	-	১৪	২৫
১৯৮৮	১৭৮	১২৭	২	৬১	৬৪
১৯৮৯	৩৬৫	১৭৯	৩	৭১	১০৫
১৯৯০	৬১৫	২১২	০১	৮১	১০৮
১৯৯১	৪৬৫	৩৪৩	০৮	১৪৭	৮৭
১৯৯২	৪৪১	১৭১	০২	৭৬	৯৩
১৯৯৩	৫২১	২৯৭	-	১২২	১৭৫
১৯৯৪	৬৭৭	৩৯৭	-	২০৭	১৯০
১৯৯৫	৬১৭	২৩৭	-	৯৫	১৪২
১৯৯৬	৬০৪	২২৮	-	১০৮	১২০
১৯৯৭	৩৫৫	৫৮	-	৪২	১৬
১৯৯৮	২৫৭	৭৬	-	৪৫	৩১
১৯৯৯	২৬৮	১৪২	-	৯৯	৪৩
২০০০	৩৪৮	১২৭	০১	৮৬	৪০

১. কলেজের নাম : কালিয়াকৈর ডিগ্রী কলেজ।

২. কলেজের অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : কালিয়াকৈর থানা সদর থেকে ৪ কি: মি: দক্ষিণে বলিয়াদি জমিদার বাড়ীর নিকটে এর অবস্থান। কলেজের জমি থেকে প্রতিষ্ঠার যাবতীয় কাজের আঞ্জাম দিয়েছিল এই জমিদার বাড়ীর সদস্যরা। এলাকার জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এই কলেজ। শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত জ্ঞানের আলো বিতরন করে চলেছে এই প্রতিষ্ঠান।

৩. প্রতিষ্ঠাকাল : ১.১.১৯৬৮ ইংরেজি।

৪. প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যান্য সহযোগীর নাম : চৌধুরী তানভীর আহমদ সিদ্দিকী, আ: আলীম খান, ডা: যাদব চন্দ্র শাহা, তাজ উদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান তমিজ উদ্দীন প্রভৃতি।

৫. কলেজের জমির পরিমাণ : ৫ একর ৯২ শতাংশ।

৬. স্বীকৃতি ও এম পি ও ভুক্তির তারিখ : ১.১.১৯৭০ ইংরেজি।

৭. কলেজের আয় : ছাত্র বেতন, বিত্তশালীর দান ও সরকারি অনুদান।

৮. মোট শিক্ষক সংখ্যা : ৪৩ জন।

৯. অফিস সহকারী : ৩ জন।

১০. চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী : ৯ জন।

১১. এইচ এস সি ও ডিগ্রী পরীক্ষায় প্রেরিত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ও তাদের ফলাফল নিম্নরূপ :

এইচ এস সি পরীক্ষা

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৭১	১৩৫	১২৫	৩৪	৫৪	৩৭
১৯৭২	২১৫	২০২	-	৪৯	১৫৩
১৯৭৩	২৪১	১৬৩	০৪	৩২	১২৭
১৯৭৪	২৯৫	১৭৮	০৩	১১	১৬৪
১৯৭৫	১৭১	৯৮	-	০৮	৯০
১৯৭৬	১৫৬	৩২	-	০৩	২৯
১৯৭৭	১০৬	২৫	-	০৪	২১
১৯৭৮	১১০	২৩	-	০২	২১
১৯৭৯	১৩৫	৮২	-	০৮	৭৪
১৯৮০	১৫৫	১০৫	০৪	২৩	৭৮
১৯৮১	৩৯৮	২৫৪	০৭	১২৯	১১৮
১৯৮২	৫১৫	১৬৫	-	২২	১৬৫
১৯৮৩	৩৯১	১৫৪	০২	৪২	১০৬
১৯৮৪	৪৩২	২৪১	০৪	৮৭	১৫০
১৯৮৫	৩৬৬	৩৩	০৪	৪৩	১৬
১৯৮৬	৪০২	২৩৩	০৮	১৪৬	৭৯
১৯৮৭	২৫১	২৭	০৭	২০	-
১৯৮৮	৪৭০	৩০৬	১৪	২১৩	৭৯
১৯৮৯	২৮৮	৪৭	০৩	২৮	১৬
১৯৯০	৩৭৬	৫৯	-	২৩	৩৬
১৯৯১	২৪৪	১০০	-	২৬	৭৪
১৯৯২	১৭৪	১১৯	০৫	৫৯	৫৬

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৯৩	৩৪২	১২৩	০১	৭৪	৪৮
১৯৯৪	৩৯০	১২০	০৬	৭২	৪২
১৯৯৫	৪২৮	৮৭	০৯	৫৫	২৩
১৯৯৬	৫৪৭	৬৭	০৫	৪৫	১৭
১৯৯৭	৫০৩	১১২	০৩	৭৫	৩৪
১৯৯৮	২৭১	৮৬	০১	৫০	৪৫
১৯৯৯	১৩৪	৭৫	৩২	৪৩	-
২০০০	১৮৪	৬৭	১৪	৪৭	০৬

ডিগ্রী পরীক্ষা

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৭৩	৩৫	০৩	-	-	০৩
১৯৭৪	৪১	০১	-	-	০১
১৯৭৫	২৮	-	-	-	-
১৯৭৬	৪৩	০৪	-	০১	০৩
১৯৭৭	৪২	১৬	-	০৬	১০
১৯৭৮	৩৮	০৮	-	০১	০৭
১৯৭৯	৭৫	২০	-	০৭	১৩
১৯৮০	৬২	১৬	-	০৬	১০
১৯৮১	০৮	০১	-	-	০১
১৯৮২	২৪	১৫	-	০৩	১৫
১৯৮৩	৩৫	১৪	-	০৪	১০
১৯৮৪	৩৫	০৮	-	০১	০৭
১৯৮৫	৬৫	১৬	-	০৭	০৯
১৯৮৬	৫৪	১১	-	০৪	০৭
১৯৮৭	৪৮	০৪	-	০১	০৩
১৯৮৮	৫৪	১২	-	-	১২
১৯৮৯	৬৪	১৫	-	০৪	১১
১৯৯০	৮৪	২৯	-	০৯	২০
১৯৯১	৭৬	১৮	-	০৬	১২
১৯৯২	৮২	২১	-	০৭	১৪

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৯৩	৮৫	৫৬	-	১২	৪৪
১৯৯৪	৮৬	৫২	-	১১	৪১
১৯৯৫	৯৮	৪৪	-	০৮	৩৬
১৯৯৬	৮৪	২২	-	০৪	১৮
১৯৯৭	৯৬	১০	-	০১	১০
১৯৯৮	৬৬	৩৮	-	০৯	২৯
১৯৯৯	৯৬	৮৩	-	৭৫	০৮
২০০০	৭৬	৩০	-	২১	০৯

১. কলেজের নাম : জামালপুর কলেজ।

২. কলেজের অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানার পূর্ব সীমান্তে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে এই কলেজ অবস্থিত। এলাকাটি শিল্পাঞ্চলের আওতায় হলেও শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থানের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ খুবই মনোরম। শিল্পন্নত এলাকার জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে স্বাধীনতার পূর্ব থেকে দাঁড়িয়ে আছে এই কলেজটি।

৩. প্রতিষ্ঠাকাল : ১.১.১৯৬৭ ইংরেজি।

৪. প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যান্য সহযোগীর নাম : আলহাজ্জ আফতাব উদ্দীন, আলহাজ্জ শামসুদ্দিন. আঃ কফিল উদ্দীন আহমেদ, মোঃ মোশাররফ হোসেন খান প্রভৃতি।

৫. কলেজের জমির পরিমাণ : ৩ একর ৩১ শতাংশ।

৬. স্বীকৃতি ও এম পি ও ভুক্তির তারিখ : ১.১.১৯৬৮ ইংরেজি।

৭. কলেজের আয় : ছাত্র বেতন ও সরকারি বেসরকারি অনুদান।

৮. মোট শিক্ষক সংখ্যা : ৩৫ জন।

৯. অফিস সহকারী : ৫ জন।

১০. চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী : ৮ জন।

১১. এইচ এস সি/ডিগ্রী পরীক্ষায় প্রেরিত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ও তাদের ফলাফল নিম্নরূপ :

এইচ এস সি পরীক্ষা

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৭১	৪২৭	৩৮৭	-	১৫৮	২২৯
১৯৭২	৩৮১	৩০৬	-	২১১	৯৫
১৯৭৩	২৩২	১১২	-	৮৩	২৯
১৯৭৪	৩০২	১৮৪	৩	৭১	১১০
১৯৭৫	৩৩৯	১৩৮	৭	৭৬	৫৫
১৯৭৬	৩৯৭	৭৯	-	৬১	১৮
১৯৭৭	৩৬২	৬৭	-	৪৩	২৪
১৯৭৮	৩০৯	৫৯	-	৩৯	২০
১৯৭৯	২৯৭	৪১	-	২৭	১৪
১৯৮০	৩৩১	৩৯	-	২৮	১১
১৯৮১	৩৫৮	৩৪	-	২৩	১১
১৯৮২	৩৫৪	৩৭	১	২৬	১০
১৯৮৩	৩৩৩	৩৫	-	২৫	১০
১৯৮৪	৩০৩	১৬	-	১১	৫
১৯৮৫	৯২৭	৩০১	৯	২১৭	৭৫
১৯৮৬	৯৩২	৭১৭	১১	৩২৭	৩৭৯
১৯৮৭	৬৩৮	২৫৪	১৩	১৮১	৬০
১৯৮৮	৯০৬	৫০৬	১৬	৩৩২	১৫৮
১৯৮৯	১০৫৪	৬৯	১	৪২	২৬
১৯৯০	১০৩৮	৩০৬	১০	২২৭	৬৯
১৯৯১	৪৩৯	১০৯	১	৩৪	৭৪
১৯৯২	৩৬৬	২৫১	৮	৮৭	১৫৬
১৯৯৩	৫৪২	২৭৪	১৫	৮৫	১৭৪
১৯৯৪	৪১৪	১২৩	৯	৭৯	৩৫
১৯৯৫	৫৫১	১১১	৩	৬৮	৪০
১৯৯৬	৫৮৪	৮৫	-	৫৮	২৭
১৯৯৭	৪৮২	৬৭	-	৪১	২৬
১৯৯৮	২৯১	১২৬	৪	৭৮	৪৪
১৯৯৯	২৯৩	২৭৩	৭	১৩১	১৩৫
২০০০	১৫১	১১৭	২	৯৭	১৮

ডিগ্রী পরীক্ষা

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৭১	৩২৭	২৭২	৭	৭৮	১৮৭
১৯৭২	৩৮১	৩০৬	৯	১০৩	১৯৪
১৯৭৩	২০২	২৩	-	১৩	১০
১৯৭৪	২১৮	১৮১	৬	৩২	১৪৩
১৯৭৫	১৩৭	৭৭	২	৪৬	২৯
১৯৭৬	১৪১	৬৭	-	২৯	৩৮
১৯৭৭	১৫১	৫৩	-	৩১	২২
১৯৭৮	১০৩	৩৯	-	২২	১৭
১৯৭৯	৮৯	৩৭	-	২১	১৬
১৯৮০	৯৫	৪৩	-	১৯	২৪
১৯৮১	১০৭	৪১	-	১৭	২৪
১৯৮২	৮৭	৩১	-	১৩	১৮
১৯৮৩	৭৩	০৭	-	৫	২
১৯৮৪	৮১	১৪	-	৮	৬
১৯৮৫	১৩২	৩৮	-	১৪	২৪
১৯৮৬	২৭৬	১৩৯	-	৪৭	৯২
১৯৮৭	৬৬৮	১৮৩	-	৪৩	১৪০
১৯৮৮	৬৯৪	৪৮	-	৭	৪১
১৯৮৯	৪৫৭	৭৫	-	১৮	৫৭
১৯৯০	৩১৭	৬৬	-	১৩	৫৩
১৯৯১	১৫২	১৫	-	৪	১৩
১৯৯২	৩০৮	১৫৮	-	৪৩	১১৫
১৯৯৩	১৭২	৮৪	-	৫৯	২৫
১৯৯৪	৩১৪	১১৯	-	৬১	৫৮
১৯৯৫	২৯৯	৮৩	-	৪৩	৪০
১৯৯৬	২৮৪	১৩২	-	৫১	৮১
১৯৯৭	১২১	৭৩	-	৪১	৩২
১৯৯৮	১৩৭	১১৬	-	৮১	৩৫
১৯৯৯	৯৯	৮৭	-	৫৮	২৯
২০০০	১৯৮	৭২	-	৩৯	৩৩

মহাবিদ্যালয় পর্যায়ে থানাওয়ারী একটি করে কলেজ পর্যালোচনার জন্য গৃহীত হয়েছে। এই কলেজ সমূহে এইচএসসি ও ডিগ্রী ক্লাসসমূহে পাঠদান করা হয় এবং প্রত্যকটি কলেজে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। উপরে প্রদত্ত ছাত্রছাত্রীদের পরিসংখ্যান থেকে সেই অঞ্চলের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। প্রত্যেকটি কলেজের এইচএসসি ও ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক বলে অনুমান করা যায়। স্ব স্ব অঞ্চলের ফিডার স্কুল থেকে এসএসসি পাস করে সে অঞ্চলের ডিগ্রী কলেজে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয়ে থাকে। অধিকাংশ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা ডিগ্রী পাস কোর্সে ভর্তি হয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে। এসব কলেজ প্রতিষ্ঠিত না হলে এসব ছাত্রছাত্রীর উচ্চ শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হয়ে থাকত। স্থানীয় বিত্তশালী ও দাতা ব্যক্তিগণের আর্থিক অনুদান এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সহায়তা করছে এবং উচ্চ শিক্ষাকে জনসাধারণের আয়ত্তে নিয়ে এসেছে। তবে এসব মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে একদিকে দক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন অপর দিকে নকল প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। সরকারীভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সারা দেশের ন্যায় গাজীপুর জেলার এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীদের নকল প্রবণতা বলতে গেলে প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। এটি শিক্ষার মাত্র উন্নত করবে এবং শিক্ষার্থীদের জাতি গঠনে যথাযথ ভূমিকা পালনে সহায়তা করবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

১.	মাদ্রাসার নাম	:	পিরুজালী আমানিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা।
২.	মাদ্রাসার অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	:	গাজীপুর সদর থানার সর্ববৃহৎ ইউনিয়ন মির্জাপুরে এর অবস্থান। তিন দিকে নদী বেষ্টিত প্রকৃতির নির্মল পরিবেশে গড়ে উঠা এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সুনামের সাথে দ্বীনি শিক্ষার জ্ঞান বিতরন করে চলেছে।
৩.	প্রতিষ্ঠাকাল	:	১.১.১৯৪৭ ইংরেজি।
৪.	প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যান্য সহযোগীর নাম	:	আলহাজ্জ মাদবর উল্লাহ, আলহাজ্জ জমির উদ্দীন, আলহাজ্জ মলে মোহাম্মদ, শহর উল্যাহ মন্ডল, আলহাজ্জ মেহেরুল্লাহ সরকার, আলহাজ্জ হুরমতুল্লাহ, কিফাই তুল্লাহ মন্ডল ও মোঃ মোসলেম উদ্দীন সরকার।
৫.	মাদ্রাসার জমির পরিমাণ	:	৫ একর ৩৫ শতাংশ।
৬.	স্বীকৃতি ও এম পি ও ভুক্তির তারিখ	:	১.১.১৯৫৪ ইংরেজি।

৭. মাদ্রাসার আয় : এলাকার বিত্তশালীদের দান ও সরকারি বেসরকারি অনুদান।

৮. মোট শিক্ষক সংখ্যা : ২৬ জন।

৯. অফিস সহকারী : ২ জন।

১০. চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী : ৫ জন।

১১. দাখিল, আলিম ও ফযিল পরীক্ষায় সেন্টাপ ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ও তাদের ফলাফল নিম্নরূপ :

দাখিল পরীক্ষা

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৭৩	১৪	৯	৬	৩	-
১৯৭৪	০৮	৫	৪	১	-
১৯৭৫	০২	১	-	১	-
১৯৭৬	০৭	৬	-	৪	২
১৯৭৭	০৬	৬	-	৫	১
১৯৭৮	১৪	১৩	১	৯	৩
১৯৭৯	০৫	৩	-	১	২
১৯৮০	০৯	৯	-	৮	১
১৯৮১	০৮	০৮	২	৫	১
১৯৮২	২১	১৮	-	১২	৬
১৯৮৩	০৮	০৫	-	৩	২
১৯৮৪	১৬	০৮	-	৩	৫
১৯৮৫	২০	২০	-	১৪	৬
১৯৮৬	২৩	১৫	-	০৯	৬
১৯৮৭	২২	১২	০২	০৬	৪
১৯৮৮	১৫	১১	-	০৭	৪
১৯৮৯	১৪	১২	-	০৭	৫
১৯৯০	১৬	১১	-	০৮	৩
১৯৯১	১৬	১১	-	০৬	৫
১৯৯২	২২	২০	১	০৫	১৪

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৯৩	২৪	০৭	-	০২	৫
১৯৯৪	২৭	২৫	০৪	১৪	৭
১৯৯৫	২৩	১৪	০৩	০৭	৪
১৯৯৬	৩০	২৬	১১	১৩	২
১৯৯৭	১৬	১৪	০৬	০৮	-
১৯৯৮	১৫	১০	০৩	০৭	-
১৯৯৯	২৮	২১	১৩	০৮	-
২০০০	৩১	২৩	০৩	১৯	১

আলিম

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৭৩	৫	২	-	২	-
১৯৭৪	২	১	-	১	-
১৯৭৫	৫	৫	-	৩	২
১৯৭৬	৭	৭	২	৩	২
১৯৭৭	২	২	-	১	১
১৯৭৮	৭	৬	-	২	৪
১৯৭৯	৭	-	-	১	৩
১৯৮০	৯	৪	-	২	২
১৯৮১	২	১	-	-	১
১৯৮২	৮	৫	-	৩	২
১৯৮৩	১০	৬	-	২	৪
১৯৮৪	১৯	১৪	-	১০	৪
১৯৮৫	৬	৬	-	৬	-
১৯৮৬	৮	৭	-	৫	২
১৯৮৭	২৭	২২	-	১৪	৮
১৯৮৮	১৮	১৮	-	৯	৯
১৯৮৯	১০	৯	-	১	৮
১৯৯০	২১	১৭	-	৬	১১
১৯৯১	১৮	১১	১	২	৮
১৯৯২	২০	২০	১	১২	৭

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৯৩	৯	৫	-	১	৪
১৯৯৪	১২	৫	-	৩	২
১৯৯৫	৭	৩	-	৩	-
১৯৯৬	১৪	১০	৪	২	৪
১৯৯৭	১১	৩	-	৩	-
১৯৯৮	২৪	৮	-	৬	২
১৯৯৯	২৯	২২	১	১৪	৭
২০০০	১২	৮	১	৫	২

ফাযিল

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৭৫	৩	২	-	-	২
১৯৭৬	৫	৫	-	৪	১
১৯৭৭	৫	৫	-	২	৩
১৯৭৮	১২	৮	-	৩	৫
১৯৭৯	৮	৮	-	৬	২
১৯৮০	৫	৪	-	১	৩
১৯৮১	৫	৪	-	-	৪
১৯৮২	২	২	-	-	২
১৯৮৩	৩	১	-	-	১
১৯৮৪	৫	৫	-	৫	-
১৯৮৫	৬	৬	-	৬	-
১৯৮৬	১৭	১১	-	৫	৬
১৯৮৭	১২	১০	-	৭	৩
১৯৮৮	৮	৮	-	৪	৪
১৯৮৯	১৩	১০	-	৬	৪
১৯৯০	১৫	১১	-	৮	৩
১৯৯১	৬	৩	-	২	১
১৯৯২	১০	৮	-	১	৭
১৯৯৩	১৬	১০	-	৩	৭
১৯৯৪	৮	৫	-	২	৩

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৯৫	৫	৪	-	২	২
১৯৯৬	৪	৪	-	৩	১
১৯৯৭	২	২	-	-	২
১৯৯৮	৪	২	-	-	২
১৯৯৯	৪	৩	-	১	২
২০০০	৪	৩	-	৩	-

১. মাদ্রাসার নাম : রাউৎকোনা ফাযিল মাদ্রাসা।

২. মাদ্রাসার অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানার শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে এর অবস্থান। থানা সদরে অবস্থানের কারণে প্রথম থেকেই কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে চলেছে। দীনি এলেম শিক্ষার পাশা পাশি খেলাধুলায়ও এর অবদান কম নয়।

৩. প্রতিষ্ঠাকাল : ১.১.১৯৭৭ ইংরেজি।

৪. প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যান্য সহযোগীর নাম : এডভোকেট মো: ফয়েজ উদ্দীন ।

৫. মাদ্রাসার জমির পরিমাণ : ১ একর ১৭ শতাংশ।

৬. স্বীকৃতি ও এম পি ও ভুক্তির তারিখ : ১.১.১৯৮১ ইংরেজি।

৭. মাদ্রাসার আয় : ছাত্র বেতন, এলাকার বিত্তশালী ব্যক্তিদের দান ও সরকারি অনুদান।

৮. মোট শিক্ষক সংখ্যা : ২৩ জন।

৯. অফিস সহকারী : ২ জন।

১০. চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী : ৪ জন।

১১. দাখিল, আলিম ও ফযিল পরীক্ষায় সেন্টাপ ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ও তাদের ফলাফল নিম্নরূপ :

দাখিল পরীক্ষা

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৮২	১	১	-	১	-
১৯৮৩	৩	২	-	-	২
১৯৮৪	১১	৮	-	৩	৫
১৯৮৫	১৫	৭	১	৪	৮
১৯৮৬	১৭	৯	-	৭	২
১৯৮৭	২১	১০	২	৫	৩
১৯৮৮	১৫	১০	১	৭	২

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৮৯	১৫	১৩	-	৭	৬
১৯৯০	১১	৮	৩	৪	১
১৯৯১	১২	৮	-	৩	৫
১৯৯২	২৩	১৫	-	১০	৫
১৯৯৩	১৬	১৩	৪	৫	৪
১৯৯৪	১৯	১৬	৫	১০	১
১৯৯৫	৩৮	৩২	৫	২২	৫
১৯৯৬	৩৮	৩২	১৪	১৫	৩
১৯৯৭	৩৯	২২	১১	৮	৩
১৯৯৮	৩৮	২৪	১	১৮	৫
১৯৯৯	১৭	১৭	৮	৯	-
২০০০	৩৩	২১	৭	১৪	-

আলিম

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৮৫	৫	৪	-	২	২
১৯৮৬	১০	৮	-	৬	২
১৯৮৭	১৯	১২	১	৭	৪
১৯৮৮	১৪	১৩	-	৩	১০
১৯৮৯	১৩	৮	-	৩	৫
১৯৯০	২২	৫	-	৩	২
১৯৯১	২২	১৪	-	২	১২
১৯৯২	১৬	১৩	৩	৬	৪
১৯৯৩	৯	৮	-	১	৭
১৯৯৪	১৯	১৫	১	৬	৮
১৯৯৫	৩২	১৮	১	৮	৯
১৯৯৬	৪১	২৪	৫	১৩	৬
১৯৯৭	৪১	২৭	-	১৪	১৩
১৯৯৮	২৩	১৩	-	৮	৫
১৯৯৯	৩৩	২২	-	১৫	৭
২০০০	৪৭	২৬	৫	১৬	৫

ফাযিল

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৮৮	১৫	১৩	-	৬	৭
১৯৮৯	৯	৩	-	-	৩
১৯৯০	১২	৫	-	-	৩
১৯৯১	১১	৬	-	-	৬
১৯৯২	১১	৮	-	৫	৩
১৯৯৩	২০	১৩	-	২	১১
১৯৯৪	৮	৬	-	৩	৩
১৯৯৫	৪২	১৯	-	৪	১৫
১৯৯৬	৪৭	২৯	৩	১০	১৬
১৯৯৭	৩৪	২৩	-	১৩	১০
১৯৯৮	৪৫	৩২	২	২০	১০
১৯৯৯	৪৯	৪১	২	২৪	১৫
২০০০	৪৬	৩৪	-	২৮	৬

১. মাদ্রাসার নাম : গাছবাড়ী এবাদিয়া দাখিল মাদ্রাসা।

২. মাদ্রাসার অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানার মফস্বল গ্রামে এর অবস্থান। একদিকে গজারী বন অপর দিকে ফসলের জমি নির্মল পরিবেশে দীনি এলেমের চেরাগ জ্বালিয়ে রেখেছে এই প্রতিষ্ঠান।

৩. প্রতিষ্ঠাকাল : ১.১.১৯৭৯ ইংরেজি।

৪. প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যান্য সহযোগীর নাম : মো: এবাদত খান, মাও: লোকমান হোসেন, ডা: সদর, আবুল হোসেন ও আ: ছামাদ।

৫. মাদ্রাসার জমির পরিমাণ : ১ একর ৮৭.৫ শতাংশ।

৬. স্বীকৃতি ও এম পি ও ভুক্তির তারিখ : ১.৭.১৯৮৩ ইংরেজি।

৭. মাদ্রাসার আয় : ছাত্র বেতন, বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিল ও সরকারি অনুদান।

৮. মোট শিক্ষক সংখ্যা : ১৫ জন

৯. অফিস সহকারী : ১ জন

১০. চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী : ২ জন

১১. দাখিল, পরীক্ষায় সেন্টাপ ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ও তাদের ফলাফল নিম্নরূপ :

দাখিল পরীক্ষা

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৮৩	৩	২	-	১	১
১৯৮৪	৬	৩	-	-	৩
১৯৮৫	৬	৬	-	৪	২
১৯৮৬	৭	৪	-	২	১
১৯৮৭	৭	৭	-	৭	-
১৯৮৮	৬	৬	-	৫	১
১৯৮৯	৫	৪	-	২	২
১৯৯০	৬	-	-	-	-
১৯৯১	১৩	১১	-	৭	৪
১৯৯২	৫	৫	-	-	৫
১৯৯৩	১৩	৮	১	১	৬
১৯৯৪	৭	৭	-	৫	২
১৯৯৫	৭	৩	-	২	১
১৯৯৬	৫	১	-	-	১
১৯৯৭	৮	৮	৪	৪	-
১৯৯৮	৮	৫	১	২	২
১৯৯৯	১৪	১১	২	৮	১
২০০০	১১	১০	৫	৫	-

১. মাদ্রাসার নাম : রাজাবাড়ী ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা

২. মাদ্রাসার অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানার রাজাবাড়ী ইউনিয়নে এর অবস্থান। প্রতিষ্ঠানটির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে পারুলী নদী। পাশেই ফসলের বিস্তৃত মাঠ। মাদ্রাসার নিকটেই ফলমূলের বিরাট বাগান। এমনই প্রাকৃতিক পরিবেশে দ্বীনি শিক্ষা বিতরন করে চলেছে প্রতিষ্ঠার পর থেকে।

৩. প্রতিষ্ঠাকাল : ১.১.১৯৬১ ইংরেজি।

৪. প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যান্য সহযোগীর নাম : মো: জমির উদ্দীন সরদার, মাও: আ: রহমান, মাও: রমীজ উদ্দিন, মাও: সিরাজুল ইসলাম ও মো: আজমাইল সরদার।

৫. মাদ্রাসার জমির পরিমাণ : ৮৩ শতাংশ।

৬. স্বীকৃতি ও এম পি ও ভুক্তির তারিখ : ১.১.১৯৮২ ইংরেজি।

৭. মাদ্রাসার আয় : বিত্তশালিদের দান ও সরকারি অনুদান।

৮. মোট শিক্ষক সংখ্যা : ১৭ জন।

৯. অফিস সহকারী : ১ জন।

১০. চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী : ২ জন।

১১. দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় সেন্টাপ ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ও তাদের ফলাফল নিম্নরূপ :

দাখিল পরীক্ষা

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৭৫	৩	১	-	-	১
১৯৭৬	৪	১	-	-	১
১৯৭৭	২	১	-	-	১
১৯৭৮	৪	৩	-	-	১
১৯৭৯	৩	৩	-	২	১
১৯৮০	৪	৩	-	৩	-
১৯৮১	৫	৩	-	৩	-
১৯৮২	৩	২	-	১	২
১৯৮৩	৮	১	-	২	-
১৯৮৪	২	১	-	-	১
১৯৮৫	৪	২	-	-	৩
১৯৮৬	৬	৫	-	৪	১
১৯৮৭	১৬	১০	-	৫	৫
১৯৮৮	১৪	-	-	৪	-
১৯৮৯	১১	৯	-	৪	৫
১৯৯০	১৫	৩	১	১	১
১৯৯১	১১	৭	-	৪	৩
১৯৯২	১৩	৯	-	২	৭
১৯৯৩	২০	১০	-	৩	৭
১৯৯৪	৯	৬	১	৩	২
১৯৯৫	১২	৬	-	২	৪
১৯৯৬	১৭	১৪	২	১০	২
১৯৯৭	১৯	১৫	২	৯	৪

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৯৮	২২	১৪	১	১১	২
১৯৯৯	২০	৮	-	৫	৩
২০০০	৩২	২৬	৭	১৪	৫

আলিম

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৯০	৩	১	-	-	১
১৯৯১	১২	৫	-	২	৩
১৯৯২	১৩	৮	-	১	৭
১৯৯৩	৮	৩	-	-	৩
১৯৯৪	১২	১১	-	৪	৭
১৯৯৫	৮	৩	-	-	৩
১৯৯৬	১৮	৮	-	৪	৪
১৯৯৭	১৭	১৩	-	১০	৩
১৯৯৮	২৭	১৪	১	১০	৮
১৯৯৯	২৭	৮	-	৩	৫
২০০০	২১	১৬	২	৯	৫

১. মাদ্রাসার নাম : জামালপুর দারুল উলুম আলিম মাদ্রাসা।

২. মাদ্রাসার অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানার জামালপুর ইউনিয়নে এর অবস্থান। জামালপুর ইউনিয়ন শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত। নদীর পশ্চিমতীর কালিগঞ্জ এবং পূর্বতীর নরসিংদী জেলার ঘোড়াশাল থানা। এই দুই থানাতেই গড়ে উঠেছে শিল্প প্রতিষ্ঠান। শিল্প উন্নত বস্তুবাদী জনগোষ্ঠীর মাঝে দ্বীনি এলেম বিতরন করে চলেছে জন্ম থেকে।

৩. প্রতিষ্ঠাকাল : ১.১.১৯৭৬ ইংরেজি।

৪. প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যান্য সহযোগীর নাম : কারী জামাল উদ্দীন, মৃত আকাব্বর আলী, তাজউদ্দীন, জয়নাল আবেদীন, আঃ রাজ্জাক আহমেদ, মোঃ ফজলুল হক ও মৃত মোঃ আয়েশ আলী।

৫. মাদ্রাসার জমির পরিমাণ : ১ একর ১.৫ শতাংশ।

৬. স্বীকৃতি ও এম পি ও ভুক্তির তারিখ : ১.৩.১৯৮৩ ইংরেজি।

৭. মাদ্রাসার আয় : ছাত্র বেতন ও সরকারি বেসরকারি অনুদান।

৮. মোট শিক্ষক সংখ্যা : ১৮ জন।

৯. অফিস সহকারী : ১ জন।

১০. চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী : ২ জন।

১১. দাখিল, আলিম ও ফযিল পরীক্ষায় সেন্টাপ ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ও তাদের ফলাফল নিম্নরূপ :

দাখিল পরীক্ষা

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৮৪	৮	৪	-	১	৩
১৯৮৫	৮	৪	-	২	২
১৯৮৬	১৩	৮	-	৬	২
১৯৮৭	২৪	৪	-	১১	৫
১৯৮৮	১৩	১	-	১	-
১৯৮৯	১৯	৮	-	৩	৫
১৯৯০	১৭	৭	-	২	৫
১৯৯১	১১	৫	-	১	৪
১৯৯২	১৩	১০	-	৫	৫
১৯৯৩	৮	৪	-	১	৩
১৯৯৪	১৯	১৪	-	৭	৭
১৯৯৫	১২	৭	১	৫	১
১৯৯৬	১১	৬	১	৫	-
১৯৯৭	১৫	১২	৫	৭	-
১৯৯৮	১৩	১	১	-	-
১৯৯৯	১০	৭	১	৫	১
২০০০	১০	৯	১	৭	১

আলিম

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৮৮	১০	২	-	-	৬
১৯৮৯	২৫	১১	-	১০	১১
১৯৯০	১৩	৯	-	২	৭
১৯৯১	২০	৫	-	-	৫

সাল	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট পাসের সংখ্যা	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ
১৯৯২	৯	৮	-	১	৭
১৯৯৩	১৬	৩	-	১	২
১৯৯৪	৭	৪	-	-	৪
১৯৯৫	৯	৩	-	২	৩
১৯৯৬	১৩	৬	-	-	-
১৯৯৭	১৬	৬	-	৫	৬
১৯৯৮	১৩	৩	-	২	২
১৯৯৯	১১	৩	-	-	৩
২০০০	১০	৩	-	২	১

উপরে বর্ণিত দাখিল আলিম ও ফযিল মাদ্রাসার থানাওয়ারী ছাত্রছাত্রীদের পরিসংখ্যান থেকে অনুমান করা যায় যে, সাধারণ শিক্ষার ন্যায় ইসলামি শিক্ষা প্রদানে গাজীপুর জেলার অধিবাসীগণ সমভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রত্যেকটি মাদ্রাসার ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দাখিল আলিম ও ফাযিল পরীক্ষার সেন্টাপকৃত ছাত্রছাত্রীদের পাসের গড় হার অনেকটা সন্তোষজনক। তবে সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম। দাখিল ও আলিম পর্যন্ত শিক্ষা স্তরের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ফাযিল ক্লাসের চেয়ে বেশী। কারণ দাখিল এসএসসি এবং আলিম এইচ এস সির সমমান হওয়ার কারণে ছাত্রছাত্রীগণ এই দুইপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থীদের ন্যায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে কোনরূপ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয় না। এজন্য অভিবাবকগণ দ্বীনি এলেম শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষার সংযুক্তিতে তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে মাদ্রাসায় পাঠাতে নিরুৎসাহিত বোধ করেন না। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবেও মাদ্রাসা থেকে পাস করা ছাত্রছাত্রীগণ হীনমন্যতায় ও অসমতায় ভোগে না। উপরন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা আদব লেহাজের ক্ষেত্রে জনগণের নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য। তারা ইসলামি শিক্ষাদান করে সাধারণ মানুষের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠে। গাজীপুর জেলার মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নেও তারা পিছপা থাকেনি।

সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক পর্যালোচনা থেকে ও পরিবেশের মূল্যায়ন করে বলা যায় যে, গাজীপুর জেলায় সাধারণ ও ইসলামী দুই শ্রোত ধারার শিক্ষা পাশা পাশি চলমান থেকে জনগণের শিক্ষার হার বৃদ্ধি করছে এবং ইসলামী শিক্ষার প্রতি তাদেরকে অনুরক্ত করে তুলেছে যা দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য বিশেষভাবে কাম্য।

৫.৯ জনজীবনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব

গাজীপুর জেলার থানা-ওয়ারী সনাতন ও আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি বিস্তারিত তালিকা উপরে উপস্থাপিত হয়েছে এবং নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচিতি প্রদান করা হয়েছে। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে গাজীপুর জেলার জনজীবনে এগুলোর প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য পেশ করা হলো।

সনাতন ও মাদ্রাসা শিক্ষার দাখিল ও আলিমকে যথাক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক সমমান দেয়ার ফলে গাজীপুর জেলার বিদ্যমান পাঁচটি থানায় উল্লেখযোগ্য দাখিল ও আলিম পর্যায়ের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে ছাত্রদের সংখ্যা সেসব প্রতিষ্ঠানে বেড়ে চলেছে। নিম্নবিত্ত ও অসচ্ছল ব্যক্তিদের ছেলে মেয়েরা বলতে গেলে ন্যূনতম খরচে এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করে একদিকে বাংলাদেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করছে অপর দিকে জীবনের প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ করতে পেরেছে। ফলে দেখা যায় যে, হাই স্কুলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে দাখিল পর্যন্ত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান আধিক্য লাভ করছে। ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে বাস্তবমুখী শিক্ষা লাভ করে মাদ্রাসার পাস করা ছাত্র-ছাত্রীগণ আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার কারণে দেশ ও জাতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে কোনরূপ কাপর্ণ্য করছে না। নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা মানুষের মধ্যে তাকওয়ার বীজ উপ্ত করে এবং সেকারণে যে কোন কাজ করতে গিয়ে তারা অন্যায় ও অনৈতিকতা থেকে বিরত থাকে। সাধারণ জনগণও মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে শ্রদ্ধা করে এবং তাদের কথা ও কাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়। গাজীপুর জেলার মাদ্রাসাসমূহের প্রদত্ত তালিকা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জনগণের প্রচেষ্টায় এসব মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ধর্মীয় ও পার্থিব শিক্ষা লাভ করে উন্নয়ন কর্ম কান্ডে অংশ

গ্রহণ করছে এবং ন্যায়নিষ্ঠার সাথে তাদের কর্তব্য পালন করছে। লক্ষ্য করা যায় যে, মাদ্রাসা থেকে পাস করা ছাত্র ছাত্রী যে সব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে সেসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুস্থভাবে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হচ্ছে এবং তা প্রসংশিত হচ্ছে।

প্রাসংঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায় যে, সরকার গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত দাখিল ও আলিম পর্যন্ত ছাত্রীদেরকে উপবৃত্তি প্রদান করে এবং তার ফলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা লাভে তাদের জন্য পিতা মাতা ও অভিভাবকদের কোন খরচ করতে হয় না। উপরন্তু বালিকা দাখিল মাদ্রাসা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি করছে এবং তাদের মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ সক্রিয় হয়ে উঠছে। এমতবস্থায় গাজীপুরের গ্রামাঞ্চলে জনগোষ্ঠীর মধ্যে এবং বিশেষ করে নারীদের মধ্যে ইসলামী ও নৈতিক মূলবোধ প্রতিষ্ঠা লাভ করে সুশীল সমাজ গঠনের পথ অনেকটা সহজ করে তুলছে। থানাওয়ারী কোন কোন মাদ্রাসার পার্শবর্তী এলাকার জনগোষ্ঠির সাক্ষাৎকারে যে তথ্য বেড়িয়ে আসছে তা থেকে অনুমান করা যায় যে, তাদের স্ব স্ব অঞ্চলের মাদ্রাসা শিক্ষার প্রভাব তাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। তাদের সন্তানসন্ততিদের কথাবার্তা ও আচরণে ইসলামী জীবন ধারা ও মূল্যবোধের বাস্তব রূপ পরিস্ফুট হতে দেখা যায়। পূর্বের কর্ম শিথিলতা পরিহার করে তাদের শিক্ষার পাশাপাশি শ্রমকে কাজে লাগিয়ে বৈধ পন্থায় উপার্জন করে পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করছে। এটি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গাজীপুরবাসীর ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা যায়। গ্রামঅঞ্চল ছাড়াও উপজেলা শহর নগর ও জেলা শহরে মাদ্রাসা শিক্ষা পূর্বের চেয়ে ব্যপকতা লাভ করেছে এবং এতে জনগণের ইতিবাচক সাড়া মিলেছে।

গাজীপুরের নগর ও শহর ছাড়াও থানাসমূহের গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পূর্বের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগণের অনুদান এবং বিত্তশালীদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের অতি অল্প খরচে শিক্ষা লাভ প্রত্যেক অঞ্চলের শিক্ষার হার বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বিশেষ ভাবে অবদান রাখছে। তাদের মধ্যে পৌর ও নাগরিক সচেতনতাবৃদ্ধি করছে এবং নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করছে। পূর্বে

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতার কারণে কিশোর ও তরুণদের মধ্যে আড্ডা দেয়া ও অনর্থক সময় অপচয় করার যে প্রবণতা ছিল তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তারা অংশ গ্রহণ করছে। স্ব স্ব অঞ্চলের পরিবেশকে উন্নত করতে এসব কিশোর ও তরুন বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠছে। এটি গাজীপুর জেলার জন্য শুভ লক্ষণ হিসেবে গণ্য হতে পারে। গাজীপুরের প্রত্যেক থানার বা উপজেলার মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, গাজীপুর সদর ও কাপাসিয়া থানার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্য থানার চেয়ে বেশী। এই তথ্য থেকে অনুমান করা মোটেই অযৌক্তিক নয় যে, এই দুই থানার শিক্ষার হার তুলনামূলক ভাবে অন্য থানার চাইতে বেশী। বাস্তব জরিপের ক্ষেত্রেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

গাজীপুর মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে দাখিল ও আলিম এর পর উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনটি কামিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার একটি শ্রীপুর থানার ভাগনাহাটি গ্রামে, অপরটি কালিগঞ্জ থানার দুর্বাটি গ্রামে এবং তৃতীয়টি টংগী থানার অন্তর্গত গাজীপুরা গ্রামে অবস্থিত। এই তিনটি মাদ্রাসা ইসলামী উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। সাধারণ উচ্চ শিক্ষার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক সিঁড়ি পেড়িয়ে গাজীপুর জেলার প্রত্যেকটি থানায় একাধিক ডিগ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সে গুলো স্ব স্ব অঞ্চলে জনগোষ্ঠীর উচ্চ শিক্ষা লভের সুযোগ সৃষ্টি করছে। এছাড়াও অনার্স ও মাষ্টার্স শিক্ষা ক্রমে গাজীপুর সদরে দুটি সরকারি কলেজ আছে। এর একটি টংগীতে অবস্থিত টংগী সরকারী কলেজ এবং অপরটি চৌরাস্থায় অবস্থিত ভাওয়াল বদরে আলম সরাকারি কলেজ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এদু'টি কলেজে কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শাখার বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও মাষ্টার্স কোসে পাঠদান করা হয়ে থাকে। এদু'টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্বল্প খরচে শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করায় নিম্ন মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনায় মন্তব্য করা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে শিক্ষার শেষ পর্যায় পর্যন্ত যে সব প্রতিষ্ঠান গাজীপুরের অন্তস্থিত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলো জনগণের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের সাড়া জাগিয়েছে এবং জনজীবনের সর্বস্তরে কার্যকর প্রভাব বিস্তার করেছে।

অধ্যায় ৬
ধর্মীয়ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সেগুলোর কার্যক্রম ও প্রভাব

৬.১ ইসলাম প্রচার ও প্রসারে মসজিদের ভূমিকা

মসজিদের কার্যক্রম অতি ব্যাপক। এখানে নামাজ আদায় করা ছাড়াও ইসলামের তালিম দেয়া হয়। মসিজিদ বলতে এমন একটি স্থান বা ইমারতকে বুঝায় যেখানে মুসলমানগণ একত্রিত হয়ে আল্লাহর নিকট মাথা অবনত করে এবং তাদের নেতার আলোচনা শুনতে পারে। মসজিদের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সেজদা করার স্থান। মহানবী (স.)-এর আবির্ভাবের পর থেকে মসজিদ শব্দটি পরিচিতি লাভ করেছে। মুসলমানদের জীবনে মসজিদের প্রভাব অতি ব্যাপক এবং কার্যক্রম অতি বিস্তৃত। কুরআন মজিদে মহান আল্লাহ্ মসজিদ নির্মাণকে উৎসাহিত করে এরশাদ করেছেন "আল্লাহর মসজিদ সেই ব্যক্তিই নির্মাণ করেন যিনি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন, সালাত কায়েম করেন, যাকাত প্রদান করেন এবং আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করেন না। এসব ব্যক্তির হেদায়েত প্রাপ্ত"।[১] মহানবী (স.) মসজিদ নির্মাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে অনেক বাণী প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করেন আল্লাহ তাঁর জন্য বেহেশতে অনুরূপ গৃহ বা সত্তরটি প্রসাদ নির্মাণ করে"[২] সেজন্য আমরা দেখতে পাই যে, মহানবী (স.) হিজরত করে সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন মদিনায় যা মসজিদুন নবী বা নবীর মসজিদ হিসেবে খ্যাত। আল্লহর কুরআন ও মহানবী (স.)-এর হাদীসের উপর গুরুত্ব আরোপ করে মুসলমানগণ বিজয়ী বেশে যে স্থানে প্রবেশ করেছেন সেখানে তাঁরা মসজিদ নির্মাণ করেছেন। এটি তাঁরা তাঁদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

মুসলমানদের জীবনে ঐক্য, মমত্ব এবং শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করতে মসজিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মুসলমানগণ সমবেতভাবে মহান প্রভুর দরবারে দিনে পাঁচ বার এবং সপ্তাহে জুমার দিনে একবার আবেদন নিবেদন করার এক বিরাট সুযোগ আল্লাহ মুসলমানদের জন্য দান

---

[১] আল কুরআন, সুরা তওবা আয়াত ১৮।

[২] মিশকাত আল-মাসাবীহ, করাচী, ১৩৬৮ হিজরী, বাব আল মসজিদ, পৃ. ৬৯।

করেছেন। একই মিল্লাতের অর্ন্তভুক্ত ব্যক্তিগণ যখন মসজিদে প্রবেশ করেন তখন ধনী নির্ধন, বাদশাহ ফকির ও সাদা কালোর ভেদাভেদ ভেঙ্গে দিয়ে সবাই একসাথে আল্লাহর নিকট তাঁর সাধারণ গোলাম হিসেবে পৃথিবীর বুকে প্রকৃত সাম্য মৈত্রী প্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করেন। তখন তাঁরা প্রত্যেকেই আল্লাহর সেই বাণীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন যে, মানবমন্ডলীকে পুরুষ ও স্ত্রী জাতিতে সৃষ্টি করে বিভিন্ন গোত্র ও কবিলায় আল্লাহ তাদের পরিচয়ের সুবিধার জন্য বিভক্ত করেছেন। তবে আল্লাহর নিকট সেই ব্যাক্তি সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন।[৩] আইন শৃংখলার প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ মসজিদে হয়ে থাকে। কারণ মসজিদে নামাজ পরিচালনাকারী ইমাম রাষ্ট্রীয় প্রধান হওয়ার কারণে একই মিল্লাতের প্রতিটি সদস্যের অভাব অভিযোগ জানার সুযোগ এই মসজিদে হয়। মহানবী (স.) এই উদ্দেশ্যের বাস্ত বায়নের জন্য মদিনায় হিজরত করে সর্বপ্রথম একটি জামে মসজিদের গোড়া পত্তন করেন যা মদিনার মসজিদ হিসেবে খ্যাত। এটি কেবলমাত্র নামাজ সম্পাদনের স্থান হিসেবে বিবেচিত হত না, বরং মহানবী (স.) মসজিদে বসে সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক ও অন্যান্য কার্যক্রমের পর্যালোচনা করতেন এবং সমস্যার সমাধান দান করতেন। পরবর্তী সময়েও মহানবীর (স.) অনুসারীরা তাঁর প্রদর্শিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা মসজিদে অব্যাহত রেখেছেন। প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ করা যায় যে, মহানবী (স.) এর মদিনার মসজিদ যেমন শিক্ষা প্রদানের স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে তেমনিভাবে তা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিচারালয়, প্রশাসনিক ও রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলেও প্রশাসনিক কোন সচিবালয় না থাকায় মদিনার মসজিদসহ অন্যান্য প্রাদেশিক মসজিদগুলোতেও অনরূপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। উমাইয়া খেলাফত পর্বেও (৬৬১-৭৫০ খ্রিঃ) নামাজ আদায় ছাড়াও জনজীবনের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন হতে দেখা যায় মসজিদে। বিশেষ করে মসজিদের রিওয়াকসমূহে পাঠেদানের ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যাদির ফায়সালা উলামা ও ধর্মতত্ত্ববিদগণ করে থাকতেন। পরবর্তী আব্বাসীয় শাসনামলে (৭৫০-১২৫৮ খ্রিঃ) রাষ্ট্রীয় কার্যের পরিধি সম্প্রসারিত হলে মসজিদের বহুমাত্রিক কার্যক্রমকে সংকোচিত করা হয়। মসজিদের বাইরে একাদশ শতাব্দীতে আলাদাভাবে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হলে পাঠদানের ব্যবস্থা মসজিদের চত্তর থেকে মাদ্রাসায় স্থানান্তরিত হয়। তবুও উলামা

---

[৩] আল-কুরআন, সুরা হুজারাত আয়াত ১৩।

মাশায়েখের বক্তৃতা ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা মসজিদে অব্যাহত থাকে। মসজিদ কার্যক্রমের এই রীতি মুসলিম অধ্যুষিত মধ্য এশিয়ার সবত্র প্রবাহমান ছিল।

মধ্য এশিয়ার তুর্কি বিজেতাগণ ইসলামী ঐতিহ্যের এই ধারা নিয়ে ভারত উপমহাদেশে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় থেকে শুরু করে ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও কৌশলগত স্থানসমূহে যে সব মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেসব মসজিদের কার্যক্রম সনাতনী ধারণার আদলে চলমান রয়েছে। বাংলায় তুর্কি মুসলিমগণও মসজিদ নির্মাণে ও কার্যক্রমে মধ্য এশীয় ঐতিহ্য নিয়ে প্রবেশ করেছেন। ১৭৫৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম শাসনামলে মসজিদ সালাত আদায়ের স্থান ব্যতীত শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে, সামাজিক সমস্যাবলীর ফায়সালা স্থান হিসেবে এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর জীবনের বিভিন্ন দিকে নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনার কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কারণ পরিবার ছাড়া মুসলিম সমাজ গঠনের প্রথম ইউনিট মসজিদ ও তার পরে মাদ্রাসা। কিন্তু বৃটিশ শাসনাধীন বাংলায় মসজিদে নামাজ ব্যতীত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তবে মুসলমান সন্তান সন্ততিদের জন্য মকতব বা ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের স্থান হিসেবে মসজিদকে ব্যবহার করার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির পর দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। একটি ভারত এবং অপরটি পাকিস্তান। এসময়ে পাকিস্তানের অন্তস্থিত মসজিদসমূহের কার্যক্রমে গতিশীলতা আসে এবং জনজীবনে তার প্রভাব পড়তে থাকে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নেয়। বাংলাদেশ সরকার মুসলিম জনগণের ধর্মীয় কার্যক্রমে গতিময়তা সৃষ্টির লক্ষ্যে মসজিদ ভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে। বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম অতি ব্যপক। মসজিদের উন্নয়ন এবং ইমামগণের প্রশিক্ষণ তার কার্যক্রমের একটি দিক। সরকারের প্রচেষ্টা, জনগণের সহযোগিতা এবং বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মতৎপরতায় বাংলাদেশে মসজিদসমূহ সক্রিয় হয়ে উঠে এবং মুসলমান জনগোষ্ঠীর জীবন পরিক্রমায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা ও চিকিৎসা, হাঁস-মুরগী ও পশুপালন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন মুলক কার্যক্রম পরিচালনা করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

গাজীপুর জেলায় প্রতিষ্ঠিত মসজিদের সংখ্যা অন্যান্য জেলার তুলনায় উৎসাহব্যঞ্জক এবং এগুলোর কার্যক্রম স্ব স্ব অঞ্চলের জনগণ কর্তৃক প্রশংসিত। নিম্নে প্রদত্ত মসজিদসমূহের তালিকা হতে তা অনুমান করা যায়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মসজিদ বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের আওতায় এসেছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইমাম এবং মসজিদ সংলগ্ন পাঠাগার স্থানীয় জনগণের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা বৃদ্ধি করেছে এবং ধর্মীয় শিক্ষার দিকে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে। নিম্নে গাজীপুর জেলার থানাওয়ারী মসজিদসমূহের তালিকা প্রদান করা হলো এবং সেগুলোর মধ্য হতে তারকা চিহ্নিত মসজিদ বাংলাদেশ ইসলামিক ফাইন্ডেশনের আওতাভুক্ত হিসেবে দেখানো হলো।

গাজীপুর সদর উপজেলা

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
১.	উঃ সালনা জামে মসজিদ, ডাক-সালনা বাজার, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২.	কাঞ্চানুল জামে মসজিদ, ডাক-ভাওয়াল মির্জাপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৩.	চান্দপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-চান্দপাড়া, উপজেলা- গাজীপুর সদর জেলা-গাজীপুর।
৪.	বাঙ্গাল গাদু জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৫.	টেকী বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক-সালনা বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৬.	পাজুলিয়া জামে মসজিদ, ডাক-বি.ও.এফ, উপজেলা- গাজীপুর সদর জেলা-গাজীপুর।
৭.	দঃ সালনা জামে মসজিদ, ডাক-সালনা বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৮.	ধীরাশ্রম দঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৯.	বড়ই বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক-পুবাইল, উপজেলা- গাজীপুর সদর জেলা-গাজীপুর।
১০.	সমাস্তপুর জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর জেলা-গাজীপুর।
১১.	বাংলাদেশ ডিজেল প্লান্ট জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১২.	নওজোড় দিঘলটেক জামে মসজিদ, ডাক-কড্ডা বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
১৩.	সালনা মুন্সীপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-সালনা বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৪.	মারিয়ালী জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর জেলা-গাজীপুর।
১৫.	লগলিয়া জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৬.	দঃ সালনা জামে মসজিদ, ডাক- সালনা বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৭.	কড্ডা বাজার জামে মসজিদ, ডাক-কড্ডা বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৮.	চতর বাজার জামে মসজিদ, ডাক-বি.ও.এফ, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৯.	সারপাইতলা জামে মসজিদ, ডাক-কাসিমপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২০.	কানাইয়া জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২১.	সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক-শিমুলতলী, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২২.	কানাইয়া জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৩.	হারবাইদ পুঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-হারবাইদ, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৪.	খাইলকুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-কেবি বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৫.	গাজীপুর সিনিয়ার মাদ্রাসা জামে মসজিদ, ডাক- বি.ও.এফ, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৬.	কাউলতিয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-সালনা, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৭.	জোলার পাড় পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-সালনা, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৮.	নান্দুয়াইন দঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-মির্জাপুর বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৯.	নান্দুয়াইন উঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- মির্জাপুর বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৩০.	বাহাদুরপুর রোবার পল্লী জামে মসজিদ, ডাক-মির্জাপুর বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
৩১.	গাজীপুর পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-বি.ও.এফ, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৩২.	আলীমিয়া ইসলামীয়া মাদ্রাসা জামে মসজিদ, ডাক-মির্জাপুর বাজার, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৩৩.	সাত রং জামে মসজিদ, ডাক-মন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৩৪.	বায়তুল আমান জামে মসজিদ, ডাক-নিশাতনগর মার্কেট, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৩৫.	মিরাশ পাড়া তাজ জামে মসজিদ, ডাক-মন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৩৬.	ঢাকা ডাইং জামে মসজিদ, ডাক-মন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৩৭.	বগুড়া হাফেজিয়া জামে মসজিদ, ডাক কে.বি.বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৩৮.	বসগাও পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-পুবাইল, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৩৯.	বহুরিয়া চলা জামে মসজিদ, ডাক-মির্জাপুর বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৪০.	রাজিব পুর জামে মসজিদ, ডাক-কৃষ্ণপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৪১.	এরশাদ নগর শাহী জামে মসজিদ, ডাক-মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৪২.	হায়দারাবাদ লোহাদির টেক জামে মসজিদ, ডাক-হায়দারাবাদ, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৪৩.	হায়দারাবাদ উঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- হায়দারাবাদ, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৪৪.	গাছা পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-গাছা, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৪৫.	বি,ডি,পি, জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৪৬.	বায়তুল রহমাত জামে মসজিদ, ডাক-বড়ভবানীপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৪৭.	পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-বি,এ,এফ, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৪৮.	বারেন্ডা পাকা জামে মসজিদ, ডাক-কাসিমপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৪৯.	হায়দারাবাদ মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- হায়দারাবাদ, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
৫০.	কাজী আজিম উদ্দিন কলেজ জামে মসজিদ, ডাক- জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৫১.	বাইতুল ইজ্জত জামে মসজিদ, ডাক- জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৫২.	চান্দায়া পূর্ব জামে মসজিদ, ডাক-গাছা, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৫৩.	বায়তুল মোয়াজ্জাম জামে মসজিদ, ডাক- জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৫৪.	বাংলাদেশ ধান গবেষণা জামে মসজিদ, ডাক-বি,আর,আর,আই, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৫৫.	চক্রবর্তি জামে মসজিদ, ডাক-বি,কে,এস,পি, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৫৬.	মো: মফিজ উদ্দিন সাহেবের বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক-কে,বি,বাজার, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৫৭.	গাউছুল আজম জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৫৮.	নীলের পাড়া পূর্ব জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৫৯.	উত্তর খাইলকর জামে মসজিদ, ডাক-কে, বি, বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৬০.	কাশেম টেক্সটাইল জামে মসজিদ, ডাক-চান্দনা, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৬১.	কানাইয়া জামে মসজিদ, ডাক-কানাইয়া, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৬২.	গাজীপুর সদর হাসপাতাল জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৬৩.	পূর্ব ধীরাশ্রম জামে মসজিদ, ডাক-ধীরাশ্রম, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৬৪.	আঙ্গুটিয়া চালা জামে মসজিদ, ডাক- মির্জাপুর বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৬৫.	পিরুজালী আমানিয়া জামে মসজিদ, ডাক-পিরুজালী, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৬৬.	বায়তুন্নুর জামে মসজিদ, ডাক-গাজীপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৬৭.	নাপা পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-সালনা বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৬৮.	ভাওয়াল মির্জাপুর জামে মসজিদ, ডাক-ভাওয়াল মির্জাপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
৬৯.	বায়তুল আমান জামে মসজিদ, ডাক-গাজীপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৭০.	বায়তুল ইজ্জত জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৭১.	উঃ সিলাসপুর জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৭২.	বাগলবাড়ী পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-সালনা বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৭৩.	পালসোনা জামে মসজিদ, ডাক-গাছা, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৭৪.	খুন্দিয়া জামে মসজিদ, ডাক-কালনী, উপজেলা- গাজীপুর সদর জেলা-গাজীপুর।
৭৫.	বাঙ্গাল গাছ জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৭৬.	চতর নয়াপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-বা.স.কা, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৭৭.	মারীয়াসী পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৭৮.	উত্তর বিলাসপুর জামে মসজিদ, ডাক-গাজীপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৭৯.	বাইতুল ইজ্জত জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৮০.	কালনী জামে মসজিদ, ডাক-কালনী, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৮১.	নাগা মোক্তার বাড়ী শাহী জামে মসজিদ, ডাক-ইপসা, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৮২.	বন্দান জামে মসজিদ, ডাক-কুমুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৮৩.	এনায়েতপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-কাসিমপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৮৪.	দক্ষিণ খান ভূঞাবাড়ী জামে মসজিদ, ডাক-ধীরাশ্রম, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৮৫.	কালনী পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-কালনী মাদ্রাসা, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৮৬.	কালনী খানপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-কালনী মাদ্রাসা, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৮৭.	বাগবাড়ী মাদ্রাসা বাজা জামে মসজিদ, ডাক-কাসিমপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
৮৮.	হায়দারাবাদ মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- হায়দারাবাদ মাদ্রাসা, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৮৯.	বাইতুন নূর জামে মসজিদ, ডাক- গাজীপুর-১৭০০, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৯০.	চাপুলিয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- গাজীপুর সদর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৯১.	বাসুরা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-কে,বি, বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৯২.	দিঘীর চালা উঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-চান্দানা চৌরাস্তা, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৯৩.	মুন্সীপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- গাজীপুর পৌরসভা, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৯৪.	থানা জামে মসজিদ, ডাক -গাজীপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৯৫.	আমবাগ সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ডাক-কোনাবাড়ী, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৯৬.	হাজীবাগ জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৯৭.	পশ্চিম জয়দেবপুর বায়তুল আমান জামে মসজিদ, ডাক- গাজীপুর পৌরসভা, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৯৮.	বায়তুন নূর জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৯৯.	বায়তুল মুনীর জামে মসজিদ, ভোড়া উত্তরপাড়া, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১০০.	পূবাইল নয়ানী পাড়া কাজীপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-পূবাইল, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১০১.	কাসিমপুর নয়াপাড়া জামে মসজিদ, ইউ-কাসিমপুর, ডাক-কাসিমপুর, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১০২.	পুলিশ লাইন জামে মসজিদ, ডাক-বি,আর,আর,আই, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১০৩.	বায়তুল আমান জামে মসজিদ, ডাক-গাজীপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১০৪.	জয়দেবপুর রেলওয়ে ষ্টেশন বায়তুল আমান জামে মসজিদ, ডাক-গাজীপুর, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১০৫.	মৈশান বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক-সালনা বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
১০৬.	আম্মান বিন ইয়াছির জামে মসজিদ, ডাক-বোর্ড বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১০৭.	আল মদিনা জামে মসজিদ, ডাক-জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১০৮.	বাইতুন নূর জামে মসজিদ, ডাক-জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১০৯.	নাওজোড় পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-কড্ডা বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১১০.	মারীয়ালী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ডাক-গাজীপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১১১.	সালনা প্রেসিডেন্টবাড়ী জামে মসজিদ, ডাক-সালনা বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১১২.	গাজীপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ডাক-গাজীপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১১৩.	ধান গবেষণা টিনসেড শ্রমিক কলোনী জামে মসজিদ, ডাক-বি.আর.আর.আই, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১১৪.	মেঘডুবী চিড়াইবাড়ী জামে মসজিদ, ডাক-হায়দরাবাদ, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১১৫.	বাইতুল মাহফুজ জামে মসজিদ, ডাক-গাজীপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১১৬.	হাতিয়ার পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-বি.ও.এফ, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১১৭.	জোলার পাড়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-কাউলতিয়া, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১১৮.	পশ্চিম শৈলডুবী জামে মসজিদ, ডাক-সাবদাগড়ে, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১১৯.	মরিয়ালী দক্ষিণ পাড়া বাইতুল আল-আমিন জামে মসজিদ, ডাক- জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১২০.	ইটাহাটা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-চান্দনা চৌরাস্তা, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১২১.	কুদার জামে মসজিদ, ডাক-পূবাইল, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১২২.	মাজুখান মাদ্রাসা জামে মসজিদ, ডাক-পূবাইল, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১২৩.	কুদার পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-পূবাইল, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
১২৪.	উদুর জামে মসজিদ, ডাক-উলুখোলা বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১২৫.	কোর্ট জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১২৬.	কানাইয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ডাক-কানাইয়া, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১২৭.	সুরাবাড়ী আশ্রয়ন প্রকল্প জামে মসজিদ, ডাক-কাসিমপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১২৮.	কাঞ্চানুল বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, ডাক-ভাওয়াল মির্জাপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১২৯.	মেঘডুবি জোড়পুকুর পাড় জামে মসজিদ, ডাক হায়দরাবাদ, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৩০.	বহড়াতলী জামে মসজিদ, ডাক-রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৩১.	সালনা মোল্লাপাড়া জামে মসজিদ, ডাক সালনা বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৩২.	রাণী বিলাসমণি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৩৩.	বি.এম.টি.এফ. মেইন গেইট জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৩৪.	বিন্দান বড় বাড়ী বায়তুল আমান জামে মসজিদ, ডাক-উলুখোলা বাজার, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৩৫.	আউটপাড়া জামে মসজিদ (কাজীমুদ্দীন চৌধুরী হাই স্কুল সংলগ্ন), ডাক-চান্দনা, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৩৬.	ভুরুলিয়া বাইতুল ফজল জামে মসজিদ, ডাক বি.আই.টি, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৩৭.	মজলিশপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-কড্ডা বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৩৮.	বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, ডাক-গাছা, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৩৯.	কুদাব নূরানী জামে মসজিদ, ডাক-হারবাইদ, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৪০.	গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি জামে মসজিদ, ডাক-জয়দেবপুর, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৪১.	হায়দরাবাদ ঈদগাহ জামে মসজিদ, ডাক-হায়দরাবাদ মাদ্রাসা, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৪২.	বিপ্রবথা পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-কাউলতিয়া, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
১৪৩.	বায়তুন নূর জামে মসজিদ, ডাক-বি.ও.এফ, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৪৪.	দক্ষিণ খান ভূইয়াবাড়ী জামে মসজিদ, ডাক-ধীরাশ্রম, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৪৫.	পিরুজালী উত্তর পাড়া হাজী চাঁন বিপারী জামে মসজিদ, ডাক-পিরুজালী, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৪৬.	নন্দীবাড়ী জামে মসজিদ, ডাক-হারবাইদ, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৪৭.	শুকুন্দিরবাগ বাইতুল ফালাহ জামে মসজিদ, ডাক-হায়দরাবাদ, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৪৮.	ভোড়া দক্ষিণ পাড়া পাকা জামে মসজিদ, ডাক-গাজীপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৪৯.	চান্দনা বায়তুল শরফ জামে মসজিদ, ডাক-চান্দানা চৌরাস্তা, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৫০.	দক্ষিণ খান পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-ধীরাশ্রম, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৫১.	দেওয়ালীয়াবাড়ী জামে মসজিদ, ডাক-নীলনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৫২.	কামার বাসুলিয়া জামে মসজিদ, ডাক-কড্ডা বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৫৩.	পূর্ব ধীরাশ্রম তাঃ বাখর উদ্দিন মাদ্রাসা সংলগ্ন জামে মসজিদ, ডাক-গাজীপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৫৪.	নীলেরপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ডাক-গাজীপর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৫৫.	খাইলকুর বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদ, ডাক-জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৫৬.	শুকুন্দিরবাগ বাজার জামে মসজিদ, ডাক-হায়দরাবাদ মাদ্রাসা, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৫৭.	মরুপাইতলী জামে মসজিদ, ডাক-কাসিমপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৫৮.	বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদ, ডাক-গাজীপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৫৯.	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জামে মসজিদ, ডাক-বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনিস্টিটিউট, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৬০.	মৈরান জামে মসজিদ, ডাক-কে.বি.বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
১৬১.	শরীফপুর পাকা জামে মসজিদ, ডাক- কে.বি.বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৬২.	কাথোরা জামে মসজিদ, ডাক- গাছা, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৬৩.	আরিচপুর পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৬৪.	জমজম আশ্রারটেক টেক্স মিল জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৬৫.	কামারজুরি জামে মসজিদ, ডাক- গাছা, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৬৬.	মধ্য আউচ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- নিশাত নগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৬৭.	আরিচপুর পূর্বপাড়া শাহী জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৬৮.	বোর্ড বাজার জামে মসজিদ, ডাক- কে.বি. বাজার, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৬৯.	মির্জাপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- মির্জাপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৭০.	আরিচপুর জামে মসজিদ, ডাক- নিশাত নগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৭১.	শিলমুন জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৭২.	গোপালপুর জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৭৩.	পশ্চিম গোপালপুর জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৭৪.	টেলিফোন শিল্প সংস্থা জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৭৫.	গোপালপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৭৬.	সি.ই.আর.এস. কলোনী জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৭৭.	দঃ আউচপাড়া বাইতুল আহসান জামে মসজিদ, ডাক- নিশাতনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৭৮.	শাহী জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৭৯.	বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, ডাক- ইসলামপুর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
১৮০.	মুন্সীপাড়া বাইতুস সালাম জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর জেলা- গাজীপুর।
১৮১.	বাইতুল আমান জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৮২.	পাগাড় পূর্বপাড়া শাহী জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৮৩.	গাজীপুরা জামে মসজিদ, ডাক- এরশাদনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৮৪.	আউচপাড়া বায়তুল আকরাম জামে মসজিদ, ডাক- নিশাতনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৮৫.	হাজীপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৮৬.	সাতাইশ বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, ডাক- সাতইশ, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৮৭.	আনোয়ারা স্পিনীং মিলস জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৮৮.	আলেরটেক আল আকসা জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৮৯.	মাছিমপুর কো-অপারেটিভ মার্কেট জামে মসজিদ, ডাক- নিশাতনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৯০.	মুদাফা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ডাক- নিশাতনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৯১.	বায়তুর রহমান জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর, জেলা- গাজীপুর।
১৯২.	নতুন বাজার বায়তুল আমান জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৯৩.	জিনাব টেক্সটাইল মিলস জামে মসজিদ, ডাক- নিশাতনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৯৪.	বায়তুল আম্বর জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৯৫.	ফকীর মার্কেট জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৯৬.	আশ্রাফ টেক্সটাইল মিলস জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৯৭.	বাইতুন নূর জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
১৯৮.	বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
১৯৯.	বায়তুল আমান জামে মসজিদ, ডাক- টংগী, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
২০০.	বাইতুল জিহাদ নূরানী জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
২০১.	টংগী ভরান জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
২০২.	টংগী থানা কমপ্লেক্স জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
২০৩.	বাইতুস সালাম জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
২০৪.	টংগী হাসপাতাল জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
২০৫.	বাইতুল নাঈম জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
২০৬.	মরকুন মধ্যপাড়া আল-আকসা জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
২০৭.	জান্নাতুল বাকী জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
২০৮.	বাইতুল গাফুর জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
২০৯.	রেলওয়ে স্টেশন পুরাতন জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
২১০.	টি,এন্ড, টি কলোনী জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
২১১.	নোয়াগাঁও নূরে মদিনা জামে মসজিদ, ডাক- মুন্নুনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
২১২.	আর ফোরকান জামে মসজিদ, ডাক- নিশাতনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
২১৩.	আদর্শপাড়া নূরানী জামে মসজিদ, ডাক- নিশাতনগর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।
২১৪.	পশ্চিম জয়দেবপুর মক্তব*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২১৫.	পশ্চিম জয়দেবপুর বায়তুল নূর জামে মসজিদ, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা- গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
২১৬.	পশ্চিম মারিয়ালী আল আকাসা জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২১৭.	উত্তর বিলাসপুর মক্তব*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২১৮.	পশ্চিম জয়দেবপুর (লক্ষিপুরা) তাবলীগ জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২১৯.	বায়তুল নূর জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২২০.	জামিয়া রাশিদিয়া মাদ্রাসা(ধীরাশ্রম) সংলগ্ন মসিজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২২১.	মারিয়ালি জামতলা মক্তব*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২২২.	পশ্চিম ধীরাশ্রম ফলবাড়ীয়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২২৩.	ভাওরাইদ হাজী কদম আলী ফোরকানিয়া মাদরাসা*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২২৪.	দঃ সালনা বায়তুল আমান জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২২৫.	পোড়া বাড়ী বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২২৬.	জোলার পাড় উত্তর পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২২৭.	আড়ীবাড়ী টেক জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২২৮.	ধীরাশ্রম রহিম আলী মোল্লা জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২২৯.	ছায়াবীথি সোসাইটি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্নঘর, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৩০.	কাউলতিয়া নদীর পাড় জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৩১.	বালূ চাকুলী জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৩২.	ভুরুলিয়া বায়তুল আমান জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৩৩.	এনায়েতপুর পূর্বপাড়া বায়তুস সালাম জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৩৪.	দঃ খাইলকৈর আলহেরা পঃ মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৩৫.	শরীফপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
২৩৬.	কাসিমপুর নয়াপাড়া খন্দকার বাড়ী জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৩৭.	হাতিমারার উত্তর পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৩৮.	নূরবাগ জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৩৯.	সরুপাই তলী জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৪০.	হায়দরাবাদ ঈদগাহ জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৪১.	শুকুন্দির বাগ বাইতুল ফালাহ জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৪২.	বোরান জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৪৩.	উত্তর ধোবা পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৪৪.	বাহাদুরপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৪৫.	বিন্দান বায়তুল আমান (বড়বাড়ী) জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৪৬.	বাগবাড়ী দঃপাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৪৭.	হায়দরাবাদ বাজার জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৪৮.	জিরাইতলি জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৪৯.	তরৎ পাড়া বাইতুর রহমান জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৫০.	কাসিমপুর এনায়েতপুর জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৫১.	হোসনারটেক বায়তুস সরফ জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৫২.	কাসিমপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৫৩.	বিপ্রবর্থা জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৫৪.	হাতিমারা স্কুল পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৫৫.	উত্তর হাজী পাড়া জামে মসজিদ*,উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৫৬.	জেলা হাজী পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৫৭.	জেলা কারাগার গাজীপুর*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৫৮.	কেন্দ্রীয় কারাগার কাসিমপুর*, উপজেলা- গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।

কাপাসিয়া উপজেলা

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
১.	নলি পলাশপুর জামে মসজিদ, ডাক- রাওনাট, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
২.	দঃ খামের পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-খামের, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৩.	পঃ লোহাদী পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-আমরাইদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৪.	মড়লবাড়ী জামে মসজিদ, ডাক-সিংহশ্রী, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৫.	ফুলবাড়ীয়া জামে মসজিদ, ডাক-রানীগঞ্জ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৬.	সোনারুয়া ছাবেদীয়া জামে মসজিদ, ডাক-তরগাঁও, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৭.	আড়ালিয়া দঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-আড়ালিয়া, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৮.	বারাব বাজার জামে মসজিদ, ডাক ভেরার চালা, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৯.	পঃ লোহদী মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-আমরাইদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১০.	আমরাইদ জামে মসজিদ, ডাক-আমরাইদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১১.	বিলাসী জামে মসজিদ, ডাক-দায়ের বাজার, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১২.	বিলাসী মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-আমরাইদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৩.	দিঘার দঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-বারিষাব, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৪.	মুশদী মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক-বারিষাব, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৫.	ভুলেশ্বর পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক ভুলেশ্বর, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৬.	ত্রিমোহনী বাজার জামে মসজিদ, ডাক-খামের, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৭.	নসিংপুর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- আমরাইদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৮.	ইকুরিয়া সেলিম বিপারী পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ঢাকা জুট মিল, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৯.	ঘাগটিয়া জামে মসজিদ, ডাক-ঘাগটিয়া, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
২০.	পিরিজপুর জামে মসজিদ, ডাক-ইকুরিয়া, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
২১.	চর লাসের মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ইকুরিয়া, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
২২.	চর খিরাটী জামে মসজিদ, ডাক-খিরাটী, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
২৩.	নবীপুর পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- তারাগাঁও, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
২৪.	বারাব মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ভেরার চালা, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
২৫.	লোহাদী পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-, ভেরার চালা, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
২৬.	দিকবতি পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- উঃ খামের, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
২৭.	বেলাসী কোটাসনি বাজার জামে মসজিদ, ডাক-রায়েদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
২৮.	ভিরারটেক মুন্সী বাড়ি জামে মসজিদ, ডাক-বারিষাব, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
২৯.	কির্ত্তনীয়া জামে মসজিদ, ডাক- ভেড়ার চালা, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৩০.	জয়নগর পাড়া বাজার জামে মসজিদ, ডাক-সিংহশ্রী, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৩১.	ইউ.টি.এন.ডি.সি জামে মসজিদ, ডাক-কাপাসিয়া, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৩২.	উড়ন খোল্লা পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-খামের, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৩৩.	চেড়ুয়া মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল চাঁদপুর, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৩৪.	বারাব উঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-ভেরার চালা, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৩৫.	উজলী পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- টোক নয়নবাজার, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৩৬.	ভেরার চালা পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-ভেরার চালা, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৩৭.	তল্লা পাড়া মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- নয়ন বাজার, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৩৮.	বীর উজরী পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- টোক নয়ন বাজার, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
৩৯.	ঘোমের কান্দি উঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- আড়ালিয়া বাজার, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৪০.	বরির চালা জামে মসজিদ, ডাক- ভেরার চালা, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৪১.	বানরখলা জামে মসজিদ, ডাক- আমরাইদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৪২.	পঃ লোহদী শুকুর জামে মসজিদ, ডাক- আমরাইদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৪৩.	বিলাসী পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- আমরাইদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৪৪.	লোহাদী পুর্বপাড়া সাহবাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- ভেড়ার চালা, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৪৫.	বিলাসী ভল্লাপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- আমরাইদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৪৬.	নরওমপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- নরওমপুন, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৪৭.	চেয়ারম্যান বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- রায়েদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৪৮.	ডমুরিয়া উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- টোক নয়ন বাজার, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৪৯.	কুশদী ইসলাম পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- বারিষাব, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৫০.	সৈয়দপুর জামে মসজিদ, ডাক- খামের, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৫১.	চৌরাপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- রাসেদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৫২.	গওয়া পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ভেরার চালা, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৫৩.	মহর আলী জামে মসজিদ, ডাক- ভুলেশ্বর, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৫৪.	বেলাসী পঃ পাড়া কর্তাবাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- বেল্লাসী, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৫৫.	লোহাদি পূর্বপাড়া জামে মসজিদ,ডাক- আমরাইদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৫৬.	ইকুরিয়া খালপাড়া বায়তুল আমান জামে মসজিদ, ডাক-ইকুরিয়া, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৫৭.	বাঘেদ পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- রায়েদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
৫৮.	পেচরদি জামে মসজিদ, ডাক-আমরাইদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৫৯.	ডাত্তরা জামে মসজিদ, ডাক- ভেরার চালা, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৬০.	লোহাদি নরশিংহপুর পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- আমরাইদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৬১.	কালভাইয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- রায়েদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৬২.	দেওনা মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-ভুলেশ্বর, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৬৩.	বাগেরহাট পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- রায়েদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৬৪.	ঘোষের কান্দি বংগাল ভিটা জামে মসজিদ, ডাক- আড়ালিয়া, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৬৫.	রায়েদ মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- রায়েদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৬৬.	রায়েদ উঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- রায়েদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৬৭.	দেওনা দঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ভুলেশ্বর, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৬৮.	বায়নন্দা জামে মসজিদ, ডাক- কাপাসিয়া, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৬৯.	বাড়দিয়া পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- টোকনয়ন বাজার, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৭০.	দস্যু নারায়নপুর পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল নারায়নপুর, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৭১.	ভাওড়া জামে মসজিদ, ডাক- আমরাইদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৭২.	চৌকার চালা কুদ্দুসিয়া জামে মসজিদ, ডাক- ভেরার চালা, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৭৩.	তারাগঞ্জ বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, ডাক- রানীগঞ্জ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৭৪.	কাজা হাজী জামে মসজিদ, ডাক- পাবুর, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৭৫.	ডেফুলিয়া সরকার বড়ী জামে মসজিদ,ডাক- পাবুর, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৭৬.	পিরিজপুর মধ্য পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ইকুরিয়া, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৭৭.	সনমানিয়া উঃ পাড়া আর্দশ জামে মসজিদ, ডাক- সনমানিয়া, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
৭৮.	হাইলজোড় ঈদগাহ ইউ.পি জামে মসজিদ, ডাক- রায়েদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৭৯.	ডাওরা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- আমরাইদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৮০.	চন্ডারহাতা উঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- আড়াল বাজার, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৮১.	কোটালিয়া জামে মসজিদ, ডাক- তারাগঞ্জ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৮২.	রাওনাট পঃ পাড়া নূরানীয়া জামে মসজিদ, ডাক- রাওনাট, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৮৩.	আনজাব পাকা জামে মসজিদ, ডাক- খামের, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৮৪.	সিংহশ্রী উচ্চ বিদ্যালয় জামে মসজিদ, ডাক- সিংহশ্রী, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৮৫.	মৈশন পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- খামের, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৮৬.	মৈশন মিয়াবাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- খামের, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৮৭.	চাকৈল জামে মসজিদ, ডাক- রাওনাট, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৮৮.	ডুমদিয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- টোক নয়ন বাজার, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৮৯.	রায়েদ মধ্যপাড়া জামে মসজিদ,ডাক- রায়েদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৯০.	দিঘধা মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ভুলেশ্বর, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৯১.	গাবুর সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- গাবুর, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৯২.	সালদৈ জামে মসজিদ, ডাক- কামারগাঁও, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৯৩.	বাঘুরা বায়তুন নূর জামে মসজিদ, ডাক- সিংগুয়া, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৯৪.	রাওনাট বাসুননিয়া জামে মসজিদ, ডাক- রাওনাট, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৯৫.	সাফার শ্রী জামে মসজিদ, ডাক- কাপাসিয়া, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৯৬.	নলগাঁও খয়রাপাড়া বড়বাড়ী নূরানী জামে মসজিদ, ডাক- নলগাঁও, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৯৭.	দস্যু নারায়নপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল নারায়নপুর, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
৯৮.	কাপাসিয়া ঈদগাহ মাঠ জামে মসজিদ, ডাক- কাপাসিয়া, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৯৯.	চাঁপাত মোল্লা পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ইকুরিয়া, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১০০.	খোদাদিয়া দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- কাপাসিয়া, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১০১.	ভেরার চালা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-ভেরার চালা, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১০২.	কড়িহাতা ধলিয়াদী পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ইকুরিয়া, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১০৩.	নয়ানগর মোত্তাকিন পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ভেরার চালা, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১০৪.	ভিটিপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- সিংহশ্রী, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১০৫.	ধীর উজলী চৌরাস্তা বাজার জামে মসজিদ, ডাক- ধীরউজলী, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১০৬.	ঘিঘাট উত্তরপাড়া আদর্শ জামে মসজিদ, ডাক- রানীগঞ্জ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১০৭.	রায়েদ মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- রায়েদ, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১০৮.	তরগাঁও ফকির বাড়ী জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১০৯.	মৈশন মুন্সীবাড়ী মক্তব*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১১০.	গোসাইর গাঁও মক্তব*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১১১.	উত্তর ভিটিপাড়া করাদিয়ারটেক*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১১২.	মধ্যে ভিটি পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১১৩.	তারাগঞ্জ বাজার জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১১৪.	বড় বাড়ী জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১১৫.	বিবাদিয়া ডাক বাড়ী মক্তব*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১১৬.	বিবাদিয়া পশ্চিম পাড়াজামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১১৭.	পেওরাইট দঃ পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১১৮.	সূর্য নারায়নপুর দঃপাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১১৯.	আনজাব মোল্লার বাড়ী মক্তব*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
১২০.	ঘাগাটিয়ার চালা দ:পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১২১.	কামারগাঁও পুর্ব পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১২২.	তালতলা জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১২৩.	জঙ্গল বাড়ী জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১২৪.	নাশেরা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১২৫.	জুনিয়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১২৬.	বড় পুশিয়া পাকা জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১২৭.	জায়গীর চাঁদপুর মধ্যেপাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১২৮.	কামড়া ফয়েজ মজিল জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১২৯.	ধানধিয়া দঃ পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৩০.	মামুরদী জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৩১.	আড়াল পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৩২.	সনমানিয়া চেয়ারম্যান বাড়ী জামে মসজিদ*,উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৩৩.	সনমানিয়া উঃ পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৩৪.	ঘোরসাবটান পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৩৫.	চরণীলক্ষী মধ্যপাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৩৬.	চরণী লক্ষী দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৩৭.	চরণীলক্ষী পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৩৮.	সনমানিয়া বড় কান্দা জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৩৯.	চার আলী নগর কালাইকর বাড়ী জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৪০.	চর আলী নগর মৌলভীবাড়ী জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৪১.	চর আলী নগর চৌরাস্তা জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৪২.	চরসনমানিয়া উঃ পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৪৩.	চর সনমানিয়া জামালব্যাপাড়ী জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
১৪৪.	সনমানিয়া পূর্বপাড়া ব্যাপারী বাড়ী জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৪৫.	সনমানিয়া আমজাদ ব্যাপারীবাড়ী জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৪৬.	মির্জা নগর আ:ছামাদ মৌলভী বাড়ী মক্তব*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৪৭.	সনমানিয়া গফুর মৌলভী বাড়ী জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৪৮.	রাওনাট বাজার জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৪৯.	নাজাই দ: পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৫০.	ফেটালিয়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৫১.	রাশেদ বাজার জামে মসজিদ ও মক্তব*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৫২.	চর দুর্গাপুর জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৫৩.	দুর্গাপুর পশ্চিম পাড়া মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৫৪.	দলি নগর মক্তব*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৫৫.	দেইলগাঁও দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৫৬.	বেগুনহাটি মাদ্রাসা জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৫৭.	দড়ি নাশের জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৫৮.	একডালা নতুন জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৫৯.	লক্ষীপুরা জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৬০.	নাশেরা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৬১.	কাপাসিয়া মধ্য পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৬২.	ডেমরা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৬৩.	ডেমরা মাশরিকি জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৬৪.	ধরপাড়া মক্তব*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৬৫.	ধরপাড়া মধ্য পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৬৬.	সম্মানিয়া মঝি বাড়ী জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৬৭.	মোক্তারপুর উত্তর পাড়া বায়তুস সালাম জামে মসজিদ*, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।

শ্রীপুর উপজেলা

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
১.	বয়সী সরকার বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- বরসী বাজার, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
২.	বরসী চেয়ারম্যান বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- বরসী, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৩.	কাহেত পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- বরমী বাজার, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৪.	শ্রীপুর মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক-শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৫.	শ্রীপুর আকন্দ বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৬.	দঃ ভাংনাহাটি ভূইয়া বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৭.	ভাল শহর জামে মসজিদ, ডাক- সাতখামারী, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৮.	ভাংনাহাটি আকন্দ বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৯.	বাউনী দঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১০.	শ্রীপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১১.	লোহাগাছা মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- লোহাগাছা, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১২.	ভাংনাহাটি মাদ্রাসা জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৩.	লোহাগাদু পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৪.	পটকাধলা ভিটা জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৫.	উজিলার পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর জেলা-গাজীপুর।
১৬.	বররা জামে মসজিদ, ডাক- কাওরাইদ, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৭.	বরসী চৌরাস্তা জামে মসজিদ, ডাক- বরসী বাজার, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৮.	খোজেখানী মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- খোজেখানী, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৯.	দরগার টেক দায়রা আব্বাসী জামে মসজিদ, ডাক- বরসী বাজার, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
২০.	মাধবপুর পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল রাজবাড়ী, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
২১.	লতিফপুর জামে মসজিদ, ডাক- গোসিংগা, উপজেলা- শ্রীপুর, জলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
২২.	বেলদিয়া জামে মসজিদ, ডাক- কাওরাইদ, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
২৩.	বান্তা প্রাথমিক বিদ্যালয় জামে মসজিদ, ডাক- কাওরাইদ, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
২৪.	দরগার টেক জামে মসজিদ, ডাক- বরসী, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
২৫.	বিন্দু বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
২৬.	শিমলাপাড়া সিঙ্গারদিঘী জামে মসজিদ, ডাক- মাওনা, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
২৭.	গাজীপুর জামে মসজিদ, ডাক- গাজীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
২৮.	গাজীপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- গাজীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
২৯.	শ্রীপুর রেল স্টেশন জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৩০.	সোনাকর চর বহর জামে মসজিদ, ডাক- সাত খামাইর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৩১.	সোনাকর বায়তুল ফালা জামে মসজিদ, ডাক- সাত খামাইর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৩২.	মসজিদে-এ-বায়তুল নূর জামে মসজিদ, ডাক- টেংরা, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৩৩.	দড়ি খোজেখানী পাকা জামে মসজিদ, ডাক- গোসিংঘা, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৩৪.	সোনাকর চর বহর জামে মসজিদ, ডাক- সাতখামাইর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৩৫.	দক্ষিণ ভাংনাহাটি জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৩৬.	উজিলাব মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৩৭.	তিতার পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৩৮.	শ্রীপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৩৯.	মোল্লাবাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৪০.	বেলতলী উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- বারতুপা, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৪১.	ফরিদপুর জামে মসজিদ, ডাক- মাওনা বাজার, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৪২.	বাপতা ঈদগাহ জামে মসজিদ, ডাক- কাওরাইদ, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৪৩.	বাপতা পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- কাওরাইদ, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
৪৪.	নানাইয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- বাসুনদেবপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৪৫.	কেওয়া আকন্দ বাড়ী আহাদিয়া জামে মসজিদ, ডাক- বৈরাগীর চর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৪৬.	গাড়ারন জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৪৭.	গজারিয়া পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল রাজবাড়ী, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৪৮.	চিনা শুখানিয়া জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল রাজবাড়ী, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৪৯.	নছর উদ্দিন জামে মসজিদ, ডাক- টেংরা, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৫০.	শিমলা পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- মাওনা বাজার, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৫১.	নেহালিয়া বায়তুল ইজ্জা জামে মসজিদ, ডাক- বরমী বাজার, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৫২.	উজিলাষ হৃদ্দের দিঘী জামে মসজিদ, ডাক- টেংরা, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৫৩.	ভিটি পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- সাতখামাইর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৫৪.	বেলদিয়া পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- কাওরাইদ, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৫৫.	বাপ্তান পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- কাওরাইদ, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৫৬.	বদনীভাংগা জামে মসজিদ, ডাক- গাজীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৫৭.	বেড়াবড়ী জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল নারায়নপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৫৮.	পেলাইদ ড.এম. মাদ্রাসা জামে মসজিদ, ডাক- বরনী বাজার, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৫৯.	কাশিজলী পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- কাওরাইদ, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৬০.	জৈন বাজার (আবদার) জামে মসজিদ, ডাক- তেলিহাটি, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৬১.	রাজারামপুর জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল রাজবাড়ী, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৬২.	মালীপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল রাজবাড়ী, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৬৩.	পেলাইদ মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- বরমী, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
৬৪.	নারায়নপুর উঃ পাড়া মাদ্রাসা বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- গোসিংগা, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৬৫.	বাইতুন নূর মহাখী বাজার পাকা জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল নারায়নপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৬৬.	লতিফপুর দঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- গোসিংগা, উপজেলা- শ্রীপুর জেলা-গাজীপুর।
৬৭.	ছোট দেওলিয়া জামে মসজিদ, ডাক- বক্তারপুর, উপজেলা- শ্রীপুর জেলা-গাজীপুর।
৬৮.	বল খেলার বাজার জামে মসজিদ, ডাক- গাবুর, উপজেলা- শ্রীপুর জেলা-গাজীপুর।
৬৯.	সোহাগপুর মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- সোহাগপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৭০.	ধলাদিয়া পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- রাজবাড়ী, উপজেলা- শ্রীপুর জেলা-গাজীপুর।
৭১.	বারেন্ডা উঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- কাসিমপুর,, উপজেলা- শ্রীপুর জেলা-গাজীপুর।
৭২.	ভাংনাহাটি ইসলামিক মিশন জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৭৩.	শ্রীপুর পাকা জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর জেলা-গাজীপুর।
৭৪.	নারায়ন নগর প্রধান বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল নারায়নপুর, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৭৫.	রহমানীয় কল্যাণ ট্রাস্ট জামে মসজিদ, ডাক-ভাওয়াল রাজাবাড়ী, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৭৬.	ভিটি পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-ভাওয়াল রাজাবাড়ী, উপজেলা- শ্রীপুর জেলা-গাজীপুর।
৭৭.	রাজাবাড়ী বাজার জামে মসজিদ, ডাক-ভাওয়াল রাজাবাড়ী, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৭৮.	হায়াৎখার চালা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- গোসিংগা, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৭৯.	বরকুল পূর্বপাড়া বায়তুল আমান জামে মসজিদ, ডাক- বরমী বাজার, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৮০.	দরানী পাড়া জামে মসজিদ,ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর জেলা-গাজীপুর।
৮১.	হেরা পটকা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
৮২.	শ্রীপুর পাকা জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৮৩.	কাউগান পূর্ব পাড়া মুসলিম শিকদার জামে মসজিদ, ডাক- কাউগান বাজার, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৮৪.	চেয়ারম্যান বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- টেংরা, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৮৫.	ওয়াদ্দা দিঘির পাড় জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৮৬.	জান্নাতুল আতফাল মাদ্রাসা জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর পৌরসভা, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৮৭.	শ্রীপুর কিত্তাপুকুর পাড় জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৮৮.	লতিফপুর উঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-লতিফপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৮৯.	পূর্ব ভাংনাহাটি বায়তুল আকসা জামে মসজিদ, ডাক- কেওয়া, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৯০.	শ্রীপুর কালু মন্ডল জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৯১.	নিমুনিয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ডাক- মারতা, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৯২.	ওয়াফদা দিঘীর পাড় জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৯৩.	বিন্দুবাড়ী (জিওসী) জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৯৪.	হায়াৎখার চালা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ডাক- তালতলা বাজার, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৯৫.	উজিলাব পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৯৬.	শ্রীপুর থানা জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৯৭.	কেওয়া পশ্চিম খন্ড জামে মসজিদ, ডাক- মাওনা বাজার, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৯৮.	মধ্য ভাংনাহাটি জামে মসজিদ, ডাক- কেওয়া, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৯৯.	শ্রীপুর উপজেলা পরিষদ চৌরাস্তা জামে মসজিদ, ডাক- শ্রীপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১০০.	মোল্লাবাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- রাজেন্দ্রপুর, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১০১.	বাইতুল ফালাহ জামে মসজিদ, ডাক- বরমী বাজার, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১০২.	জয় নারায়নপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল রাজাবড়ী, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
১০৩.	শ্রীপুর বেতজুরী জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জলা-গাজীপুর।
১০৪.	গিলার চালা আ:ছা:কো:মা:*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১০৫.	উত্তর চুন্না পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১০৬.	কেওয়া বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১০৭.	চৌরাস্তা ফকির বাড়ী জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১০৮.	মূলাইদ দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১০৯.	মাওনা উত্তর পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১১০.	মাওনা হাজীপাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১১১.	মাওনা মধ্য পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১১২.	মাওনা দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১১৩.	মাওনা বাজার জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১১৪.	সিংদিঘী জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১১৫.	চকপাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১১৬.	সিমলা পাড়া বাজার জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১১৭.	ন্যাশনাল প্লাস্ট্রি জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১১৮.	টেংরা বাজার জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১১৯.	শ্রীপুর ওয়াদ্দা দিঘী জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১২০.	উজিলাব দক্ষিণ খন্ড জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১২১.	কেওয়া বন্দ্রে আলী মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১২২.	ভাংনাহাটি মধ্য পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১২৩.	ভাংনাহাটি ইশুরী পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১২৪.	ভাংনাহাটি পূর্ব পাড়া মক্তব*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১২৫.	কেওয়া পশ্চিম খন্ড জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১২৬.	শ্রীপুর পশ্চিম পাড়া মক্তব*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১২৭.	শ্রীপুর মধ্য পাড়া (রসুল বাগ) জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১২৮.	শ্রীপুর পাকা জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১২৯.	জান্নাতুল আতফাল মাদ্রাসা জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
১৩০.	গাড়ারন পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৩১.	মাইজ পাড়া কেরাণী বাড়ী জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৩২.	বড়পুল পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৩৩.	বিন্দু বাড়ী (জি,ও,সিঃ) মাদ্রাসা মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৩৪.	বিন্দুবাড়ী (জি,ও,সি) জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৩৫.	লোহাগাছ মধ্য পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৩৬.	লোহাগাছ দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৩৭.	পটকা উত্তর পাড়া পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৩৮.	কর্ণপুর ব্যাপারী বাড়ী জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৩৯.	কর্ণপুর মক্তব*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৪০.	খিলপাড়া পূর্বপাড়া মক্তব*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৪১.	কাইচা বাড়ী জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৪২.	বাউনী বাজার ঈদগাঁ জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৪৩.	বাউনী মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৪৪.	হায়াৎ খারচালা জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৪৫.	হায়াৎ খারচালা উত্তরপাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৪৬.	নারায়নপুর পশ্চিমপাড়া মক্তব*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৪৭.	নারায়নপুর প্রধান বাড়ী জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৪৮.	নারায়নপুর নতুন বাজার জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৪৯.	মালী পাড়া মক্তব*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৫০.	মালী পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৫১.	জয়নারায়নপুর স্কুল মক্তব*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৫২.	রাজারামপুর মক্তব*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৫৩.	রাজারামপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৫৪.	রাজারামপুর জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৫৫.	রাজারামপুর বাইতুল আমান জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৫৬.	টেপিরবাড়ী মধ্য পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।

কালিয়াকৈর উপজেলা

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
১.	চা বাগান বাজার জামে মসজিদ, ডাক- চা বাগান, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
২.	কালিয়াকৈর জামে মসজিদ, ডাক- কালিয়াকৈর, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৩.	কালিয়াকৈর মাদ্রাসা সংলগ্ন জামে মসজিদ, ডাক- কালিয়াকৈর, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৪.	গাবতলী জামে মসজিদ, ডাক- কালিয়াকৈর, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৫.	মুহাঃ আলমগীর হোসেন দঃ গোলাল জামে মসজিদ, ডাক- কালিয়াকৈর, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৬.	ফালুকা শিমুলতলী জামে মসজিদ, ডাক- কালিয়াকৈর, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৭.	শ্রীফলতলী জামে মসজিদ, ডাক- কালিয়াকৈর, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৮.	গাছবাড়ী উঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- রঘুনাথপুর, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৯.	জামিলিয়া জামে মসজিদ, ডাক- ফুলবাড়ীয়া, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
১০.	পাবুরিয়া চালা জামে মসজিদ, ডাক- চা বাগান, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
১১.	কান্দুঘাট জামে মসজিদ, ডাক- বড়ই বাড়ী, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
১২.	মধ্যপাড়া জামালিয়া জামে মসজিদ, ডাক- ফুলবাড়ীয়া, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
১৩.	বাঁশতলী বাজার জামে মসজিদ, ডাক- বাঁশতলী, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
১৪.	মেদী আশুলাই জামে মসজিদ, ডাক- বাঁশতলী, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
১৫.	বানিয়াচালা জামে মসজিদ, ডাক- বড়াইতলী, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
১৬.	ধুলিয়াগড়া সাতকুরা জামে মসজিদ, ডাক-বড়াইবাড়ী, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
১৭.	উঃ গাবতলী জামে মসজিদ, ডাক- বাঁশতলী, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
১৮.	তালগাছিয়া চালা জামে মসজিদ, ডাক- রঘুনাথপুর, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
১৯.	রশিদপুর জামে মসজিদ, ডাক- বড়াইবাড়ী, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
২০.	গাবতলী (পশ্চিমম পাড়া) জামে মসজিদ, ডাক- বাঁশতলী, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
২১.	বড় গোবিন্দপুর জামে মসজিদ, ডাক- বড়াইবাড়ী, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
২২.	ভাইমাইল নামা পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- আড়াগঞ্জ, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
২৩.	মেধীদের চালা জামে মসজিদ, ডাক- বড়াইবাড়ী, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
২৪.	গাছবাড়ী উঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-রঘুনাথপুর, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
২৫.	মাটিকাটা জামে মসজিদ, ডাক- শফিপুর, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
২৬.	বেনুপুর বাজার জামে মসজিদ, ডাক- নেহাটি বাজার, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
২৭.	হরতকীতলা জামে মসজিদ, ডাক- বারইপাড়া, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
২৮.	দেওয়াইর বাজার জামে মসজিদ, ডাক- আড়াইগঞ্জ হাট, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
২৯.	বাংগুরী দঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- আড়াইগঞ্জ, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৩০.	চিনাইল জামে মসজিদ, ডাক- আড়াইগঞ্জ, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৩১.	কালিয়াকৈর বাজার জামে মসজিদ, ডাক- কালিয়াকৈর, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৩২.	সফিপুর পূর্বপাড়া বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদ, ডাক- সফিপুর, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৩৩.	ঠেঙ্গারবান্দ দঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-চাবাগান, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৩৪.	কাপাসিয়া চালা বায়তুন নূর জামে মসজিদ, ডাক- চা বাগান, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৩৫.	সুবর্ণ জামে মসজিদ, ডাক- বাড়ইপাড়া, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৩৬.	দক্ষিণ বান্দা বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- আড়াইগ্‌ঞ্জ, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৩৭.	শশ্চিম চাপাইর জামে মসজিদ, ডাক- কালিয়াকৈর, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
৩৮.	ভান্নারা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৩৯.	পূর্ব মৌচাক রেনু মিয়ার বাড়ী মক্তব*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৪০.	ধোপা চালা বায়তুল আমান জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৪১.	কাঠুরিয়া চালা বায়তুল ছালাম জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৪২.	কাঠুরিয়া চালা জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৪৩.	মাঝুখান বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৪৪.	মাঝুখান পুরাতন জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৪৫.	রতনপুর উত্তর পাড়া আল নুর জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৪৬.	আমদাইর জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৪৭.	বরাব বাগান বাড়ী ভুমিহীন জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৪৮.	ঠেংঙ্গার বান্দ দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৪৯.	চা বাগান বাজার পুরাতন জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৫০.	বিঙ্গাহাটি দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৫১.	সোনাতলা চৌরাস্তা বাজার জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৫২.	বক্তার পুর জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৫৩.	সদর চালা জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৫৪.	দঃ বাঘবেড় (আন্দার মানিক) জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৫৫.	চন্ডিতলা জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৫৬.	কামারিয়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৫৭.	কান্দাপাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৫৮.	মেদুলিয়া বাইতুল ফজল জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৫৯.	মুদিপাড়া নূরানী জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৬০.	চিনাইল জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৬১.	দক্ষিণ বান্দা বাড়ী জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৬২.	কোন্দঘাটা জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
৬৩.	হযরত আবু বক্কর ছিদ্দিক (র.) জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৬৪.	ফুলবাড়ীয়া দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৬৫.	কে,এন,বি বাজার জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৬৬.	বান্দাবাড়ী আশ্রয়ন প্রকল্প, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৬৭.	ঠেঙ্গারবান্দ খলিলের বাড়ীর মক্তব*, উপজেলা- কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।

কালিগঞ্জ উপজেলা

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
১.	কলাপাটুয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- কলাপাটুয়া, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
২.	জামালপুর খোলার টেক মাঝি বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল জামালপুর, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৩.	পোটান জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল নোয়াপাড়া, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৪.	সাতানী পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- বক্তারপুর, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৫.	রাথুরা দঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- শাওরাথ বাজার, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৬.	ছৈয়লাদী জামে মসজিদ, ডাক- কলা পাটুয়া, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৭.	দঃ খলপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- জামালপুর, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৮.	দোলান বাজার জামে মসজিদ, ডাক- কলা পাটুয়া, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৯.	বিন্নী রাইল জামে মসজিদ, ডাক-আদিশাওলিয়া, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১০.	সাতানী পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- বক্তারপুর, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১১.	আটলার জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল ব্রাহ্মণগাঁও, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১২.	ভাওয়াল নোয়াপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল নোয়াপাড়া, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১৩.	বোয়ালী জামে মসজিদ, ডাক-কালিগঞ্জ, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১৪.	ব্রাহ্মণগাও টেকপাড়া জামে মসজিদ, ডাক-ব্রাহ্মনগাঁও, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
১৫.	বক্তারপুর জামে মসজিদ, ডাক- বক্তারপুর, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১৬.	বেরুয়া দঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ফুলদী বাজার, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১৭.	উঃগাঁও জামে মসজিদ, ডাক- কালিগঞ্জ, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১৮.	কলামাটুয়া মোল্লা পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- কলামাটুয়া, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১৯.	কলুন জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল ব্রাহ্মননগর, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
২০.	চয়ারিয়া খোলা পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-কালিগঞ্জ, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
২১.	বড়গাঁও পঃ বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- সাত্তারাইদ বাজার, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
২২.	খুন্দিয়া উঃ বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- সাত্তারাইদ বাজার, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
২৩.	খুন্দিয়া উঃ জামে মসজিদ, ডাক- কলোনী মাদ্রাসা, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
২৪.	জামালপুর সরকার পাড়া ভাওয়াল জামে মসজিদ, ডাক- জামালপুর, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
২৫.	চৌড়া গাজী বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- কালিগঞ্জ, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
২৬.	চৌড়া নয়া বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- কালিগঞ্জ, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
২৭.	কাপাইস উত্তর পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- কলাপাটুয়া, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
২৮.	হরিদেব পুর জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল বোয়াপুর, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
২৯.	সাতানী পাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ডাক- বক্তারপুর, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৩০.	ঘুঘুদিয়া জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল জামালপুর, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৩১.	বাগমারা বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল জামালপুর, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৩২.	পূর্ব চৌড়া বাইতুল মামুর জামে মসজিদ, ডাক- কালিগঞ্জ, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
৩৩.	নারগানা বাইতুল আমান জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল জামালপুর, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৩৪.	বাংলা হাওলা জামে মসজিদ, ডাক- দুর্বটি মাদ্রাসা, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৩৫.	শোলাবাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- কালিগঞ্জ, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৩৬.	মাজুখান জামে মসজিদ, ডাক- ফুলকী বাজার, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৩৭.	ভাওয়াল ব্রাহ্মণগাঁও পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল ব্রাহ্মণগাঁও, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৩৮.	কলন জামে মসজিদ,ডাক- ভাওয়াল ব্রাহ্মণগাঁও, উপজেলা- কালিগঞ্জ,জেলা-গাজীপুর।
৩৯.	ভাওয়াল ব্রাহ্মণগাঁও জামে মসজিদ,ডাক- ভাওয়াল ব্রাহ্মণগাঁও, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৪০.	পুনসহি জামে মসজিদ, ডাক- আদি জাংগালিয়া, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৪১.	কলাপাটুয়া পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- কলাপাটুয়া, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৪২.	ছাতীয়ানী মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- আদি জাংগালিয়া, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৪৩.	আওড়াখালী বাজার জামে মসজিদ, ডাক- আদি জাংগালিয়া, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৪৪.	কলাপাটুয়া পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- কলাপাটুয়া, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৪৫.	কোষাধাড়া জামে মসজিদ, ডাক- আদি জাংগালিয়া, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৪৬.	বেরুয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল ব্রাহ্মণগাঁও, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৪৭.	বেরুয়া বাজার মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল ব্রাহ্মণগাঁও, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৪৮.	বেরুয়া আদি জাংগালিয়া জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল ব্রাহ্মণগাঁও, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৪৯.	আওড়াখালী বাজার জামে মসজিদ, ডাক- আদি জাংগালিয়া, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৫০.	চুয়ারিয়া খোলা পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- কালিগঞ্জ, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৫১.	গাড়াড়ীয়া জামে মসজিদ, ডাক- নাগরী, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
৫২.	বায়তুন নূর জামে মসজিদ, ডাক-বাঘুন, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৫৩.	চুয়ারিখোলা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- কালিগঞ্জ, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৫৪.	বড় দাহিন্দী নূর জামে মসজিদ, ডাক- উলখোলা, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৫৫.	বড় কাট জামে মসজিদ, ডাক- উলখোলা, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৫৬.	ছৈলাদী পঃ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- কলাপাটুয়া, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৫৭.	ভাদাত্তী মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- কালিগঞ্জ, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৫৮.	বড়গাঁও জামে মসজিদ, ডাক- সাওরাইদ, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৫৯.	দক্ষিণ চুয়ারিয়া খোলা জামে মসজিদ, ডাক- কালিগঞ্জ, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৬০.	দুর্বাটি মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- দুর্বাটি মাদ্রাসা, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৬১.	দক্ষিণ রাজনগর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- রাঙ্গামটিয়া, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৬২.	উত্তর খৈকড়া ঈদগাহ জামে মসজিদ, ডাক- কালিগঞ্জ, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৬৩.	দক্ষিণ খৈকড়া জামে মসজিদ, ডাক- বক্তারপুর, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৬৪.	আটলাব বাজার জামে মসজিদ, ডাক- বি.টি.গাঁও, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৬৫.	গোয়ালিয়া বায়তুল আমান জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল ব্রহ্মণগাঁও, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৬৬.	সোম টিওরী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ জামে মসজিদ, ডাক- সোম নতুন বাজার, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৬৭.	ফুলদী বাগপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ফুলদী বাজার, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৬৮.	বেরুয়া বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল ব্রাহ্মণগাঁও, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৬৯.	বেরুয়া আদি জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল ব্রাহ্মণগাঁও, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৭০.	বেরুয়া দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ব্রাহ্মণগাঁও, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
৭১.	আওড়াখালী বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ডাক- আদি জাংগালিয়া, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৭২.	রয়েল মধ্যপাড়া বায়তুন নূর জামে মসজিদ, ডাক- বিবিগাঁও, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৭৩.	মাজুখান দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ, ডাক-ফুলদী বাজার, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৭৪.	বাঘুন বায়তুন নূর জামে মসজিদ, ডাক- বাঘুন, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৭৫.	বিরতুল গাউছুল আযম জামে মসজিদ, ডাক- উলখোলা বাজার, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৭৬.	কালিগঞ্জ বাজার মদিনাতুল মনোয়ারা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ডাক- কালিগঞ্জ বাজার, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৭৭.	ভাটিরা অলিপাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ফুলদী বাজার, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৭৮.	আড়িখোলা রেল স্টেশন জামে মসজিদ, ডাক- কালিগঞ্জ, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৭৯.	পৈলানপুর উত্তর পাড়া তাইয়্যেবা জামে মসজিদ, ডাক- বক্তারপুর, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৮০.	জামালপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- ভাওয়াল জামালপুর, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৮১.	দড়ি বাঘুন জামে মসজিদ, ডাক- বাঘুন, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৮২.	টেক মানিকপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ, ডাক- সোম নতুন বাজার, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৮৩.	টেক মানিকপুর শিকদার বাড়ী জামে মসজিদ, ডাক- সোম নতুন বাজার, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৮৪.	চৌড়া পূর্বপাড়া বায়তুল মামুর জামে মসজিদ, ডাক- কালিগঞ্জ, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৮৫.	বেলনা জামে মসজিদ, ডাক- ফুলদী বাজার, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৮৬.	ভাটিয়া বাইতুন নূর জামে মসজিদ, ডাক- ফুলদী বাজার, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৮৭.	চুয়ারখোলা পঃ পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৮৮.	চুয়ারিখোলা মধ্য পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৮৯.	সোম (টিউরি) বায়তুল আমান জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৯০.	উত্তর সোম জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
৯১.	টিউরি জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৯২.	ফিরিন্দা পাকা জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৯৩.	দুর্বাটি মধ্য পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৯৪.	সাতানী পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৯৫.	দক্ষিণ খৈকড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৯৬.	উত্তর খৈকড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৯৭.	খৈকড়া পশ্চিম কোনাপাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৯৮.	মধ্য খৈকড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৯৯.	বেরুয়া বায়তুল মামুর জামে জসজিদ, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১০০.	বেরুয়া আদি জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১০১.	ব্রাহ্মণ গাঁও জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১০২.	উত্তর ফুলদী ফোরকানিয়া মক্তব, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১০৩.	ভাটিরা মধ্যপাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১০৪.	ভাটিরা বাজার জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১০৫.	বেলনা মসজিদ কমপ্লেক্স, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১০৬.	দুবুরিয়া আদি জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১০৭.	নরুন মসজিদ পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১০৮.	নরুন বাতান আটি জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১০৯.	নরুন সাতকপাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১১০.	দড়ি বাঘুন জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১১১.	কাপাইশ পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১১২.	কাপাইশ পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১১৩.	বড়হরা হাফিজিয়া মাদ্রাসা মক্তব, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১১৪.	মুলগাঁও কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১১৫.	বেতুয়া ফিরোজ মিয়া বাড়ি জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১১৬.	টেকমানিকপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১১৭.	পানজোড়া মিয়াবাড়ী জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মসজিদের নাম ও ঠিকানা
১১৮.	পানজোড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১১৯.	বাগাদী বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১২০.	উত্তর সেনপাড়া জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১২১.	ভাটিরা বাইতুন নূর জামে মসজিদ*, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।

বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন সামাজিক ও ধর্মীয় বহুমাত্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক জেলায় বেশ কিছু সংখ্যক মসজিদকে বেছে নিয়েছে এবং সেগুলোতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইমামদের নিয়োগ দানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গাজীপুর জেলার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মসজিদ বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। উপরে উপস্থাপিত মসজিদের তালিকায় তারকা চিহ্নিত মসজিদসমূহ এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এইসব মসজিদে শিশু কিশোর ও পৌঢ়দের কুরআন শিক্ষা ও ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্ঞান দানের জন্য সকাল ও বৈকালিক মক্তব চালু করে পাঠদান করা হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণ এসব মক্তবের পাঠ্য কার্যক্রম পরিচালনা করেন। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তাকে সহায়তা দানের জন্য তিনি তার পছন্দমত আরবি ও ইসলামি বিষয় জানা শিক্ষককে নিয়োগদান করেন। স্থানীয় জনগণের আর্থিক সাহায্যে এসব মক্তব পরিচালিত হয়ে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে এম.পিদের বরাদ্দ অনুদান, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের থেকে সাহায্য ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দেয়া অর্থ থেকে এসব কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। ইসলমিক ফাউন্ডেশনের পরিচালিত ইমাম প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইমামগণ মসজিদ সংলগ্ন স্থানে ক্ষুদ্র কৃষি প্রকল্প গ্রহণ এবং সংলগ্ন পুকুরে মৎস চাষের ব্যবস্থা করে যে আয় হয় তা মসজিদ উন্নয়ন ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়। ইমামগণ প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র রাখেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তারা হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা দ্বারা গ্রাম ও মহল্লাবাসীর উপকার করে থাকেন। তারা জনগণকে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ইমামদের উপর সাধারণ জনগণের আস্থা থাকার কারণে এসব পরিকল্পনা ফলপ্রসু হয়ে থাকে। জনগণের নিরক্ষরতা দূরীকরণে মসজিদ ভিত্তিক মক্তব ও শিক্ষা কার্যক্রম দ্রুত প্রসার লাভ করছে এবং অল্প খরচের বিনিময়ে জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াস চলছে। ধর্মীয় জ্ঞান প্রদানের ফলে শিশু

কিশোরদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ঘটছে এবং সুশীল সমাজের পরিবেশ তৈরী করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। জরিপ ও পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, গাজীপুর জেলার তারকা চিহ্নিত মসজিদসমূহ বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মসূচীকে ফলপ্রসু করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। এই জেলার আরও মসজিদে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বিস্তৃত করার প্রয়োজন। তাহলে প্রাথমিক শিক্ষা ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের প্রসার ঘটবে এবং দেশ ও জাতিকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ত্বরান্বিত হবে।

৬.২ অমুসলিমদের উপাসনালয় ও তার প্রভাব

বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক ও উদারপন্থী রাষ্ট্র। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও বিভিন্ন ধর্মের জনগোষ্ঠী এদেশে শান্তিপূর্ণভাবে ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করছে। বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের মধ্যে আহার, বাসস্থান ও শিক্ষার সাথে ধর্ম পালনের অধিকার স্বীকৃত। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীগণ তাদের উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা, আনুষ্ঠানিক ধর্মাচার ও প্রাত্যহিক ধর্মীয় কার্যাদি পালন করতে কোনরূপ বাধার সম্মুখীন হয়না। বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয় প্রত্যেক ধর্মের কার্যক্রম সম্পন্ন ও অব্যাহত রাখার জন্য বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করে থাকে। মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দিবসে যেমন সরকারি ছুটি থাকে তেমনি হিন্দু বৌদ্ধ ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় দিবসগুলোতে সরকারি ছুটির ব্যবস্থা আছে। এটি প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশ একটি উদারপন্থী সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র এবং তাতে সব ধর্মের অনুসারীদের ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। গাজীপুর জেলায় মুসলিম জনগোষ্ঠী ছাড়া প্রধানত হিন্দু ও খৃস্টান ধর্মাবলম্বীর বসবাস আছে। পূর্বে হিন্দু জনগোষ্ঠীর আধিক্য ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমে যায়। এতদসত্বেও মুসলিম জনগোষ্ঠীর পর তারা সংখ্যাধিক্য। ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকুরিতেও তাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। খৃস্টান সম্প্রদায় গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানায় অধিক সংখ্য বসবাসরত। তারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা সমভাবে ভোগ করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠান পালনের জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলোর প্রভাব হিন্দু জনগণের জীবনে লক্ষণীয়। প্রাচীন কাল থেকে তারা যেভাবে মন্দিরে উপাসনা ও অর্চনা করে আসছে বর্তমানেও তাতে ব্যত্যয় ঘটেনি। বরং অত্যন্ত জাঁকজমকের মধ্যদিয়ে তারা কালিপূজা,

দুর্গাপূজা ও স্বরস্বতীপূজা মন্দির ও মন্ডপে পালন করে থাকে। খৃস্টান সম্প্রদায়ও তাদের গীর্জায় প্রতি রবিবারে যিশুখৃষ্টের জীবনী আলোচনা ও উপাসনার জন্য সমবেত হয়। এছাড়াও তারা অত্যন্ত জাঁকজমকের মধ্যদিয়ে বাৎসরিক খ্রিস্টমাস দিবস (বড় দিন) পালন করে থাকে। এগুলো তাদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করার পক্ষে স্বপ্রমাণ।

প্রাসংঙ্গিকভাবে নিম্নে হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীর উপাসনালয়ের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হলো। এগুলো থেকে জনজীবনে সেগুলোর প্রভাব নির্ণয় করা যেতে পারে।

গাজীপুর উপজেলা

ক্রমিক নং	মন্দিরের নাম ও ঠিকানা
১.	কৃপাময়ী কালীমন্দীর অংগন সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২.	শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্রপাল মহাশয়ের দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৩.	ভাওয়াল রাজ প্রতিষ্ঠিত সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৪.	জয়দেবপুর পূর্ব পাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৫.	জয়দেবপুর মধ্যপাড়া শিপ্রাস্মৃতি সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৬.	ভোড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৭.	চতর (ছোটবাড়ী) সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৮.	চতর (মল্লিকবাড়ী) সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৯.	ধান গবেষণা সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১০.	মির্জাপুর বাজার সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১১.	আংগুটিয়াচালা সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১২.	মনিপুর সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৩.	কাতলামারা সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৪.	পাইনসাইল সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মন্দিরের নাম ও ঠিকানা
১৫.	মীরেরগাঁও (শ্রী চিত্তরঞ্জন বর্ণন বাড়ী) সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৬.	মজলিশপুর ঘোষপাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৭.	মজলিশপুর মাঝিপাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৮.	বাউপাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
১৯.	কাসিমপুর বাজার কালীমন্দির অংগন সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২০.	কাসিমপুর রবিদাসপাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২১.	সুরাবাড়ী আশ্রয়ন প্রকল্প আয়োজিত সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২২.	কাসিমপুর পালপাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৩.	কড্ডা বাজার সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৪.	কড্ডা নানদুন (পাতরপাড়া) সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৫.	বাসন (শ্রী সরন কর্মকার মহাশয়ের বাড়ীর) সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৬.	বাসন (শ্রী বিজয় সাহা মহাশয়ের বাড়ী) সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৭.	কড্ডা ঋষিপাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৮.	কালাকৈর মাঝিপাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
২৯.	কালাকৈর সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৩০.	জয়ারটেক সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৩১.	আমবাগ (কার্তিক রবিদাস এর বাড়ী) সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৩২.	ছনখোলাপাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৩৩.	গাছা রবিদাস পাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৩৪.	ইছর (পশ্চিম পাড়া) সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মন্দিরের নাম ও ঠিকানা
৩৫.	গাছা সার্বজনীন হিন্দু সংঘ আয়োজিত দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৩৬.	ওঝার পাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৩৭.	ভাদুন সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৩৮.	সোরল সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৩৯.	সাতানী পাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৪০.	হারবাইদ সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৪১.	বাড়িয়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৪২.	বড় কয়ের সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৪৩.	গাকুরিয়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৪৪.	সারাইয়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৪৫.	টঙ্গী বাজার হিন্দু জনকল্যাণ সমিতি সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৪৬.	টঙ্গী (আমতলী) হরিজন কল্যাণ সমিতি সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৪৭.	টঙ্গী দত্ত পাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।
৪৮.	টংগী পাগার সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।

কাপাসিয়া উপজেলা

ক্রমিক নং	মন্দিরের নাম ও ঠিকানা
১.	কুড়িয়াদী গোসাইবাড়ী সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
২.	নরদা সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৩.	টোক নয়ন বাজার সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৪.	সালোয়াটেকি সাহা পাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৫.	কাপাসিয়া শ্রী শ্রী জয়কালী মন্দির সার্বজনীন পূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৬.	শ্রীশ্রী বংশীদাস বাবাজীর আশ্রম সার্বজনীন পূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মন্দিরের নাম ও ঠিকানা
৭.	কাপাসিয়া বাজার যুব ব্যবসায়ী সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৮.	দস্যু নারায়নপুর দাস পাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৯.	শ্রী-শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী মন্দির দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১০.	দক্ষিণগাঁও বর্মন পাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১১.	রামপুর দাস পাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১২.	কড়িহাতা টান পালপাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৩.	রামপুর বর্মন পাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৪.	কড়িহাতা সূত্রধর পাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৫.	কড়িহাতা নামা পাল পাড়া পূজা মন্ডপ মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৬.	কড়িহাতা নামা পাড়া দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৭.	পিরিজপুর বর্মন পাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ-১, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৮.	পিরিজপুর বর্মন পাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ-২, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
১৯.	চরখামের বর্মন পাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
২০.	আনজাব জয়কালী মন্দির সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
২১.	শেকের নরুন সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
২২.	তমাল তলা সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
২৩.	নরসিংহপুর সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ (স্বরূপের বাড়ী) , উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
২৪.	পলাশপুর শ্রী-শ্রী হরি মন্দির সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
২৫.	রানীগঞ্জ দাস পাড়া সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
২৬.	পানবড়াইদ সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
২৭.	একডালা সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মন্দিরের নাম ও ঠিকানা
২৮.	তাঁরাগঞ্জ ঘি-ঘাঠ সংঘ মিত্র সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
২৯.	পলাশপুর সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৩০.	পলাশপুর জয় কালী মন্দীর সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
৩১.	পলাশপুর দেবালয় সার্বজনীন দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।

শ্রীপুর উপজেলা

ক্রমিক নং	মন্দিরের নাম ও ঠিকানা
১.	বরামা কাচারপাড়া পূজামন্ডপ, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
২.	জয়দূর্গা সংঘ পূজামন্ডপ, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৩.	বরমী বাজার পালারী মন্দির, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৪.	শ্রী শ্রী লক্ষী নারায়ন মন্দির (আখড়া), উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৫.	একতা সংঘ পূজামন্ডপ, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৬.	আমরের বাড়ী পূজামন্ডপ, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৭.	কোশাদিয়া বটগাছতলা পূজামন্ডপ, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৮.	নান্দিয়া সাংগুন পূজামন্ডপ, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৯.	কাওরাইদ বাজার পূজামন্ডপ পূজামন্ডপ (১) , উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১০.	কাওরাইদ বাজার পূজামন্ডপ পূজামন্ডপ (২) , উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১১.	পূর্বসোনাব বটতলা পূজামন্ডপ, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১২.	বসুবাড়ী পূজামন্ডপ, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৩.	রাজাবাড়ী পূজামন্ডপ, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৪.	দলজোড় পূজামন্ডপ, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৫.	বড়চালা পূজামন্ডপ, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৬.	ভিটিপাড়া পূজামন্ডপ, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৭.	চিনাশুকানিয়া পূজামন্ডপ, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৮.	নিশ্চিন্তপুর পূজামন্ডপ, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
১৯.	জয়নারায়নপুর পূজামন্ডপ, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মন্দিরের নাম ও ঠিকানা
২০.	নালিয়াটেকী পূজামন্ডপ, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
২১.	লক্ষীপুর পূজামন্ডপ (১), উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
২২.	লক্ষীপুর পূজামন্ডপ (২), উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
২৩.	লক্ষীপুর পূজামন্ডপ (৩), উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
২৪.	লক্ষীপুর পূজামন্ডপ (৪), উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
২৫.	লক্ষীপুর পূজামন্ডপ (৫), উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
২৬.	শ্রীপুর সর্বজনীন পূজামন্ডপ, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
২৭.	মাওনা বাজার পূজামন্ডপ, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
২৮.	জৈনা বাজার পূজামন্ডপ, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
২৯.	ফাউগান বাজার পূজামন্ডপ, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৩০.	দলজোড় পূজামন্ডপ, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
৩১.	মাধবপুর পূজামন্ডপ, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।

কালিয়াকৈর উপজেলা

ক্রমিক নং	মন্দিরের নাম ও ঠিকানা
১.	খলিসাদানী সার্বজনীন দূর্গামন্দির (১), উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
২.	বাসাকৈর সার্বজনীন দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৩.	খলিসাদানী সার্বজনীন দূর্গামন্দির (২), উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৪.	চাপাইর দূর্গামন্দির (১), উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৫.	চাপাইর দূর্গামন্দির (২), উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৬.	চাপাইর দূর্গামন্দির (৩), উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৭.	গোপীনাথ সার্বজনীন দূর্গামন্দির (সীমার পাড়া), উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৮.	সীমার পাড়া দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৯.	রঘুনাথপুর সার্বজনীন দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
১০.	বোয়ালী কেন্দ্রিয় সার্বজনীন দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
১১.	চাবাগান ভৌমিক পাড়া দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মন্দিরের নাম ও ঠিকানা
১২.	সোনাতলা সার্বজনীন মা দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
১৩.	দিঘিবাড়ী বাঁশতলী সার্বজনীন দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
১৪.	সাহেবাবাদ সার্বজনীন দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
১৫.	বাঁশতলী (দিনেশ চন্দ্র অধিকারীর বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
১৬.	সফিপুর বাজার দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
১৭.	ভন্নারা সার্বজনীন দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
১৮.	গজারীয়া কাঞ্চনপুর দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
১৯.	কাঠালতলী দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
২০.	টানসূত্রাপুর (অমূল্য কর্মকারের বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
২১.	টানসূত্রাপুর (চিত্তরঞ্জন কর্মকারের বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
২২.	টানসূত্রাপুর (বাবুলাল মন্ডলের বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
২৩.	সূত্রাপুর সার্বজনীন দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
২৪.	সূত্রাপুর (বুদ্ধেশ্বর সূত্রধর এর বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
২৫.	সূত্রাপুর সেবাশ্রম সার্বজনীন দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
২৬.	কালিয়াকৈর সার্বজনীন দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
২৭.	শিমুলতলী (শচীন্দ্র পাল এর বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
২৮.	শিমুলতলী সার্বজনীন দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
২৯.	শিমুলতলী রংধনু যুব সংঘ দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৩০.	বড়ইতলী স্বাধীন দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৩১.	টেংলাবাড়ী (বীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ী) কেন্দ্রীয় মন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৩২.	বড়দল দীলিপ সরকারের বাড়ী সার্বজনীন দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৩৩.	বড়দল (রুক্মিনী মাল এর বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৩৪.	ভৃংগরাজ (মেঘলাল পালের বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মন্দিরের নাম ও ঠিকানা
৩৫.	ভৃংগরাজ (হারাধন পালের বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৩৬.	ভৃংগরাজ (অতুল পালের বাড়ী), দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৩৭.	বালিয়াদী দূর্গামন্দির, (সন্তুনাথ পালের বাড়ী) সার্বজনীন দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৩৮.	বলিয়াদী, (অখিল চন্দ্র সাহার বাড়ী) সার্বজনীন দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৩৯.	ঢালজোড়া (সন্তোষ চন্দ্র সাহার বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৪০.	ঢালজোড়া (মনীন্দ্র চন্দ্র সাহার বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৪১.	সাদুল্যাপুর (সুরেশ চন্দ্র গোপের বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৪২.	সাদুল্যাপুর (বিমলচন্দ্র গোপের বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৪৩.	ডুবাইল (অজিত চন্দ্র মাল এর বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৪৪.	উল্টা পাড়া (সুবীর কান্তি নিয়োগীর বাড়ী), দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৪৫.	উল্টাপাড়া (সুবল চন্দ্র পালের বাড়ী) দূর্গমন্দির দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৪৬.	বেনুপুর (দেবেন্দ্র চন্দ্র পালের বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৪৭.	বেনুপুর (সহদেব পালের বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৪৮.	বেনুপুর (আনন্দ পালের বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৪৯.	বেনুপুর (রাধেশ্যাম দাসের বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৫০.	চান্দাবহ (সুনীল সরকার এর বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৫১.	সিন্দুরী (সুভাস চন্দ্র সাহার বাড়ী), উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৫২.	সেওড়তলী আশ্রম দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৫৩.	আটাবহ (বলাই সাহার বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৫৪.	আটাবহ আশ্রম সার্বজনীন দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৫৫.	সিন্দুরী (বিনয় সরকারের বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মন্দিরের নাম ও ঠিকানা
৫৬.	শাহবাজপুর (পরিতোষ গোপের বাড়ী), দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৫৭.	বিশাইদ (সুরেশ সরকার এর বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৫৮.	ঠাকুর পাড়া (প্রিয়নাথ বর্মন এর বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৫৯.	দূর্গাপুর উত্তর পাড়া দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৬০.	দূর্গাপুর দক্ষিণ পাড়া দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৬১.	আমদাইর (অধ্যাপক চন্দ্র মোহন সরকার বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৬২.	কবিরাজ বাড়ী (সত্যজিত সাহার বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৬৩.	শীতলা মন্দির (জগদীস পালের বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৬৪.	ঢালজোড়া দূর্গামন্দির, (হরিপদ সূত্রধর এর বাড়ী) দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।
৬৫.	কালামপুর (করণ বর্মণ এর বাড়ী), দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর।

কালিগঞ্জ উপজেলা

ক্রমিক নং	মন্দিরের নাম ও ঠিকানা
১.	কাপাইশ পশ্চিম পাড়া দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
২.	জামালপুর কালীবাড়ী পূজামন্ডপ, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৩.	জামালপুর সাহাপাড়া দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৪.	বড়ভোলা দূর্গাবাড়ী কালীমন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৫.	চুপাইর দুর্গামন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৬.	বালিগাঁও জয়দেববাড়ী পূজামন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৭.	মূলগাঁও দুর্গামন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৮.	মহরচান সরকার পূজামন্ডপ, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
৯.	কালিগঞ্জ বাজার কালীবাড়ী দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১০.	মনসাতলা দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।

ক্রমিক নং	মন্দিরের নাম ও ঠিকানা
১১.	ধনপুর কালবাড়ী দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১২.	মৈশাইর নামাবাড়ী দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১৩.	নোয়াপাড়া দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১৪.	বড়গাঁও বাজার দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১৫.	রাথুরা বাজার দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১৬.	মোক্তারপুর দূর্গাপূজা মন্ডপ, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১৭.	দক্ষিণবাগ মন্ডপবাড়ী দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১৮.	উত্তর খলাপাড়া দূর্গাপূজা মন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
১৯.	দক্ষিণ খলাপাড়া ভক্তবাড়ী দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
২০.	বাসাইর বনিক পাড়া সার্বজনীন পূজামন্ডপ, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
২১.	বাবুর বাড়ী দূর্গমন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
২২.	জয়রামবেড় দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
২৩.	জাংগালিয়া পশ্চিম পাড়া দূর্গমন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
২৪.	বরাইয়া যুবকল্যান দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
২৫.	দেওতলা জয়দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
২৬.	জাংগালিয়া পশ্চিমপাড়া (সুত্রধর পাড়া) মন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
২৭.	পানজোড়া বনিক বাড়ী দূর্গমন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
২৮.	সেনপাড়া দূর্গমন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।
২৯.	পানজোড়া বনিক পাড়া দূর্গামন্দির, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর।

উপরে প্রদত্ত থানাওয়ারী মন্ডপ-মন্দিরের তালিকা থেকে নি:সন্দেহে বলা যেতে পারে যে, হিন্দু সম্প্রদায় অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে ও নির্বিঘ্নে সারা বছর ধরে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও পূজা পার্বন পালন করে থাকে। গাজীপুর জেলায় এমন কোন ঘটনা ঘটার প্রমাণ পাওয়া যায় না যা হিন্দু ধর্মাচারের বিঘ্ন ঘটার সংবাদ বহন করে। এসব মন্ডপ ও মন্দির কিছু কিছু ব্যক্তিগত থাকলেও সার্বজনীনভাবে পূজা পার্বন সব মন্দির ও মন্ডপে পালিত হয়ে থাকে। গাজীপুর জেলায় হিন্দু সম্প্রদায় যেমন সামাজিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে তেমনি ভাবে ধর্মপালনের ক্ষেত্রে তারা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে।

পূজা মন্ডপ ও মন্দিরের এই তালিকা হতে হিন্দুদের ধর্মপালনের পূর্ণ স্বাধীনতা সম্পর্কে যেমন অবগত হওয়া যায় তেমনি হিন্দু নির্যাতনের কল্প কাহিনীর অসারতা প্রমাণ করে। উপরন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের যে বিশেষ স্থান আছে তা তাদের ধর্মীয় এই স্বাতন্ত্রবোধ থেকে অনুমান করা যায়। এই জেলার মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে কোন সংঘর্ষ কিংবা দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির কোন ঘটনা ঘটতে দেখা যায় না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই পরিবেশ গাজীপুর জেলায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।

৬.৩ সেবা সংস্থার কার্যক্রম

আমাদের দেশে নি:শর্তভাবে উল্লেখযোগ্য কোন সেবা সংস্থা গড়ে উঠেনি। কোন বিনিময় ছাড়া দু:স্থ মানবতার সেবায় দু-একটি সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হতে দেখা যায়। "আনজুমান মুফিদুল ইসলাম" নামক সেবা সংস্থা প্রতি প্রাচীন। ১৯০৫ সালে কলকাতায় সে সময়ের শ্রেষ্ঠ দানবীর শেঠ ইব্রাহীম মোহাম্মদ ডোপ্লের অর্থায়নে "আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম" প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর সে বছরের শেষের দিকে ঢাকায় "আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের" কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এই মুফিদুল ইসলামের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে দু:স্থ মানবতার কল্যাণমূলক কাজ অব্যাহত রাখে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে এই সংস্থার শাখার কার্যক্রম ব্যপকতা লাভ করে। বর্তমানে বাংলাদেশে এই আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের প্রায় ৪০ টির অধিক শাখা দুঃস্থ মানবতার কল্যাণে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাসংঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, যাকাত, ফেতরা, সদকা ও ঐচ্ছিক দানের মাধ্যমে এই সংস্থা তার কার্যক্রম পরিচালনা করে। উপরন্তু সময় সময় এই সংস্থাটি সরকারি অনুদান লাভ করে থাকে। এই সংস্থা যে সেবা দান করে তার বিনিময়ে কোন কিছু গ্রহণ করে না। বর্তমানে এই সংস্থা যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হল।

- এতিম ছেলেমেয়েদের জন্য মুসলিম এতিমখানা পরিচালনা;
- পবিত্র ঈদের সময় দু:স্থ মানুষের মাঝে নতুন কাপড় বিতরণ;

- দু:স্থ ও অক্ষম মুসলিম পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দান;
- নূরানী পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দান;
- গরীব ও নি:স্বদের জন্য স্কুল, কলেজ ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা;
- স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে এতিম ও অসহায় ছেলেমেয়েদের জন্য কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ;
- ভ্রাম্যমান মেডিক্যাল ইউনিটের মাধ্যমে দু:স্থ মানুষের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষধ দান, দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত অক্ষম ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য এককালীন সাহায্য প্রদান;
- বার্ষিক ও মাসিক ভিত্তিতে বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান;
- দু:স্থ, বিধবা মহিলাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ ও সাহায্য প্রদান;
- দরিদ্র ও মুসলিম বালকদের বিনামূল্যে সুন্নাতে খাৎনার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- গরীব ও নি:স্ব পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ;
- বিভিন্ন দুর্যোগের সময় দুর্গত এলাকায় ত্রাণকার্য পরিচালনা ও চিকিৎসা প্রদানসহ যথাযথভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ;
- ঢাকার বাইরে লাশ পরিবহনের জন্য শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যানবাহনের ব্যবস্থাকরণ;
- জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মহানগরীতে রোগীদের জন্য ফ্রি এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস প্রদান;
- বেওয়ারিস লাশের ইসলামী শরীয়া মতে দাফনের জন্য ঢাকা শহরে "দাফনসেবা প্রকল্প" পরিচালনা করা;
- মুসলিম বেওয়ারিস লাশ দাফন ও অসমর্থ লোকের লাশ দাফনে সার্বিক সহায়তা প্রদান;
- দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান;
- দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরে কেন্দ্রের নির্দেশনা তদারকি ও তত্ত্বাবধানে সংস্থার ৪২টি শাখার কার্যক্রম পরিচালনা;
- আঞ্জুমানের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা।

৬.৪ আঞ্জুমান কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠান

- আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট, এতিম ও অসহায় ছেলেমেয়েদের তিনটি গ্রেডে ৩৬০ ঘন্টার বেসিক কোর্স এবং এস এস সি সমমানের ভোকেশনাল শিক্ষা প্রদান করছে;

- আঞ্জুমান জামিলুর রহমান ইসলামিয়া জুনিয়ার গার্লস হাই স্কুল-

- ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য ফ্রি, ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত কেবল মেয়েদের জন্য স্বল্প বেতনে স্কুলটি ঢাকার গেন্ডারিয়ায় প্রতিষ্ঠিত

- এতিমখানা

- ঢাকার গেন্ডারিয়ায় সংস্থা ১টি ছেলেদের ও ১টি মেয়েদের এতিমখানা পরিচালনা করছে;

- ফজলুল হক মহিলা কলেজ

- ১৯৭০ সালে ঢাকার গেন্ডারিয়ায় প্রতিষ্ঠিত;

- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রকল্প

- ১৩৬/৪ নয়াটোলা, বড় মগবাজার, ঢাকায় পরিচালিত হচ্ছে।

৬.৫ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় আরো বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;

- ঢাকায় স্থান পাওয়া গেলে নিজস্ব কবরস্থান নির্মাণ, হাসপাতাল, এতিমখানা, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও আরো কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন;

- জেলখানায় সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন কয়েদীদের ইসলামে মৌলিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থাকরণ;

- ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণার জন্য গ্রন্থাগার স্থাপন;

- শহর ও গ্রামাঞ্চলে বয়স্ক ও শিশুদের জন্য ইসলামী বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ;

- প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমান মেডিক্যাল ইউনিটের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য চিকিৎসা সেবা প্রদান;

- সকল বিভাগীয় এবং জেলা শহরে আঞ্জুমানের শাখা অফিস স্থাপন;

- কাকরাইলের ৪২ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোডস্থ ০.৫০ একর জমিতে ২৫ তলা বাণিজ্যিক-কাম-অফিসিয়াল ভবন নির্মাণ।

নি:স্বার্থভাবে কিংবা অর্থের বিনিময় ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য সেবা প্রতিষ্ঠান গাজীপুর জেলায় পরিলক্ষিত হয় না। যে সব এনজিও আছে সেগুলো অর্থের বিনিময়ে ও সুদ ভিত্তিক যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় সেগুলো প্রকৃত অর্থে নিঃস্বার্থ কোন সেবা সংস্থার মধ্যে পড়ে না, বরং এগুলো অনেক ক্ষেত্রে জনগণের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সরকারি সংস্থার মধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গাজীপুর জেলা মুসলিম জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কল্পে কিছু কিছু বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। কাজেই এসব বিবেচনায় আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলামের সেবা দান পরিকল্পনা ও বাস্তব সেবা দান প্রশংসার দাবি রাখে।

৬.৬ চিত্তবিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম

জনগণের মননশীলতার বিকাশ ও চিত্ত বিনোদনের জন্য প্রয়োজন পড়ে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চিত্তবিনোদনমূলক অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হয় এবং কিশোর ও যুবকদের মধ্যে বিশেষ করে সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনে প্রচেষ্টা করা হয়ে থাকে। একটি সুশীল ও সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য এসব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে অনস্বীকার্য। যুবসমাজ যাতে অশ্লীলতায় জড়িয়ে না পড়ে সেজন্য সুস্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ করা সরকারি ও বেসরকারিভাবে সময়ের দাবি। আকাশ সংস্কৃতির প্রাবল্য কমলমতি শিশু কিশোর ও বিকাশমান যুবকদের বিপথগামী করতে অনেক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে থাকে। এসব পংকিলতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে উন্মাদনা ও হতাশা যার ফলশ্রুতিতে সমাজে মাদকাসক্তির প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর তার সঙ্গে অপরাধ প্রবণতা মাথাচারা দিয়ে উঠে এবং সুস্থ ও সুশীল সমাজ চলমান রাখতে অন্তরায় সৃষ্টি করে। স্বভাবত এই অশোভন দিকগুলো প্রতিরোধ করে জনগণের মধ্যে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি এবং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে

উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চিত্তবিনোদনমূলক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের লালন করা যুক্তিযুক্তভাবে আবশ্যক।

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে স্বাধীনতাত্তোর বাংলদেশে রাজধানী ঢাকা ছাড়াও অন্যান্য জেলা শহরে সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের সৃষ্টি হয়েছে। স্থান বিশেষে এসব প্রতিষ্ঠানের চিত্তবিনোদনমূলক কার্যক্রম ব্যপকতা লাভ কারেছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সীমিত আকারে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সামাজ ও জাতীয় জীবনের বিশেষ বিশেষ দিন পালন করার কর্মসূচীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন আলোচনা, আঞ্চলিক সংস্কৃতির উপস্থাপন, আবৃতি, গীতিকা ও নাটক মঞ্চস্থ করার আয়োজন করা হয়। এতে করে একদিকে নির্মল আনন্দদান হয়ে থাকে এবং অপরদিকে জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃতিচর্চা ও জীবনবোধের অনুশীলনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। রাজধানী সংলগ্ন গাজীপুর জেলার সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মতৎপরতা উৎসাহব্যঞ্জক বলে মনে হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে নির্বাচিত কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠনের উপর জরিপ চালিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরী করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। নিম্নে এসব সংগঠনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রশ্নমালার আলোকে তুলে ধরা হল।

৬.৭ জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক সংসদ (জাসাস)

বাংলাদেশের সংস্কৃতির লালন ও পরিচর্যার উদ্দেশ্য নিয়ে বি.এন.পির একটি অঙ্গ সংগঠন হিসেবে জাসাস কেন্দ্রীয়ভাবে বিগত শতাব্দীর আশির দশকের প্রথমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ ইং সালে গাজীপুর জেলায় জাসাসের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত এটির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হয়ে সাংস্কৃতিকে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবোধ সমুন্নত রাখার প্রয়াসে ছাত্রছাত্রীদেরকে বিশেষ করে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে। সেসঙ্গে উদীয়মান শিল্পী তৈরীর উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে যাতে করে বাংলাদশের সাংস্কৃতিক অঙ্গন আকাশ সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জনজীবনে বিপর্যয় ডেকে না আনতে পারে। রেডিও টেলিভিশনে বাংলাদেশী লোকাচার ও সংস্কৃতির প্রচারের জন্য জাসাস নাট্যশিল্পী তৈরী করতে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। এমনকি চলচিত্র অঙ্গনেও জাসাস তার কার্যক্রম বিস্তৃত করছে। জাসাসের গাজীপুর জেলা শাখায় স্বাধীনতা

দিবস, বিজয় দিবস, নববর্ষ এবং জাতীয়বরেণ্য ব্যক্তিগণের জন্ম ও মৃত্যুদিবস পালনে মননশীল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই সংগঠনটির অর্থায়ন সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা, বিত্তশালী ব্যক্তিদের দান ও সরকারি অনুদান থেকে হয়ে থাকে। বর্তমানে গাজীপুর জেলার জাসাসের পরিচালনায় আছেন মোঃ সোহেল। এ সংগঠনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রভাব ফেলেছে।

৬.৮ ফুলকুড়ি

শিশু কিশোরদের জন্য ফুলকুড়ি একটি চমকপ্রদ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। শিশু কিশোরদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ, সুকুমার বৃত্তির স্ফুরণ, শিক্ষাগ্রহণের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, স্মরণীয় ব্যক্তিদের জীবনালেখ্য বর্ণনা এবং খেলাধুলার মধ্যদিয়ে সুস্থ সাবলীল স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠন এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য। ১৯৮০ সালে এই সংগঠনটি কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু গাজীপুরে ১৯৮৫ সালে ফুলকুড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়ে কার্যক্রম শুরু করে। গাজীপুরে শিশু কিশোরদের মধ্যে এই সংগঠনটি বিশেষ সাড়া জাগিয়েছে। বিভিন্ন বার্ষিকী পালনে এই সংগঠনের ক্ষুদে সদস্যরা অত্যন্ত তৎপরতা প্রদর্শন করে থাকে। শিশু কিশোরদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে সংগঠনের পক্ষ থেকে। ফুলকুড়ির অনেক শিশু-কিশোর সদস্য সংস্কৃতির অঙ্গনে বেশ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে পরবর্তীকালে রেডিও টেলিভিশনে প্রতিশ্রুতিশীল ও যশস্বী শিল্পী হিসেবে জাতীয় জীবনে পরিচিতি লাভ করেছে। এদিক থেকে গাজীপুরের বেশ কিছু ফুলকুড়ি সদস্য জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে সুনাম অর্জন করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটির অর্থায়ন সদস্যদের চাঁদা, মাসিক ম্যাগাজিন বিক্রি, বিত্তশালীদের দান ও সরকারি অনুদান থেকে হয়ে থাকে। বর্তমানে একরামুল হক সায়েম এই ফুলকুড়ি পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন।

৬.৯ ভাওয়াল কালচারাল ফাউন্ডেশন

জোড়পুকুরপার জয়দেবপুরে এই সংগঠনের কার্যালয়। ১৯৯৮ সালে জানুয়ারী মাস থেকে ভাওয়াল কালচারাল ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অধ্যক্ষ হুমায়ুন কবির এই সংগঠনের

বর্তমান পরিচালক। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করে যেসব লোক সংস্কৃতিমনা তাদের প্রচেষ্টায় এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। দেশীয় সংস্কৃতির লালন ও কর্ষণ এই সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে শিল্পী তৈরী করার লক্ষ্যে এই সংগঠনটি কাজ করে যাচ্ছে। ব্যক্তিগত অনুদান এবং অনুষ্ঠান হতে অর্জিত অর্থ দ্বারা এই সংগঠনটির অর্থায়ন হচ্ছে। ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেও এই সংগঠনের কার্যক্রম জনগণের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করছে।

৬.১০ নজরুল একাডেমী

নজরুল একাডেমী একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। রেঁনেসা প্রি-ক্যাডেট এন্ড হাই স্কুল ভবন মধুমিতা রোড টঙ্গীতে এর কার্যালয়। ১৯৮৮ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বর্তমানে মো: আব্দুল হাই এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। একক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় এই সংগঠনটি পরিচালিত হয়ে আসছে। তবে শিশু কিশোরদের শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়ে থাকে। তাদেরকে পাঠ দানের জন্য কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে শিশু কিশোরদের লেখাপড়া সুযোগ সৃষ্টি করতে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয়ভাবে ভূমিকা পালন করে আসছে। লেখা-পড়ার সাথে সাথে শিশু কিশোরদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে এই একাডেমীর মাধ্যমে। সাংস্কৃতিক শিল্পী ও ঘোষক তৈরীর প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকে এই একাডেমী। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও জনগণকে দেশীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করতে এই সংগঠনের কার্যক্রম প্রশংসনীয়।

৬.১১ চতুরঙ্গ শিল্পকলা একাডেমী

চেরাগ আলী পৌরসভার দক্ষিণ গেটের সংলগ্ন স্থানে এর কার্যালয়। বর্তমানে ওমর ফারুক সুজন এর পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৯৭ সালে ৩রা মার্চ থেকে এর কার্যক্রম চালু হয়েছে। গাজীপুর জেলার মধ্যে একটি জনপ্রিয় সংগঠন হিসেবে এটি কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে এটি সঙ্গীত বিদ্যালয় হিসেবে কাজ করছে এবং এর শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২০০ জন। ভবিষ্যতে এটি একটি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা আছে। এই একাডেমীটি একক ব্যক্তির পরিচালনায় থাকলেও চার পাঁচ জন শিক্ষক এর কার্যক্রম গতিশীল করে রাখছে।

জাতীয়ভাবে এই সঙ্গীত একাডেমীটি সঙ্গীত চর্চার বিভিন্ন রীতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দান করে আসছে। নাটক ও সাধারণ সঙ্গীতের পাশাপাশি ইসলামী গান ও সঙ্গীত শিক্ষাদান এই একাডেমীর পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এই একাডেমীতে শিক্ষারত শিল্পীগণ জাতীয় পর্যায়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশ গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষার্থীদের দেয় মাসিক বেতন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনা করে যে অর্থ অর্জিত হয় তা থেকে এর অর্থায়ন হয়ে থাকে। সরকারি কোন অনুদান এখন পর্যন্ত পায়নি এই একাডেমী। জনগণ এর কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ করছে।

৬.১২ এস এম সুলতান ললিত কলা একাডেমী

মধুমিতা রোড টঙ্গী রাইজিংসান একাডেমী ভবনে এই সংগঠনের কার্যালয়। ১৯৯৫ সাল থেকে এই সংগঠনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই সংগঠনের পরিচালক এস এম সুলতান এবং তার একক প্রচেষ্টায় এর কার্যক্রম চলমান আছে। নাচ, গান, অভিনয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিল্পী তৈরী করার প্রয়াসে এই সংগঠন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণত বিকাল থেকে শুরু করে রাত ৯টা পর্যন্ত এর কার্যক্রম চলে। এই একাডেমী থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা জাতীয় পর্যায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে থাকে। ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তি ফি, মাসিক বেতন ও অনুষ্ঠান থেকে অর্জিত অর্থ থেকে এর ব্যয়ভার নির্বাহ করা হয়ে থাকে।

৬.১৩ বাল্য বন্ধু সাংস্কৃতিক সংসদ

জয়দেবপুরের শিববাড়ীতে এই সংগঠনের কার্যালয়। ১৯৮৮ সালের বিজয় দিবস থেকে এই সাস্কৃতিক সংসদ তার কার্যক্রম শুরু করেছে। তিনজন সংস্কৃতিমনা বাল্যবন্ধু মিলে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করায় এর নামকরণ হয়েছে বাল্য বন্ধু সাংস্কৃতিক সংসদ। বর্তমানে মোঃ আলম এর পরিচালনার দায়িত্বে আছেন। দেশীয় সংস্কৃতির লালন ও কর্ষণ এবং বিজাতীয় সংস্কৃতির নিরুৎসাহিতকরণ এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য। এই সংগঠনটি তার কার্যক্রমের দ্বারা জনগণের মনে বেশি প্রভাব ফেলতে পারেনি। বছরে দু-একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করার মধ্যে এর কার্যক্রম সীমিত। এই সংগঠনের অর্থনৈতিক ভিত খুব দুর্বল। জনগণের অনুদান ও সুধি ব্যক্তিদের ঐচ্ছিক দান থেকে এর অর্থায়ন হয়ে থাকে।

৬.১৪ অনুরণ সাংস্কৃতিক সংসদ

এই সাংস্কৃতিক সংসদের কার্যালয় জোড়পুকুর জয়দেবপুরে অবস্থিত। এর বর্তমান সভাপতি মো: আব্দুস সালাম। ১৯৯৫ সাল থেকে এই অনুরণ সাংস্কৃতিক সংসদ গাজীপুরে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমান সভাপতি জনগণের সহযোগিতা নিয়ে এই সাংস্কৃতিক সংসদকে চালু রেখেছেন এবং সাংস্কৃতিক শিল্পী তৈরী করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করছেন। প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পী তৈরী করতে এই সংগঠনের কার্যক্রম প্রশংসনীয়। এই সংগঠনটি জাতীয় আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন দিবসে তাদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত করে থাকে। চাঁদা ও ব্যক্তিগত অনুদান থেকে এর অর্থায়ন হয়ে থাকে।

৬.১৫ পূর্বাচল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ

জয়দেবপুরের বিআইটির সংলগ্ন স্থানে এই সংগঠনটি ১৯৯৫ সালে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সাথী। এই সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদটি বিআইটির সংস্কৃতিমনা ছাত্র ছাত্রীদের প্রচেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করে। দেশীয় সংস্কৃতির লালন ও কর্ষণ এবং আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত রাখা এই সাংস্কৃতিক সংসদের অন্যতম উদ্দেশ্য। পরিচালক সাথীর একক পরিচালনায় এটির কার্যক্রম চলমান থাকলেও তাকে সহযোগিতা করার জন্য একটি কার্যকরী সংসদ আছে যার সদস্য সংখ্যা ১৫ জন। সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি ও বিত্তশালীদের অনুদান থেকে এর অর্থায়ন হয়ে থাকে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনের মধ্যে এর কার্যক্রম সীমিত। বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে এই সংসদ আশানুরুপ সাফল্য দেখাতে পারেনি।

৬.১৬ তুরাগ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ

তুরাগ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদের উদ্ভব ১৯৮৮ সালের ২৬শে মার্চ। মো: আবু নাইম এর পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করছেন। গাজীপুর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তুরাগ নদীর নামানুসারে এই সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নাম রাখা হয়েছে তুরাগ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ। নদী যেমন প্রবাহমান তেমনি সংস্কৃতি স্থান ও কালের পথ পরিক্রমায় প্রবাহমান থেকে

জনগোষ্ঠীর জীবন প্রবাহকে চলমান রাখে। এই ধারণাটি এই নামের মধ্যে নিহিত আছে বলে অনুমিত হয়। স্থানীয় শিল্পীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এই সাংস্কৃতিক সংসদটি প্রতিষ্ঠিত হলেও এর কার্যাক্রমের অগ্রগতি তেমন আশাব্যঞ্জক বলে মনে হয়না। পরিচালকের একক সিদ্ধান্ত সংসদের গতিময়তা সৃষ্টি করতে তেমন ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

৬.১৭ মৌমাছি সাংস্কৃতিক সংসদ

১৯৭৫ সালে মৌমাছি সাংস্কৃতিক সংসদ জয়দেবপুরের লক্ষীপুরা নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এর পরিচালনার দায়িত্বে আছেন মোঃ আব্দুল আহাদ। এই সংসদের ২৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী পর্ষদ আছে। ১৯৭৫ সালে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের অব্যবহিত পর এই সাংস্কৃতিক সংসদ জনগণের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের জনমনে কর্মচাঞ্চল্য ও উদ্যোগ গ্রহণে প্রত্যয় সৃষ্টি করতে এই সাংস্কৃতিক সংসদ সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। মৌমাছি যেমন ক্ষুদ্র প্রয়াসে মধু সংগ্রহ করে মৌচাকে সঞ্চিত করে তেমনি এই সংসদ জনগণকে একতাবদ্ধ হয়ে জাতীয় জীবনে স্পন্দন সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত করে। এই সংসদের কার্যক্রম তেমন গতিময়তা লাভ করতে পারেনি। অর্থনৈতিক দৈন্যতা এর প্রতিকূলে থেকে কাজের অগ্রগতি তেমনভাবে সৃষ্টি করতে পারেনি। তবুও এই সাংস্কৃতিক সংসদের প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে সুফল বয়ে নিয়ে আসছে।

৬.১৮ সারগাম সঙ্গীত একাডেমী

টঙ্গীর কলেজ রোডে সারগাম সঙ্গীত একাডেমী ১৯৮৬ সাথে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এই একাডেমীর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন খালিদ জামিল মিলু। সম্ভবত এই প্রতিষ্ঠানটি একক প্রচেষ্টায় পরিচালিত হচ্ছে। এই সাংস্কৃতিক সংগঠন মূলত নাটক সৃষ্টির-কলা কৌশল, সঙ্গীত চর্চা ও সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে সঙ্গীত শিক্ষা দান করে জনগোষ্ঠীর নিকট তা গ্রহণযোগ্য করে তোলা এই একাডেমীর মূল লক্ষ্য। সঙ্গীত সমঝদার শিল্পীদের অর্থায়নে এটি পরিচালিত। খুব বেশি সাড়া জাগাতে না পারলেও এই সঙ্গীত একাডেমী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অনেকেই সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

৬.১৯ স্পন্দন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ

১৯৮৫ সালে গাজীপুর সদরে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে গোলজার মোল্লা এই সংসদের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। এই সংগঠনটি গাজীপুরের স্থানীয় কৃষ্টি কালচারকে জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, নববর্ষ প্রভৃতি পালন উপলক্ষে নাটক, সঙ্গীত ও অন্যান্য কালচারাল শো-প্রদর্শন করা হয়ে থাকে এই সংসদের মাধ্যমে। বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই সংসদটি সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিভিন্ন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত করে জনগণের মধ্যে কিছুটা হলেও স্পন্দন সৃষ্টি করতে পেরেছে।

৬.২০ শ্রোতধারা সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র

টঙ্গীর মাছিমপুর ষ্টেশনরোড সংলগ্ন মেহেরনিগার একাডেমী ভবনে এই সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র অবস্থিত। বাংলাদেশের কৃষ্টি কালচার যথাযথভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মো: ইসমাইল হোসেন এই সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। তার একক পরিচালনায় এটি তার কার্যক্রম অব্যাহত রাখলেও একটি পরিচালনা পর্ষদ তাকে সহযোগিতা দান করছে। প্রতি বছর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সৃজনশীল নাটক মঞ্চস্থ করা এবং শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেয়া কেন্দ্রের অন্যতম উদ্দেশ্য এবং সেই ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা থাকলেও কেন্দ্রের কার্যক্রম অনেকটা আশাব্যঞ্জক। এই কেন্দ্রের আর্থিক অবস্থা তেমন সুবিধাজনক পর্যায়ে নেই। শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন, নাটক মঞ্চস্থ করার ফলে অর্জিত অর্থ, শিল্প সমঝদারদের আর্থিক অনুদান এর অর্থায়ন করে আসছে।

৬.২১ লোক সঙ্গীত একাডেমী

শ্রীপুর উপজেলার মাওনায় এই লোক সঙ্গীত একাডেমী ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই একাডেমীর দায়িত্বে রয়েছেন মো: খলিলুর রহমান এবং তাকে একজন উপদেষ্টাসহ মোট সাত সদস্যের একটি পরিচালনা পর্ষদ সহায়তা দান করছে। এই একাডেমীর নাম থেকেই অনুমান কার যায় যে, জনগণের মধ্যে লোক সঙ্গীত জনপ্রিয় করে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এই একাডেমী। এই এলাকার প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীদেরকে নিয়ে উপাখ্যান মূলক কাহিনী অবলম্বন

করে পালা গান যেমন কমলা রানীর বনবাস, ইউসুফ জোলেখার প্রেম কাহিনী, সোনাভান, হাতেমতাই প্রভৃতি মঞ্চস্থ করে জনগণের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করে এই সঙ্গীত একাডেমী। রুচিশীল করে তুলতে এবং অশ্লীলতা পরিহার করতে এই একাডেমী যে সব সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম গ্রহণ করে তা জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

৬.২২ প্রতিশ্রুতিশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন

ভাওয়াল মির্জাপুর বাজারে অবস্থিত প্রতিশ্রুতিশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মো: শহিদুল ইসলাম এই সংগঠনের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পরিচালককে সহায়তা দান করছে। এই সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠনটি জনগণের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সচেতনতা ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করার ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। এছাড়াও বাস্তব ক্ষেত্রে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী এবং শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা এই সংগঠনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। আর্থিকভাবে এই সংগঠনটি তেমন সচ্ছল নয়। এই সংগঠনের মাধ্যমে এনজিও ও ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নের চেষ্টা করে।

মানুষ অনুভূতিপ্রবণ। সে তার অনুভূতি প্রকাশের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্য গ্রহণ করে। এ থেকেই চিত্তবিনোদনমূলক কার্যক্রমের উদ্ভব ঘটে। একঘেয়ে জীবন জাপন এবং শারিরীক ও মানসিক ক্লান্তি থেকে কিছুটা স্বস্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে চিত্তবিনোদন মানুষের কর্মস্পৃহাকে শাণিত করে তোলে। লোকাচার ও দেশাচারের ভিত্তিতে চিত্তবিনোদন ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। নির্মল চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা সুশীল সমাজ গড়ে তোলার জন্য সহায়ক। পাশ্চাত্য ও আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে রক্ষা পেতে হলে এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে অশ্লীলতা থেকে বাঁচাতে হলে নির্মল চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন।

বাংলাদেশের লোকাচার ও সংস্কৃতি তুলে ধরার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সংগঠন গড়ে তোলা সময়ের দাবি হয়ে পড়েছে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চিত্তবিনোদনের জন্য সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। গাজীপুর জেলা এর ব্যতিক্রম

নয়। উপরে আলোচিত কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে যুবক ও পৌঢ়দের চিত্তবিনোদনের লক্ষ্যে ও সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠান যথাযথ ভূমিকা পালন করে চলেছে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গের কর্মতৎপরতা। ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধে উঠে জাতীয় উন্নতির চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হতে পারলে এসব প্রতিষ্ঠান গতিময়তা লাভ করবে এবং গাজীপুর অঞ্চলসহ বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর চিত্তবিনোদনের পরিমন্ডলে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে। পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা চিত্তবিনোদনমূলক কার্যক্রমকে আম জনগণের মনমানসে অনাবিল প্রশান্তি বয়ে আনতে পারে এবং সেটি হোক আমাদের প্রত্যাশা।

অধ্যায় ৭
উপসংহার

বর্তমানে প্রযুক্তির চরমবিকাশের ফলে মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিটি পর্যায়ে অতীতের কার্যপদ্ধতি যেমন পরিবর্তন ঘটছে তেমনি চিন্তাচেতনায় আসছে নতুন কৌশল যুক্ত করার মানসিকতা। বর্তমানে গবেষণার ক্ষেত্রেও বৃহত্তর পরিসরকে বিযুক্ত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রাসংঙ্গিক ও সংশ্লিষ্ট প্রাপ্ত উপকরণ গভীরভাবে বিশ্লেষিত হওয়ায় যে ফল প্রাপ্তি ঘটছে তা জ্ঞানকোষকে করছে সমৃদ্ধশালী ও ঐশর্যমন্ডিত। মানববিদ্যা ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা যে ধারায় পরিচালিত হয় তা আদি ও ফলিত বিজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তবে গবেষণার ক্ষেত্রে কতগুলো কমন সূত্র আছে যা যথাযথ অবলম্বন করতে না পারলে কোন গবেষণা কাংখিত পর্যায়ে পৌছাতে পারেনা এবং তা থেকেও জ্ঞানকোষ তেমনভাবে সমৃদ্ধ হয়না। তাই গবেষণা যেন নিছক বিবরণমূলক কোন ঘটনার বা বিষয়ের উপস্থাপন না হয় সেদিকে প্রত্যেক গবেষকের দৃষ্টিরাখা প্রয়োজন। এই অভিসন্দর্ভের গবেষক এ বিষয়ে সচেতন এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সে তার বিষয়বস্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌছার প্রয়াস পেয়েছে। অধীত বিষয়ের উপর সে নিষ্ঠার সাথে উপাত্ত উপকরণ সংগ্রহ করেছে এবং প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতিতে নির্মোহভাবে সেগুলোর যাচাইবাছাই করার পর প্রাপ্তফল থিসিসে সন্নিবেশণ করেছে।

ইতিহাস মানববিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত ইতিহাস দেশ, জাতি ও জনগোষ্ঠীর জীবনধারা প্রতিবিম্বিত করে থাকে তার নিজস্ব দর্পনে। এটির অধ্যয়ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে চেতনার জন্ম দেয় তা বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথ নির্দেশক হয়ে থাকে। তবে পূর্বের ইতিহাসের ধারাণায় অনেকটা পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। তখন রাজরাজড়াদের বিজয় কাহিনী ও প্রশাসনিক অবকাঠামোসহ অমাত্য ও অভিজাত শ্রেণীর জীবনালেখ্য ইতিহাসের মূল উপাদান হিসেবে বিবেচিত হত। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণায় পরিবর্তন ঘটেছে। এখন ইতিহাস আর রাজরাজড়া ও অমাত্য শ্রেণীর জীবনগাঁথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার বিস্তৃতি ঘটেছে সর্বস্তরের মানুষের কর্মকাণ্ডে। সাধারণ মানুষের কার্যাবলীও বর্তমানে বিশ্লেষিত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করছে। ফলে বর্তমানে পণ্ডিত ও বিদগ্ধজনের পথ অনুসরণ

করে ইতিহাসের গবেষক ও প্রাগ্রসর ছাত্রছাত্রীরা একটি ক্ষুদ্র পরিসর অবলম্বন করে উপাত্ত উপকরণ সংগ্রহ করছে এবং বিজ্ঞানমনস্ক নীরিক্ষা পদ্ধতিতে সেগুলোর বিশ্লেষণ করে কাংক্ষিত ফল লাভে সক্ষম হচ্ছে।

জাতীয় ইতিহাস রচনা নির্ভর করে আঞ্চলিক ইতিহাসের উপাদান ও মালমসলার উপর। এসব মালমসলাকে উপজীব্য করে যে আঞ্চলিক ইতিহাস রচিত হয় তা জাতীয় ইতিহাসকে সমৃদ্ধশালী করে তোলে। কাজেই জাতীয় ইতিহাস রচনা আঞ্চলিক ইতিহাসকে নিয়ে গড়ে উঠে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নেয়। বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য গৌরবময়। জাতি হিসেবে আমাদের সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন নৈতিক দায়িত্ব এবং নিজেদের স্বার্থে তা চলমান রাখা প্রয়োজন। অতীত গৌররের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে বর্তমান এবং তার পরিধি বিস্তৃত হয় আগত কালপর্বে। বাংলাদেশের রাজস্ব ও প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে জেলার গুরুত্ব অপরিসীম। অঞ্চলের ইতিহাসও জেলা থেকেই শুরু। পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশ) যে সব জেলা ছিল তা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কর্মবহুলতার জন্য বিভাজিত হয় এবং ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশে নবগঠিত জেলার সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪টি। গাজীপুর তার মধ্যে একটি অন্যতম জেলা। এটি বৃহত্তর ঢাকার উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৫টি থানা নিয়ে গঠিত। রাজধানী ঢাকার সংলগ্ন হওয়ার কারণে এই জেলায় শিল্প কলকারখানা যে ভাবে গড়ে উঠেছে তাতে করে জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের প্রসার লক্ষ্যণীয়। এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন। বর্তমান গবেষক গাজীপুর জেলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন (১৯৭১-২০০০ খ্রীস্টাব্দ) এর উপর গভীরভাবে অনুসন্ধানের প্রয়াস পেয়েছে। গাজীপুর জেলায় যে সকল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন আছে তার প্রভাব জনগোষ্ঠীর উপর পড়ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বিষয়টি তেমনভাবে কেউ গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে তলিয়ে দেখেননি। ফলে জাতীয় ইতিহাস রচনায় এর যে স্থান ও গুরুত্ব আছে তার অনুল্লেখ থাকা জাতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ল্যাপ্স রয়ে যাবে। বর্তমান প্রচেষ্টা তার আংশিক পুরণের একটি উদ্যোগ বলা যায়।

এই অভিসন্দর্ভের সাতটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম তিনটি অধ্যায় বিষয়ের ভিত্তিস্তর ও ভূমিকা হিসেবে গণ্য করা যায়। এগুলোতে গাজীপুর জেলার ভৌগোলিক অবস্থা, জনগোষ্ঠী এবং ইতিহাস- ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। অবরোহের ধারায় বিষয়গুলো বিন্যাসিত হয়েছে যাতে করে পরবর্তী বিষয়সমূহে প্রবেশ করা সহজতর হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে জনগোষ্ঠীর ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম শিরোনামে যে বিষয়গুলো আলোচনায় এসেছে তা বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। এসব সংগঠনের থানাওয়ারী পূর্ণ তালিকা প্রদানের পর নির্বাচিত সংগঠনের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। মূলত এসব সংগঠনের উপাদান প্রশ্নমালা তৈরী করে সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে এবং সেগুলোর অফিস রেকড থেকে গৃহীত হয়েছে। সংগৃহীত উপদানের ভিত্তিতে এসব সংগঠনের কার্যক্রম নির্মোহভাবে পর্যালোচনা করে জনজীবনে সেগুলোর প্রভাব নির্ণয় করা হয়েছে। একটি থানার সংঙ্গে আর একটি থানা সংগঠনের কার্যক্রমে পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। সাংস্কৃতিক সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা গেছে তা এই অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। জনজীবনে এসব সংগঠনের যে প্রভাব পড়েছে তার মূল্যায়ন করা হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে শিক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং জনজীবনে সেগুলোর প্রভাব শিরোনামে যে বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে সেগুলোতে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার উপর একটি সমীক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা, নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জনগোষ্ঠীর জীবনে এগুলোর প্রভাব নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। নির্বচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতিসহ ছাত্রছাত্রীদের পাসের যে পরিসংখ্যান প্রদত্ত হয়েছে তা গাজীপুর জেলার শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার হার এবং শিক্ষার মান সম্পর্কে ধারণা করতে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

এই অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ অধ্যায় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সেগুলোর কার্যক্রম ও প্রভাব শিরোনামে যে বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে মুসলমানদের মসজিদ এবং হিন্দুদের মন্দিরের তালিকাসহ নির্বচিত প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি ও ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে। জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনে এগুলোর ভূমিকা কতটা কার্যকর ছিল তা নিরূপণের চেষ্টা করা

হয়েছে। সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে যেগুলো গাজীপুর জেলায় বিদ্যমান আছে সেগুলোর তালিকাসহ কার্যক্রম ও ফলাফলের মূল্যায়ন করা হয়েছে। এসব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা ও কার্যের স্থবিরতার কারণসমূহ চিহ্নিত করে উত্তরণের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। এসব বিষয়বস্তুর নির্যাস নিয়েই এই উপসংহার।

প্রত্যেক গবেষণার সীমাবদ্ধতা আছে এবং এই গবেষণার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। উপাও উপকরণ সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে থিসিসের অধ্যায় বিন্যাস ও বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও পর্যালোচনায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অধীত বিষয়ের যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে তা যুক্তিনির্ভর। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যত্যয় দেখা দিলে তা গবেষকের অসাবধাণতা থেকে উৎসারিত। পাণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞগণ তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে নিবেন-এই প্রত্যাশা গবেষকের।

গ্রন্থপঞ্জি

English Source

Ali, A K M Ayub, *History of Tradilional Islamic Education in Bangladesh*, Dacca: Islamic Foundation Bengladesh, 1983.

_____, *Aspects of Society and culture of the Varendra Rajshahi:* 'Shalimar', Binodpur Bazar, 1998.

Ali, Muhammad Mohar, *History of the Muslims of Bengal*, Vol. 1A, Riyadh Department of Culture and Publications, 1985.

Bari, Latiful (ed.), *Bangladesh District Gazetteers: Dacca.*

_____, *Bangladesh District Gazetteers: Pabna.*

_____, *Bangladesh District Gazetteers: Comilla.*

_____,. Dacca: Bangladesh Government Press, 1977.

_____, Dacca: Bangladesh Government Press, 1978.

_____, Dacca: Bangladesh Government, Press, 1977.

Chowdhury, Abdul Momin, *Dynastic History of Bengal*, Dacca: The Asiatic Society of Pakistan, 1967.

Dani, A H, *Muslim, Architecture in Bengal*, Dacca: The Asiatic Society of Pakistan, 1961.

Hunter, W. W., *A Statistical Account of Bengal*, Vol. V, Districts of Dacca, Bakarganj, Faridpur and Maimansingh, London: Trubner & Co., 1877.

Karim, Abdul, *Murshid Quli Khan and His Times*, Dacca: The Asiatic Society of Pakistan, 1963.

Majumder, R. C., *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century*, Calcutta: Fermark L. Mukhopadhya, 1960.

O'Malley, L S S, *Bengal District Gazetteers Rajshahi*, Culcutta: Bengal Secretariat Book Depot. 1916.

Rahim, Muhammad Abdur, *Social and Cultural History of Bengal*, Vol. 1, Karachi: Pakistan Historical Society, 1963.

Sarker, Sir Jadu Nath, *The History of Bengal*, Vol. II, Muslim period, Dacca: The University of Dacca Second Impression, July, 1972.

Siddique, Dr. Ashraf (ed.), *Bangladesh Distric Gazetteers Rajshahi*, Dacca: Bangladesh Government Press, 1976.

বাংলা উৎস

আলী, এ কে এম ইয়াকুব, *বরেন্দ্র অঞ্চলে মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্য*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৩।

আলী, এ কে এম ইয়াকুব, *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা*, ঢাকা: অধুনা প্রকাশন, ২০০৬।

আলী, এ কে এম ইয়াকুব, *রাজশাহীতে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯২।

আলী, এ কে এম ইয়াকুব, *আরব জাতির ইতিহাস চর্চা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৮২, অনন্যা প্রকাশন, ২০০১।

আলীম, এ কে এম আবদুল, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯।

আশরাফ, কে এম, *হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবন চর্চা*, কলিকাতা: পাল পাবলির্শাস, ১৯৯৪।

আহমদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

আজগর শফিকুল ও রশীদ আবদুর, *গাজীপুর জেরার ইতিহাস*, গাজীপুর: ১৯৯৪।

আহমদ ফরিদ, *ভাওয়ালের ইতিহাস*, গাজীপুর: ১৯৯৫।

আলমগীর মুহাম্মদ, *ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি*, ঢাকা: ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

আহমেদ, শরিফ উদ্দীন, সম্পা., *সিলেট ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ১৯৯৯।

ইসলাম, এ এন এম সিরাজুল, *ইসলামে মসজিদের ভূমিকা*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশন ২০০৪।

ইসলাম, সিরাজুল, সম্পা., *বাংলা পিডিয়া*, ৩য় খন্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ২০০৩।

করিম, আব্দুল, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জানুয়ারী, ১৯৯৪।

করিম, আব্দুল, *বাংলার ইতিহাস মুঘল আমল*, ১ম খন্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।

করিম, আবদুল, *বাংলার ইতিহাস মুঘল আমল*, ২য় খন্ড, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯২।

করিম, অব্দুল, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬।

করিম, আব্দুল, *সুলতানী আমলে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও বিকাশ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২।

কবীর, মফিজুল্লাহ, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জানুয়ারী, ১৯৭৮।

নেছা, খন্দকার কামরুন, *নারায়ণগঞ্জে মধ্যযুগের মুসলিম স্থাপত্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী ২০০৪।

খান, আব্বাস আলী, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (প্রথম ও ২য় ভাগ), ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার, ১৯৮৫।

খান, আব্দুল লতিফ, *মুসলিম বাঙ্গালা: আমার যুগে*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৬৮।

গুপ্ত, প্রেমময় দাশ, *তারীখ-ই-শেরশাহী*, কলিকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৫।

গুপ্ত, শঙ্কর সেন, *বাঙালী জীবনে: হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রহ্ম আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের বিবাহের ইতিবৃত্ত*, কলিকাতা: ইন্ডিয়ান পাবলিকেশনস, ১৮৭৪।

চন্দ্র, অতুল, *ভারতের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খন্ড, কলিকাতা: মল্লিক লাইবেরী, ১৯৮৭।

চৌধুরী, শামসুল হুদা, *একাত্তরের রণাঙ্গণ*, ঢাকা: ১৯৮৪।

চৌধুরী, শামসুজ্জোহা, *সোনার গায়ের সন্ধানে*, সোনারগাঁ: ১৯৮৯।

টেলর, জেমস, *কোম্পানী আমলে ঢাকা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

চৌধুরী আবদুল মমিন, *পাঠশালা থেকে স্কুল*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

জাফর, এস এম, *মুসলিম শাসিত ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮।

দে, যতিন্দ্র মোহন, *ঢাকার ইতিহাস*, কলকাতা: শইব্যা প্রকাশন, ১৪০৬ বাঙলা।

নাথান, মিজ্যা, *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*, ১ম খন্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮।

শাহ নাওয়াজ, এ কে এম, *বাংলা সংস্কৃতি বাংলার সভ্যতা*, ঢাকা: দিব্য প্রকাশন, ২০০৪।

মল্লিক, আজিজুর রহমান, *বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

মজুমদার, রমেশ চন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীনযুগ)*, কলিকাতা: জেনারেল পিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮।

মজুমদার, কেদার নাথ, *ঢাকার বিবরণ*, কলিকাতা: ১৯৯০।

মামুন, মুনতাসীর, *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, ঢাকা: অনন্যা প্রকাশন, ১৯৯৩।

মিত্র, সতিশ চন্দ্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, কলিকাতা: ১৯৬৩।

মোর্তজা, *চেপে রাখা ইতিহাস*, কলকাতা: বর্ধমান বিশ্বকোষ প্রকাশনা, ১৯৮৬।

যাকারিয়া, আ ক ম, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, ঢাকা: ১৯৮৪।

যায়, সরূপ চন্দ্র, *সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস*, কলিকাতা: ১৮৯১।

রহিম ড. মুহাম্মদ আব্দুর, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (১ম ও ২য় খন্ড), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

রহিম, এম.এ, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাইস, ১৯৯৪।

রহমান, আতাউর, *ভাওয়াল রাজবংশ ও সন্নাসীর মামলা*, গাজীপুর: বোর্ড বাজার, ১৯৯৪।

রশীদ, মোহাম্মদ হারুনূর, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম: একটি সমীক্ষা*, ঢাকা, ২০০৪।

Britannica, Vol. II, London, William Benton, 1973.

J.N. Mumtaz Chaudhury, *Islamic Culture,* Vol. XI, Allahabad: Mamtaz Mahal, 1937.

Khan, H.Saber "Medieval Arabic Historigraphy", *Islamic Culture,* Hyderabad, 1959.

Khan, M.S. "The Eye Witness Reporters of Miskawaihs History", *Islamic Culture*, Vol. 4, 1964.

ইসলাম, মো. আমিরুল, "যশোর জেলার শিক্ষার প্রকৃকি ও বিকাশ: একটি সমীক্ষা (১৭৭৬-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ)", অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, ১৯৯৭।

খাতুন, সৈয়দা নূরে কাসিদা "বাংলার রাজনীতি: রাজা গণেশের উত্থান প্রসাদ ষড়যন্ত্র ও সমসাময়িক উলামার প্রতিক্রিয়া", কলা অনুষদ, *গবেষণা পত্রিকা*, তৃতীয় সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮-৯৯।

হক, মো: আজিজুল, "আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারীর আল-তাবারী: ইতিহাস চর্চায় তাঁর অবদান" অপ্রকশিত পি.এইচ.ডি থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪।

হক, মো: আজিজুল, "হিজরী তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম ইতিহাস চর্চা: প্রকৃতি ও ধারা", কলা অনুষদ, *গবেষণা পত্রিকা*, দ্বিতীয় সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬-৯৭।

গাজীপুর দর্পণ, গাজীপুর জেলা ছাত্র কল্যাণ সমিতি-১৯৮৬।

জেলার নাম গাজীপুর, *স্বরণীকা বিজয় দিবস সংখ্যা*, ১৯৮৪।

"যাদের জন্য হল ধন্য ভাওয়ালের পূণ্য ভূমি (নিবন্ধ)", *মাসিক ভাওয়াল*, গাজীপুর: ১৯৯৩।

পরিশিষ্ট

পুরাতন ঢাকা জেলার মানচিত্র

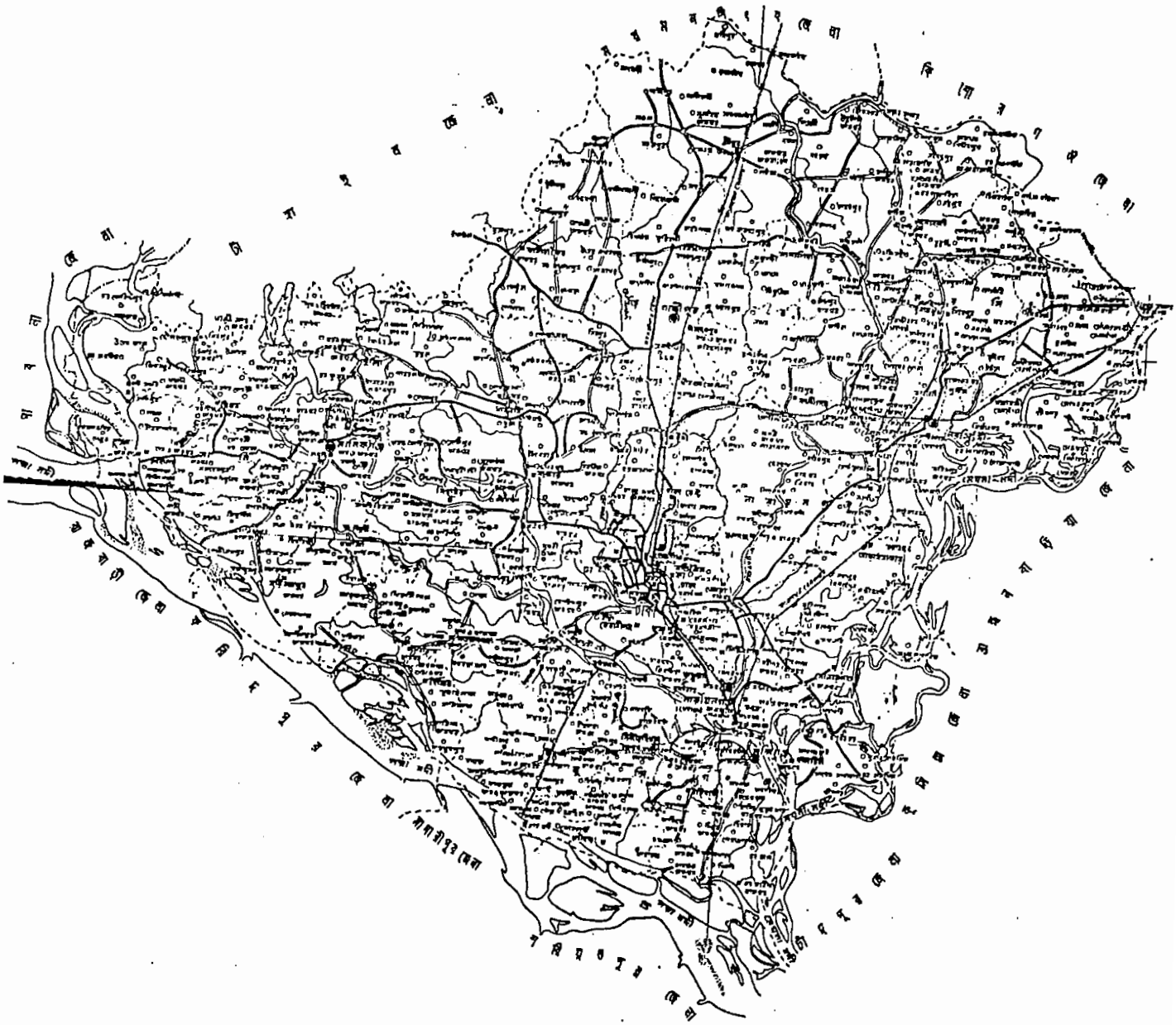

এই মানচিত্রটি Bangladesh District Gazetteers Dacca, থেকে সংগৃহীত।

ঢাকা জেলার মানচিত্রের সাঙ্কেতিক চিহ্ন

বর্তমান গাজীপুর জেলার মানচিত্র

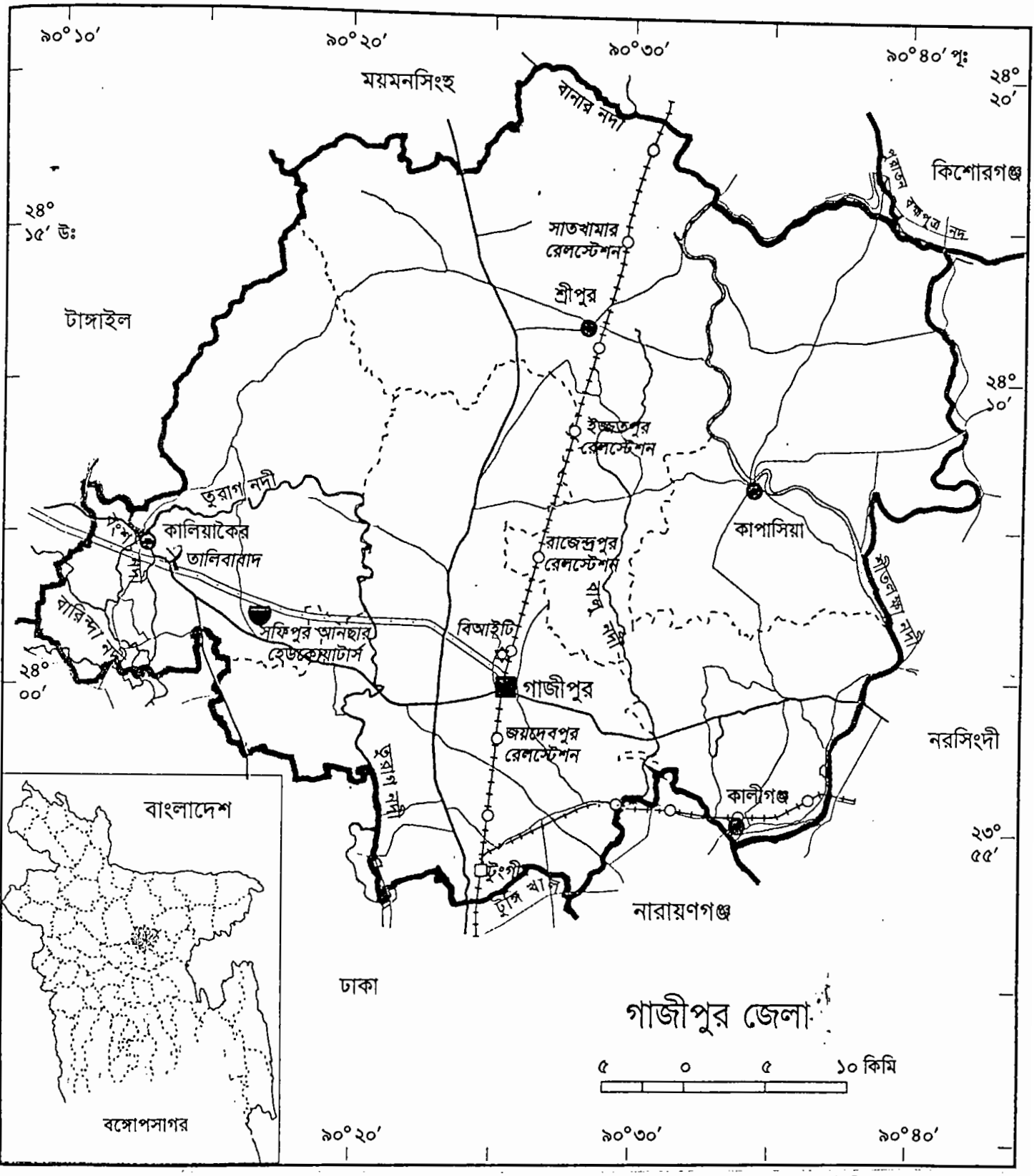

এই মানচিত্রটি *বাংলা পিডিয়া* সম্পাদনা, ৩য় খন্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ২০০৩ থেকে গৃহীত।

Rajshahi University Library
Documentation Section
Document No. D-2611
Date 16.2.07